(রহমানী স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম

বিসমিল্লাহির রহমানীর রহিম

- (আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নে)
- (মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেন ?)
- (আল্লাহ্‌র শাস্তি এখানে)
- (আল্লাহ্ এর আদেশ)
- (আমার স্বপ্নে আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) লিখার মূল উদ্দেশ্য)
- আমি ইমাম মাহদী দাবি করিনা।
- কিভাবে মুসলিম উম্মাহ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ও তার হারানো অবস্থা ফিরে পেতে পারে এবং সাফল্যের চাবি কী ?
- পাকিস্তানী ১৪ টি সংবাদপত্রে মোহাম্মাদ কাসীম বিন আব্দুল কারীম এর ছবি সহ সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে তার অনুবাদ-
- (মোহাম্মাদ কাসীমের প্রথম রহমানী স্বপ্ন)
- (মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলোকে নিয়ে উপহাস)
- (আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ (সঃ) বর্ণনায় মোহাম্মাদ কাসীম)
- (মসজিদে নববী এবং স্বর্ণের কাগজপত্র)
- (উম্মতের প্রতি মোহাম্মাদ (সঃ) এর বার্তা)
- (মোহাম্মাদ কাসীম ও নবী মোহাম্মাদ ﷺ বনাম সব মন্দ - একটি পবিত্র স্বপ্ন)
- (আল্লাহ্‌র রহমতে মোহাম্মাদ কাসীমের বাতাসে দৌড়ানো এবং শান্তিপূর্ণ জায়গার অনুসন্ধান)
- (আল্লাহ্‌র প্রসিদ্ধ পেইন্টিং)
- (মোহাম্মাদ (সঃ) মোহাম্মাদ কাসীমকে কী আদেশ করলেন ?)
- (কঠিন ঈমানী পরীক্ষা এবং অলৌকিক শহর ভ্রমণ)
- (মোহাম্মাদ কাসীমের অধ্যবসায়)
- (আল্লাহ্‌র নূর এবং ৪টি চাঁদ)
- (স্বপ্ন বাড়ির কাজ)
- (মুসলমানদের একতা এবং বিশ্ব শান্তির সুসংবাদ)
- (ক্ষুধার্ত এবং মুক্তির পথ)
- (মোহাম্মাদ কাসীম বিতরণকারী)
- (মোহাম্মাদ কাসীম এবং আলেম-উলামা, মুফতি ও মুসলিম নেতাগণ)
- (জিবরাঈল (আঃ) এবং জান্নাত)
- (৩ ভাই = [প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু + প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প + প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী])
- (প্রেসিডেন্ট এরদোগানের অটোমান সাম্রাজ্য)
- (সৌদি-প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন সালমানের সম্ভাব্য মৃত ! শাসকের পুত্র অনুপস্থিত)
- (আল্লাহ্ কেন পাকিস্তান সৃষ্টি করলেন ?)
- (মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নের প্রথম নিদর্শন- তারা পাকিস্তানকে "তোরা বোরা" হিসাবে তৈরি করার চেষ্টা করবে)
- (প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং শির্ক)
- (গভীরে ডুবে যাওয়া ভূমি এবং ইমরান খান)
- (পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ব্যর্থতা)
- (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইমরান খানের তর্ক !)
- (প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাথে মোহাম্মাদ কাসীমের সাক্ষাৎ)
- (পাকিস্তানের শাসক ও শির্ক এবং সেনা কর্মকর্তারা)
- (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ)
- (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির গোপন পরিকল্পনা !!! তিনি ফিলিস্তিনের মত পাকিস্তানকেও তৈরি করবেন)
- (পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এর মৃত্যু)
- (ইলুমিনাতি বাহিনীর পরিকল্পনা, বিমানে আগুন ধরে এবং প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়ে যায়)

- (পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খাদ্যে ভাইরাস)
- (পাকিস্তানে সমস্যা এবং মুক্তির পথ, কেবল ২টি হেলিকপ্টার)
- (পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে মোহাম্মাদ (সঃ) এর সাক্ষ্য প্রদান)
- (পাকিস্তানে সমস্যা ! সেনাপ্রধানের সাহায্য এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা)
- (নবী (আঃ) দের ও মুসলিমদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা)
- (শান্তির ভূখণ্ড এবং যারা পিছনে থেকে যাবে)
- (কেয়ামতের আগের শেষ দিনটি ছিল)
- (মোহাম্মাদ (সঃ) মোহাম্মাদ কাসীমকে ওমর (রাঃ) এর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন)
- (খোরাসানের ভূমি নয় বরং খোরাসানের পূর্বের ভূমিটি)
- (ক্ষুধার্ত সিংহ দেখে ভয় এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য)
- (এই বাহিনীই হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী)
- (গুপ্তধন উদ্ধার এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি)
- (একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আসবে)
- (মধ্যপ্রাচ্যের দেশে ধ্বংস !!! শেষ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী এখানে)
- (ফিলিস্তিনে কি ঘটতে যাচ্ছে ??? ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রীর গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ !!!)
- (প্রেসিডেন্ট এরদোগানের মৃত্যু ও তুর্কীতে ধ্বংস এবং ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা)
- (মুসলমানদেরকে অবৈধ হত্যা এবং আল্লাহ্‌র নূর)
- (ইসলামের ৩টি প্রধান দুর্গ)
- (ধূলার ঝড়ে ঢেকে যাবে মধ্যপ্রাচ্য, হাজার হাজার মুসলমানের মৃত্যু এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিনে দাজ্জালের ৩য় মন্দির বানাবে)
- (মোহাম্মাদ কাসীম মদীনা এবং মক্কায়)
- (ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন এবং গাযওয়া ই হিন্দ যুদ্ধ শুরু)
- (লাল গাড়ি সহ লোকটির ধ্বংস এবং এক যুবকের সাথে পরিচয়)
- (মোহাম্মাদ কাসীমের যুদ্ধ দাজ্জালের সাথে)
- (দাজ্জাল আতংকজনক বজ্রঝড়বৃষ্টি পাঠিয়েছিলো মুসলমানদের বাড়িতে)
- (দাজ্জাল এর আগমন এবং চূড়ান্ত ঈমানী পরীক্ষা)
- (ঈসা (আঃ) এবং ইয়াজুজ-মাজুজ ও জুলকারনাইন)

(আল্লাহ্‌ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নে)

আস্‌‘সালামু আলাইকুম। আমার নাম মোহাম্মাদ কাসীম ইবনে আব্দুল কারীম। আমি একজন পাকিস্তানী। আমার ঈমান হল যে- “আল্লাহ্‌ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌র শেষ নবী ও রসূল।” এবং আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর উম্মত। আমি গর্বিত যে, আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর উম্মত। আমার বয়স ৪২ এবং আমার বংশ কুরাইশ। আল্লাহ্‌ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে বলেছেন, আমার স্বপ্নগুলো অন্যদের সাথে বলতে এবং এইসবই আমি করছি। আমার বয়স তখন ১২, ১৩ বছর ছিল, যখন প্রথম বারের মত আল্লাহ্‌ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) উভয়ে আমার স্বপ্নের মধ্যে আসেন। তারপর ১৯৯৩ সালে যখন আমার বয়স ১৭ বছর ছিল, তখন থেকে আল্লাহ্‌ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) নিয়মিত ও অবিরতভাবে আমার স্বপ্নের মধ্যে আসতে শুরু করেন। এবং এখনো আল্লাহ্‌ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আমার স্বপ্নের মধ্যে আসেন। আমি গত ২৮ বছরেরও বেশি সময় ধরে এইসব স্বপ্ন দেখতেছি। এতদূর আল্লাহ্‌ আমার স্বপ্নে আসেন ৫০০ বারেরও বেশি বার এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আমার স্বপ্নে ৩০০ বারেরও বেশি বার আসেন। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের একটি স্বপ্নে আমি দেখি আল্লাহ্‌ বলেছেন- “কাসীম, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানরা বিশ্বাস করবেনা যে, তোমার

স্বপ্নগুলো সম্পূর্ণ সত্য এবং সবকিছু সঠিকভাবে ঘটতে যাচ্ছে, যেভাবে আমি তোমাকে স্বপ্নের মধ্যে বলেছি। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি মুসলমানদের অবস্থার পরিবর্তন করব না। এবং তারা একই অবস্থায় থাকবে এবং আমি তাদেরকে প্রত্যেকটি দিক থেকে সংকুচিত করব।” আমি আল্লাহ্‌র দিকে তাকাই না, আমার স্বপ্নের মধ্যে আমি শুধু অনুভব করি যে, আল্লাহ্ আরশে আছেন এবং কণ্ঠ সেখান থেকে আসছে। বা আমি দেখি যে, নূর। এবং কণ্ঠ, নূর থেকে আসছে। বা আল্লাহ্ আকাশ থেকে আমার সাথে কথা বলছেন। প্রত্যেকটি স্বপ্নের মধ্যে আমি অনুভব করি, আল্লাহ্ আমার ঘাড়ের শিরার কাছে আছেন। আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর মুখমণ্ডলের দিকে তাকাই না, আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর শরীর দেখি। এক স্বপ্নে আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর সাথে আলিঙ্গন করি এবং আমার সম্পূর্ণ শরীর আমাকে সাক্ষী দেয় যে, তুমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর সাথে আলিঙ্গন করতেছ। আমার স্বপ্নগুলোর মধ্যে আমি অনেক বার মোহাম্মাদ (সঃ) এর সাথে হাত মিলিয়েছি। এবং আমার হাত আমাকে সাক্ষী দেয় যে, আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর সাথে হাত মিলিয়েছি। ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি স্বপ্নের মধ্যে আমার জীবনের প্রথম বারের মত আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর চোখের দিকে তাকাই। যখন আমার চোখ মোহাম্মাদ (সঃ) এর চোখের দিকে তাকাল, তারপর তারা স্থায়ী হয়ে গেল। এবং আমি দূরে তাকাতে পারিনি। আমি অনুভব করি, মোহাম্মাদ (সঃ) এর চোখকে আল্লাহ্ তার সকল নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এটা ছিল আমার জন্য একটি অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। ২০১৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বরের স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন- “কাসীম, মুসলমানরা কি তোমাকে বিশ্বাস করে ?” আমি আল্লাহ্‌কে বললাম- “না, শুধুমাত্র কিছু মানুষ, তাদের ছাড়া আর কেউ করেনি।” তারপর আল্লাহ্ বলেন- “কাসীম, যদি তারা তোমাকে বিশ্বাস না করে, তবে আমি তাদেরকে প্রচন্ডভাবে ঝাঁকি দিব এবং আমি তাদেরকে পরস্পরের সাথে যুদ্ধ করাব। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে বিশ্বাস না করবে, তারা এভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।” তারপর আমি দেখি যে, মুসলমানরা একে অপরের সাথে যুদ্ধ শুরু করেছে এবং বাকি মুসলমানরা এখন খুব তীব্র হয়ে উঠেছে যে, এখন কী হবে এবং তারা কিভাবে যুদ্ধ থামাবে ? এবং তারপর ঐ লোকগুলো, যারা আমার স্বপ্নগুলো সম্পর্কে জানে কিন্তু তারা এতে বিশ্বাস করেনা (বড় মানুষগুলো সহ) এবং ঐ লোকগুলো, যারা আমার স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস করা হতে অন্যদেরকে বাঁধা দিত। তারপর তারা আমার স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস করল এবং আমার স্বপ্নগুলোকে অন্যদের সাথে বলল। এবং তারপর এই খবর সারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে গেল। ১৯৯৪ সালের স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ্ আকাশ থেকে আমার সাথে কথা বলেন, সেই শব্দগুলো আমার এখনো মনে আছে, আমি এটাকে বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করছি- “কাসীম, যেসব প্রতিশ্রুতি আমি তোমার সাথে করেছি, একদিন আমি আমার সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করব। এবং যদি আমি আমার প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করতে না পারি, তাহলে আমি সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা নই।” সেই দিন থেকে আমি আল্লাহ্‌র জন্য অপেক্ষা করা শুরু করেছি। এবং আমি আমার আশা হারাই না। কিন্তু যখনই আমার আশা হারানোর মত হয়, আল্লাহ্ বা মোহাম্মাদ (সঃ) আমার স্বপ্নের মধ্যে আসেন এবং আমাকে এভাবেই বলেন যে- “সাব্রুন জামীল কাসীম।” “কাসীম, শুধুমাত্র অমুসলিমরাই তাদের আশা হারায়। কাসীম, মুসলমানরা তাদের আশা হারাতে পারে না।” ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে বলেন- “কাসীম, তুমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর শেষ উম্মত হিসেবে এই পৃথিবীতে মারা যাবে।” তার মানে হল, “আমার মৃত্যুর পর এই পৃথিবীতে আর কোন মুসলমান অবশিষ্ট থাকবে না, কিন্তু শুধু খারাপ মানুষ থাকবে এবং তাদের উপর কেয়ামত নাযিল হবে।” ২০১৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের স্বপ্নে মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে বলেন- “কাসীম, আমার ছেলে, তোমার আশা হারাবে না। তুমি তোমার ভাগ্যের খুব নিকটে, আল্লাহ্ তোমাকে সাহায্য করছেন। আমার ছেলে, শুধু অল্প একটু অপেক্ষা কর।” আল্লাহ্ আমাকে অনেক স্বপ্নে এমন বলেছেন- “কাসীম, একদিন আমি তোমাকে সাহায্য করব এবং তোমাকে সাফল্য দিব এবং আমি আমার সকল প্রতিশ্রুতিগুলো পূর্ণ করব, এমনকি যদি শুধুমাত্র একদিনও কেয়ামত থেকে বাকি থাকে। এবং সমগ্র বিশ্ব তোমার সাফল্য দেখবে।” কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে বলেননি কখন সেই দিন আসবে। এবং আমি আল্লাহ্‌র জন্য

গত ২৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে অপেক্ষা করছি এবং এখনো আমি আল্লাহ্‌র জন্য অপেক্ষা করছি। গত ২৩ বছরে আমি আমার আশা হারাইনি এবং আমি জানিনা, কখন বা কিভাবে আমি আমার ভাগ্যে পৌঁছাবো। অনেক মানুষ আমাকে বলেছিলেন, আপনি মানসিকভাবে অসুস্থ বা এটা শয়তান, যার কারণে আপনি এসব স্বপ্নগুলো দেখছেন। আমি অনেক লোকের কাছে এটা নিশ্চিত করেছি, আমি মানসিকভাবে অসুস্থ নই এবং এটা শয়তান নয়। আমি আল্লাহ্‌ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) কে বিশ্বাস করি এবং তারা আমার স্বপ্নে আসছেন। বহুবছর আগে এক স্বপ্নে আল্লাহ্‌ আমাকে বলেছেন- ‘‘কাসীম, ঘুমানোর আগে ‘শেষ ৩ কুল’ পড় এবং তারপর ঘুমাও, তাহলে শয়তান তোমার কাছ থেকে দূরে থাকবে।’’ এবং গত বহুবছর ধরে আমি এই কাজ করছি। ২০১৪ সালের জানুয়ারী মাসের স্বপ্নে আল্লাহ্‌ আমাকে বলেছেন- ‘‘কাসীম, ২০ বছর আমি তোমাকে পরীক্ষা করেছি। আমি এটা দেখতে চেয়েছিলাম যে, তুমি কী তাদের মতই একজন কি না ? যারা আল্লাহ্‌র রহমত থেকে নিরাশা হয়।’’

(মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্‌ কী বলেন ?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৫ সালের ২০ সেপ্টেম্বরের স্বপ্নে আমি দেখি যে, আল্লাহ্‌ আমাকে বললেন, ‘‘কাসীম, কুরআন আমার কথা এবং যদি সকল শয়তান, জিন ও মানবজাতি একত্রিত হয়, তারা এমনকি একটি আয়াত তৈরি করতে পারবেন না। একইভাবে, স্বপ্ন, যা আমি (আল্লাহ্‌) তোমাকে দেখিয়েছি, সেই স্বপ্নগুলি আমার দ্বারা তৈরি হয়েছে এবং এমনকি যদি সকল শয়তান, জিন ও মানবজাতি একত্রিত হয়, তবুও তারা এমন একটি স্বপ্ন তৈরি করতে পারবে না। আর শয়তানও কাউকে এমন স্বপ্ন দেখাতে পারে না। এই স্বপ্নগুলো আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার, যিনি সকল বিশ্বের একমাত্র পালনকর্তা।’’ স্বপ্নটি শেষ হয়।

(আল্লাহ্‌র শাস্তি এখানে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন ৫ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে দেখেছিলাম। আমি ঘর এবং বাড়ী দ্বারা ঘেরা কিছু জায়গায় ছিলাম। আমি অনুভব করলাম যে, আল্লাহ্‌ আমাদের উপরে মেঘের তুলনায় আমাদের নিকটবর্তী ছিলেন। আমি অনুভব করলাম যে, আল্লাহ্‌ অত্যন্ত ক্রোধের একটি উচ্চপদে ছিলেন। একটি উচ্চ এবং ভয়ঙ্কর কণ্ঠের সঙ্গে। তিনি কুরআন তিলাওয়াতের শাস্তির আয়াতের (আয়াত) মত কথা বলতে শুরু করেন। আমি অনুভব করলাম যে, আল্লাহ্‌ কিছু করার জন্য এই সকল লোকদেরকে কিছু আদেশ দিয়েছেন এবং এই লোকগুলো সে আদেশ মান্য করেননি এবং তারা এটি সম্পর্কে যত্নবান না। এবং আল্লাহ্‌ বলেন, ‘‘আমি তোমাদের উপরে একই শাস্তি পাঠাবো। তাদের মত যাদের আগে পাঠানো হয়েছে, যারা আমার আদেশ মান্য করেনি।’’ আল্লাহ্‌ নবী লুত (আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর লোকদের শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। এবং বলেন যে, ‘‘আপনি আমার এই শাস্তি ভুলে গেছেন ?’’ আমি বললাম, ওহ না, আল্লাহ্‌ খুব রাগান্বিত। আমি দেখেছি মানুষ দিশেহারা হয়ে চারপাশে দৌড়াচ্ছে এবং নিজেদের লুকানোর চেষ্টা করছে। সর্বত্র তারা লুকাচ্ছিলেন, আল্লাহ্‌ বলেন, ‘‘আমি জানি আপনারা কোথায় লুকিয়ে আছেন এবং কেউ আমার কাছ থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে না।’’ তারপর তারা অন্য উপায়ে দৌড়াতে শুরু করেছিল এবং আল্লাহ্‌ একই কথা বলেন। এই দেখার পরে আমি নিজেকে লুকাতে শুরু করি। আমি বললাম, এটা ভাল নয়। আল্লাহ্‌ যখন রাগান্বিত হন তখন কেউই

তাকে থামাতে পারে না। এটি থেকে দূরে থাকা এবং একটি নিরাপদ স্থান খোজা ভাল। তারপর আমি কয়েকজন লোককে আমার পাশে দাড়িয়ে থাকতে দেখলাম। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করিনি, কেন তারা আমার সাথে চলছেন ? আমি দূরে কিছু জায়গা দেখেছি এবং আমি বললাম এটা ভাল দেখতে। তারপর আমি আমার পিছনে প্রাচীরের বিপরীতে একটি কোণে বসা। লোকগুলো যারা আমার সাথে আমার পাশে বসে আছেন। তারপর এই জায়গাটি খুব শান্ত দেখলাম। আমি আল্লাহ্‌র কন্ঠ শুনেছিলাম, তবে এটি খুব আস্তে ছিল। আমি বলেছিলাম যে, এই স্থানটিতে আল্লাহ্‌ এখানে তাঁর শাস্তি পাঠাবেন না। তারপর আমি দেখলাম কয়েকজন আরো বড় লোক এখানে এসেছেন, সেখানে আমাদের সাথে বসে দেখছিলেন। এবং একে অপরকে বলেন যে, তারা কেবল বসে আছেন, তাদের শান্ত অবস্থায় বসে থাকার অর্থ এই যে আল্লাহ্‌ এখানে তাঁর শাস্তি পাঠাবেন না। তারপর আমি অপেক্ষা করতে শুরু করেছিলাম এবং চিন্তা করতাম যে, কখন আল্লাহ্‌র রাগ শেষ হবে। যখন এটা হবে আমি সেখানে থেকে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিবো। আমি ভাবলাম যে, যখন আমি ফিরে যাব তখন কিছুই বাকি থাকবে না। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(আল্লাহ্‌ এর আদেশ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৩ জুন ২০১৬, আল্লাহ্‌ আমার স্বপ্নে এসেছিলেন। একটা তীব্র আসমানী জোঁতি এসেছিল আলোর ভিতর থেকে। আমি এইরকম জোঁতি পূর্বে কখনো দেখিনি। আল্লাহ্‌ পাক বলেন, কাসীম, আমার প্রদত্ত অনেক অবকাশ আছে লোকদের জন্য, কিন্তু অল্প কিছু লোক ছাড়া কারো তোমাকে বিশ্বাস হয়নি, তার পরিবর্তে তুমি অনেকের কাছেই উপহাসিত হয়েছো। আমার বার্তা পৌঁছাও ঔসব লোকের কাছে, যাদের আমি অবকাশ দিয়েছিলাম, চিন্তা করার এবং বুঝার জন্য। খুব তাড়াতাড়ি যা চালু তা আসা শেষ হয়ে যাবে, সুতরাং প্রস্তুত হও, আমার শাস্তি আসাদোনের / ভোগের জন্য !!! স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

কিভাবে মুসলিম উম্মাহ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারে ও তার হারানো অবস্থা ফিরে পেতে পারে এবং সাফল্যের চাবি কী ???

প্রত্যেক মুসলমানই এই প্রশ্নটি জিজ্ঞেস করেন যে, কিভাবে আমরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং রাজ্য পর্যায়ে সাফল্য অর্জন করতে পারি এবং সাফল্যের চাবি কী ? এর উত্তর হচ্ছে; আমাদেরকে শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকতে হবে। আজ আমি আপনাকে শিরক সম্পর্কে কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা বলব যা মোহাম্মাদ কাসীম ইবনে আব্দুল কারীমকে তার রহমানী স্বপ্নগুলোতে আল্লাহ্‌ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রথমত আসুন দেখি, শিরক কী ?

শিরক হচ্ছে আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাউকে উপাসনা করা, রব ও ইলাহ হিসাবে নিযুক্ত করা, আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার স্থাপন করা, যেমন প্রভুত্ব হিসাবে, ঈশ্বর হিসাবে ও ঐশ্বরিক নাম এবং গুণাবলী যা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই

জন্যে। উদাহরণ স্বরূপ, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনার জন্য যেকোন নিয়ম, রূপ, গঠন করা, অনুমোদন দেয়া শিরক। যেমন, অন্য কাউকে বা অন্য কারো জন্য ইবাদত করা। যে কোন প্রকারের ইবাদতকে গাইরুল্লাহর জন্য জায়েজ মনে করা। যেমন, গাইরুল্লাহর জন্য নামাজ পরা, গাইরুল্লাহর জন্য রোজা রাখা, গাইরুল্লাহর নামে জবেহ করা। একইভাবে সাহায্য করার জন্য আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা, মানে গাইরুল্লাহকে ডাকাও শিরক।

উদাহরণস্বরূপ, কবরে যারা আছেন, মানে, যারা মারা গেছেন, মৃত ব্যক্তির কাছ থেকে কোন সাহায্য চাওয়া এবং কল্যাণ চাওয়া বা তাকে ডাকা অথবা সাহায্যের জন্য গায়েবী কাউকে ডাকা, এমন কিছু বিষয় যেখানে একমাত্র আল্লাহ্ ছারা অন্য কেউ সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখেনা, এটাও শিরক। এছাড়াও, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা বা কসম করাও শিরক। কারণ নবী মোহাম্মাদ (সঃ) বলেছেন, যে কেউ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করেছে সে কুফরী করেছে বা শিরক করেছে। রিয়া বা লোক দেখানো আমল করাও শিরক, কারণ এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিটি আল্লাহ্‌র জন্য কোন কিছুই করে না কিন্তু সে অন্যদেরকে দেখানোর জন্য ইবাদত করতেছে।

কোরআন মাজীদে নবী ইবরাহীম (আঃ) এর গল্পটি খুব উৎসাহী করে তুলে এবং এক আল্লাহ্‌র ক্ষমতার প্রতি বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করে। কোরআন মাজীদের সূরা আল আন-আম এর ৭৫-৭৯ নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

(৭৫) এমনিভাবেই আমিই ইবরাহীমকে আসমান ও জমিনের রাজত্ব (পরিচালনা ব্যবস্থা) আবলোকন করিয়েছি, যাতে তিনি বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান।

(৭৬) অনন্তর যখন রাত্রির অন্ধকার তাকে আবৃত করলো, তখন তিনি আকাশের একটি তারকা দেখতে পেলেন, আর বললেনঃ এটাই আমার প্রতিপালক। অতঃপর যখন তা অস্তমিত হলো তখন তিনি বললেনঃ আমি অস্তমিত বস্তুকে ভালবাসি না।

(৭৭) অতঃপর যখন তিনি আকাশে চন্দ্রকে ঝলমল করতে দেখলেন, তখন বললেনঃ এটাই আমার প্রতিপালক। কিন্তু ওটাও যখন অস্তমিত হলো, তখন বললেনঃ আমার প্রতিপালক যদি আমাকে পথ প্রদর্শন না করেন, তবে আমি অবশ্যই পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবো।

(৭৮) অতঃপর যখন তিনি সূর্যকে উজ্জ্বল উদ্ভাসিত দেখতে পেলেন তখন বললেনঃ এটি আমার মহান প্রতিপালক। কারণ এটি হচ্ছে সব থেকে বড়, যখন সেটিও অস্তমিত হল তখন তিনি বললেনঃ হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা যাকে আল্লাহ্‌র অংশীদার কর তা থেকে আমি মুক্ত।

(৭৯) আমার মুখমণ্ডলকে আমি একনিষ্ঠভাবে সেই মহান সত্তার দিকে ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই।

কিভাবে শিরক শুরু হয় ?

একটি ছবি শিরক এর একটি কারণ হতে পারে। কারণ মানুষ শিরক কাজ করা শুরু করেছিল একটি ইমেজ বা একটি ছবি বা মূর্তির কারণে। আল্লাহ্ কোরআনের সূরা নূহ এর ২৩ নং আয়াতে বলেছেন,

“এবং তারা বলেছিল, কখনও তোমরা তোমাদের দেবতাদেরকে ছেড়ে দিও না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূওয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।”

ইব্‌নু আব্বাস (রাঃ) তিনি তার তাফসীরে বলেন,

এই নামগুলো নূহ (আঃ) এর সম্প্রদায়ের কতিপয় নেক লোকের নাম ছিল। তারা মারা গেলে, শয়তান তাদের কওমের লোকদের অন্তরে এ কথা ঢেলে দিল যে, তারা যেখানে বসে মাজলিস করত, সেখানে তোমরা কতিপয় মূর্তি স্থাপন কর এবং ঐ সমস্ত পুণ্যবান লোকের নামেই এগুলোর নামকরণ কর। কাজেই তারা তাই করল, কিন্তু তখনও ঐ সব মূর্তির পূজা করা হত না। তবে মূর্তি স্থাপনকারী লোকগুলো মারা গেলে এবং মূর্তিগুলোর ব্যাপারে সত্যিকারের জ্ঞান বিলুপ্ত হলে লোকজন তাদেরকে পূজা করা শুরুকরে দেয়। (সহিহ বুখারী - ৪৯২০)

শির্ক এড়িয়ে চলার গুরুত্বঃ

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সমস্ত নবী ও রসূলদের মাধ্যমে মানবজাতির জন্য প্রথম যে বার্তাটি পাঠিয়েছিলেন তা হল, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। যার অর্থ “আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই।” এবং এটাকে বলে, তাওহীদ। আরবী ভাষায় তাওহীদ, আল্লাহ্‌র একত্বকে নির্দেশ করে এবং তাঁকে এক এবং অদ্বিতীয় বলে বর্ণনা করে। তার এবং তার গুণাবলীর মধ্যে কোন অংশীদার বা সহকারী নেই। তাওহীদের বিপরীতে হয় শিরক। যার অর্থ আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদারি করা এবং আল্লাহ্ শির্ককারীদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না।

যেমন, আল্লাহ্ কোরআনের সূরা আন নিসা এর ৪৮ নং আয়াতে বলেছেন,

“নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তাকে ক্ষমা করবেন না, যে তাঁর সাথে শরীক করে। তিনি ক্ষমা করেন এর নিম্ন পর্যায়ের পাপ, যার জন্য তিনি ইচ্ছা করেন এবং যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করলো, সে অবশ্যই একটি জঘন্য মহাপাপ করল।”

মোহাম্মাদ কাসীম ইবনে আব্দুল কারীম অনেক স্বপ্ন দেখেছেন, যার মধ্যে আল্লাহ্ ও নবী মোহাম্মাদ (সঃ) তাকে সোজা পথ অনুসরণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন এবং কিছু বিষয় থেকে দূরে থাকার জন্য বলেছেন। যে বিষয়ের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল, অবশ্যই শিরক থেকে দূরে থাকতে হবে। মোহাম্মাদ কাসীম এই কথাটির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, যে, আমাদের শিরক থেকে এবং শির্কের বিভিন্ন রূপ থেকে দূরে থাকা উচিত। কারণ এটিই একমাত্র পথ, যার দ্বারা আমরা এই বিশ্বে এবং আখীরাতে সাফল্য অর্জন করতে পারি। এবং যদি আমরা অন্ধকার এবং অজ্ঞতা থেকে বেরিয়ে আসতে চাই তবে অবশ্যই আমাদেরকে শিরক এবং শিরকের রূপগুলি পরিত্যাগ করতে হবে এবং এই সম্পর্কে অন্যদেরকে উপদেশও দিতে হবে। আল্লাহ্ কাসীমকে অনেক স্বপ্নের মধ্যে বলেছেন যে, কাসীম, আমি শুধু তোমাকে সাহায্য করছি কারণ তুমি শিরক এবং তার বিভিন্ন রূপগুলি পরিত্যাগ করতে শুরু করেছ। আল্লাহ্, কাসীমকে আরও বলেছেন যে, “কেয়ামতের দিন আমি যে কোন পাপ ক্ষমা করবো, কিন্তু আমি শিরক এর পাপ ক্ষমা করব না।”

আধুনিক যুগের শিরক ও এর উদাহরণ এবং এটি থেকে কিভাবে এড়িয়ে চলা যায়ঃ

আধুনিক সময়ে শির্কটি চিহ্নিত করা এবং এটিকে এড়িয়ে যাওয়া খুবই কঠিন এবং দুর্ভাগ্যবশত সেখানে সর্বত্র প্রচুর শিরক এবং তার বিভিন্ন রূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এমনকি আল্লাহ্ কাসীমকে একটি স্বপ্নে বলেছিলেন যে, এই পৃথিবী কখনোই আজকের মত এত ধরনের শিরকে পরিপূর্ণ ছিল না। শিরকের একটি ফর্ম বা রূপ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় ছবি এবং ইমেজ। খাদ্য সামগ্রীর প্যাকেটগুলিতে এবং অন্যান্য দৈনিক ব্যবহারের প্যাকেটগুলির উপর ছবি থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পানীয়, দুধ, দই, শ্যাম্পু ও পুরুষ এবং মহিলাদের ব্যবহারের জন্য অন্যান্য আইটেমে ছবি থাকে। একইভাবে চলচ্চিত্রের মধ্যে শিরক আছে যেখানে মিথ্যা ঈশ্বর এবং তাদের ক্ষমতাকে প্রদর্শন করা হচ্ছে অথবা অন্যান্য মন্দ কাজ যেখানে যাদু হিসাবে তারা স্বাভাবিক মানুষকে খুব শক্তিশালী প্রদর্শন করে এবং তাদেরকে ঈশ্বর হিসেবে দেখায়। আমরা প্রায়ই জামাকাপড়ের দোকানে মূর্তিগুলি বা মানবমূর্তি দেখতে পাই, যেটি শিরকের একটি রূপ।

১. আপনি যদি কোন বিজ্ঞাপন বোর্ডে কোন ছবি দেখেন তাহলে আপনার মুখকে অন্যদিকে ঘুরান এবং এটির দিকে তাকাবেন না এবং বলুন, সুবহানআল্লাহ্। এর অর্থ হচ্ছে, আমি যা দেখেছি আল্লাহ্ তা থেকে পবিত্র এবং তার কোন অংশীদার নেই।

২. যদি আপনি কোন পার্ক, দোকান বা অন্য কোন জায়গায় মূর্তি বা চিত্র দেখতে পান তাহলে আপনার চোখকে বন্ধ করুন এবং তাদের দিকে তাকাবেন না।

৩. যদি আপনি কোন সিনেমা দেখতেছেন এবং এটাতে কোন মিথ্যা ঈশ্বর দেখানো হচ্ছে তাহলে এটি দেখা বন্ধ করুন।

৪. আপনার রুমে বা আপনার কক্ষের দেওয়ালে যদি কোন ছবি বা ইমেজ থাকে তবে সেগুলিকে মুছে ফেলুন বা তাদেরকে সরিয়ে দিন।

৫. যদি আপনার বাচ্চাদের খেলনা থাকে, তবে যখন তারা তাদের সাথে খেলা বন্ধ করে দেয়, তখন তাদের এমন জায়গায় রাখুন যেখানে তাদেরকে আপনার চোখে আর দেখা যায় না।

৬. যদি আপনার বাড়িতে কোন ছোট ছবি বা মূর্তি থাকে তাহলে তাদেরকে বাতিল করুন এবং তাদেরকে আবর্জনা হিসেবে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিন।

৭. আপনার যদি কোন সুগন্ধি বা অন্য কোন প্রসাধনী সামগ্রী থাকে, কিছু ব্রান্ডের পণ্যগুলোর গায়েও একটি জীবন্ত ব্যক্তির ছবি বা ইমেজ আছে, তাহলে দয়াকরে এমন ছবিটি একটি মার্কারের কালি দিয়ে বা একটি টেপ দিয়ে লুকিয়ে রাখুন, কারণ আপনাকে সেই পণ্যটি ব্যবহার করতে হবে, যতক্ষণ এটি চলবে।

৮. এমনকি যদি আপনার পকেটে একটি চুইং-গাম থাকে যার উপরে একটি ছবি আছে তাহলে এটাকে আপনার পকেটে রাখবেন না অথবা প্যাকেটটি ফেলে দিন, যে, এটা থেকে ছবিটি সরিয়ে দেওয়া হল।

৯. কারো সম্পর্কে বলবেন না বা লিখবেন না যে, তিনি আমাদের আশা বা ভরসাস্থল বরং বলতে হয় যে, আল্লাহ্ একমাত্র আশা।

১০. মোবাইল ফোন বা ল্যাপটপে ছবি রাখা একটি সমস্যা নয় কারণ তাদের দেখাচ্ছে না, এমনকি কম্পিউটারেও, তাদেরকে একটি ফোল্ডারে লুকিয়ে রাখুন।

১১. আপনার ডেস্কটপে একটি জীবন্ত ব্যক্তির ছবি থাকলে অথবা সোশ্যাল মিডিয়ায় বা অন্য কোন জায়গায় যদি আপনার প্রোফাইল ছবি থাকে তাহলে দয়াকরে এটি সরিয়ে ফেলুন কারণ প্রতিবার আপনি এই ছবিটিকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে দেখছেন যখন এটি দেখার কোন প্রয়োজন নেই।

১২. আপনি একটি মোবাইল ফোন বা ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে আপনার এবং আপনার পরিবারের ছবি তৈরি করতে পারেন কিন্তু তাদের লুকিয়ে রাখুন এবং শুধুমাত্র প্রয়োজন হলে তাদের খুলুন।

১৩. যদি আপনি একজন বন্ধুর বাড়ীতে যান এবং তার বাড়িতে বা তার রুমে ছবি থাকে তবে সেগুলি মুছে ফেলা বা আবর্জনায় ফেলে দেওয়ার জন্য জোরাজুরি করবেন না কারণ এই বাড়িটি আপনার সম্পত্তি নয় এবং আপনি এর জন্য দায়ী নন। তবে যদি আপনার বন্ধু শির্ক সম্পর্কে জানতে চায় এবং তারা নিজেরা ছবিগুলোকে সরাতে ইচ্ছুক হয় তাহলে তা উত্তম।

১৪. একইভাবে লোকেরা বাগানে যেমন ফুল এবং উদ্ভিদের পাত্র রাখে, সেখানে কখনও কখনও একটি জীব-জন্তুর মূর্তি থেকে তৈরি একটি ঝরনা বা ইমেজ থাকে, তাদেরকে আপনার বাড়ীতে রাখবেন না এবং যদি আপনি তাদেরকে অন্য কারো ঘরের মধ্যে দেখেন তবে তাদের দিকে তাকাবেন না।

১৫. ভারতীয় সিনেমা একটি মূর্তি বা মিথ্যা দেবতার একটি ছবি দিয়ে শুরু হয় বা মুভিতে তারা মূর্তি পূজা বা শিরকের কিছু ফর্ম প্রদর্শন করে। চলচ্চিত্রটিও একটি বিশ্ব। এটির জন্য মানুষ বিভিন্ন শর্ত ব্যবহার করে যেমন চলচ্চিত্র বিশ্ব বা সিনে ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি এবং এই বিশ্বেরও একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্। এবং এমনকি এই চলচ্চিত্র জগতেও কেউই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে কোন অংশীদার দেখানো বা ঘোষণা করতে পারে না।

১৬. কখনও কখনও আমাদেরকে সরকারি নিয়ম অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় যেখানে ছবি ব্যবহার করা হয়, এই ধরনের পরিস্থিতিতে ছবির ব্যবহার অনুমোদনযোগ্য, যেমন ডলার ও রুপী এবং টাকা, পাসপোর্ট এবং আইডি কার্ড ইত্যাদিতে চিত্র রয়েছে।

১৭. কারো যদি কিছু স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে এবং ঔষধের প্যাকেটের উপর ছবি আছে তাহলে এটা আমাদের পকেটে রাখা ঠিক আছে। তবে আমাদের পকেটে কোনও অপ্রয়োজনীয় ছবি রাখা উচিত নয়।

১৮. আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে যে, যা আমরা পরিধান করেছি, আমাদের কাপড়ের উপর কোন জীবন্ত মানুষের কোন ছবি নেই। যে কোন পর্দা যা আমরা জানালাগুলিতে ব্যবহার করি, কোন বিছানার চাদর, গামছা, কম্বল, কার্পেট এবং এমনকি জায়নামাজ। একটি প্রার্থনার মাদুর ব্যবহার করার জন্য অনেক যুক্তিযুক্ত, যেটিতে একটি খুব সহজ মুদ্রণ বা নকশা আছে। কখনও কখনও যদি আপনার প্রার্থনা মাদুরের উপর অনেক ফুল বা নকশা আছে, তারা এমনকি একটি জীবজন্তুর কিছু ছবির মতো তৈরি করে বা তাদের চেহারার মত দেখায়, এ ধরনের জায়নামাজকেও বাদ দিতে হবে।

১৯. যদি আপনি কোনও ছবি বা মূর্তি বা বিলবোর্ডকে অজানতে দেখে ফেলেন তবে আপনার চোখ দূরে সরিয়ে দিন কিন্তু তারপরও বলুন, সুবহানআল্লাহ্।

শিরক থেকে সুরক্ষার জন্য হাদিসের মধ্যে দোয়াঃ

রসূলুল্লাহ (সঃ) আমাদেরকে ছোট ছোট শিরক এর বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন, ভয় যে তার উম্মত এটির মধ্যে পরে যেতে পারে। মোহাম্মাদ (সঃ) বলেছেন, ‘‘যে ব্যাপারে আমি তোমাদের জন্য বেশি ভয় করি তা হল ছোট ছোট শিরক।’’ (আহমেদ দ্বারা বর্ণিত- ২৩১১৯)

এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আরও বলেছেন, শিরক তোমাদের মধ্যে একটি শিলার উপর একটি পিঁপড়ার পদধ্বনির শব্দের তুলনায় আরো সূক্ষ্ম হয়। আমি কি তোমাকে কিছু বলব না ? যে, যদি তুমি এটি কর, তবে এটি তোমাকে উভয় আকারের ছোট এবং বড় শিরকের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যাবে।

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لا أَعْلَمُ

আল্লা-হুম্মা ইন্নি আউ’জুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ’লামু ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা- লা-আ’লাম। (মুসনাদে আহমাদ, ছহিহ জামে)

অর্থ- ‘হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা হতে তোমারই নিকট আশ্রয় চাই। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। (ছহিহ জামে- ২৮৭৬)

আজকের দুঃখজনক বাস্তবতা হল যে, মুসলিম বিশ্বের নেতাদের কেউ শিরক এড়ানোর চেষ্টা করে না, এই সম্পর্কে কোন সচেতনতা দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু যদি মুসলিম উম্মাহ অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চায় এবং তাদের হারানো অবস্থান ফিরে পেতে চায় তবে এই অর্জনের একমাত্র সম্ভাব্য উপায় হচ্ছে, সব স্তরের শিরক এবং শিরকের সকল রূপগুলিকে বাতিল করা। ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্, আমাদেরকে পথ দেখাও এবং আমাদেরকে সব ধরনের শিরক থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য শক্তি দান কর, আমীন।

(আমার স্বপ্নে আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) লিখার মূল উদ্দেশ্য)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ডিসেম্বর ২০১৪ সালে, প্রথম বারের মত আমি আমার স্বপ্ন শেয়ার শুরু করি, আমি পন্ডিত ও মুসলিম নেতাদের ই-মেইল পাঠাই। ই-মেইলের শিরোনামে, আমি ‘‘সত্য স্বপ্ন’’ ব্যবহার করি। তারপর আল্লাহ্ একটি স্বপ্নে আমাকে বলেন যে, কাসীম, ব্যবহার করো এই শিরোনাম- ‘‘আমার স্বপ্নে আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম’’। এবং এরপর, এই শিরোনাম আমি ব্যবহার করেছি।

আমি ইমাম মাহ্দী দাবি করিনা।

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৩ ফেব্রুয়ারির স্বপ্নে আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, কিছু কাজ করতে এবং আমি ঐ কাজগুলো করছি। কিছু লোক আমাকে বলছে যে, আপনি লোকদের পথভ্রষ্ট করছেন, আল্লাহ্ এবং তার রসূল (সঃ) এর নাম ব্যবহার করে। কিছু লোক বলছে যে, আপনি নিজের মতো করে স্বপ্ন লিখেছেন এবং চেষ্টা

করছেন লোকদের মনে করিয়ে দিতে যে আপনি ইমাম মাহদী। যখন কিছু লোক আমায় বলে যে, আমি মিথ্যাবাদী। আমি আজ ওই কথাগুলোর জবাব / উত্তর দিচ্ছি- না আমি আল্লাহ্ এবং তার রসূল (সঃ) এর নাম ব্যবহার করে লোকদের ভুল পথে পরিচালিত করছি, আর না আমি নিজে থেকে স্বপ্নগুলো লিখেছি, না আমি চেষ্টা করছি লোকদের মনে করিয়ে দিতে যে আমি ইমাম মাহদী। আমি কখনোই নিজেকে ইমাম মাহদী দাবি করিনা এবং মসিহ (ঈসা আঃ) ও না। আমি খুব সাধারণ একজন মানুষ এবং আমি আমার এই কাজের জন্য কারো কাছে কোনো পুরস্কারও চাইনা। মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্র শেষ নবী ও রসূল এবং আল্লাহ্র দয়া সবার জন্য। আমি আল্লাহ্ এর বন্ধু হতে চাই। এই হলো সব এবং এখন এটি পরিস্কার হওয়া উচিত। স্বপ্ন আল্লাহ্ রব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে, যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আমি খুব চেষ্টা করেছি বর্ণনা করতে স্বপ্নগুলো, যেভাবে আমি দেখেছি। একমাত্র আল্লাহ্ পারেন স্বপ্ন আর বাস্তবতার মাঝে পরিবর্তন ঘটাতে। একমাত্র আমি আল্লাহ্ এর কাছেই সাহায্য চাই এবং আল্লাহ্ আমার তত্ত্বাবধায়ক। আমি কাউকে জোর করছিনা স্বপ্নগুলো বিশ্বাস করতে এবং বিশ্বাস করা আর না করার ব্যাপারে সবারই মতামত আছে। আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে বলছেন স্বপ্নগুলো প্রচার করতে এবং আমি সেই কাজ করছি। আল্লাহ্ আমাকে আরো বলেছিলেন, “কাসীম, কেউ যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী ডাকে, তাহলে তাকে বল যে, তুমিও আসো এবং আমিও আসবো, তারপর আমরা দুজনেই, আল্লাহ্ এর কাছে মিথ্যাবাদীর উপর অভিসমপাত পেশ করবো এবং যে কেউ আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) এর নাম ব্যবহার করেছে, লোকদেরকে ভূল পথে পরিচালিত করার জন্য, তাহলে সে চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে এবং আল্লাহ্র অভিশাপ সেই মিথ্যাবাদীর উপর। (আমিন)...”

২০১৪ এপ্রিল - আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, কাসীম,
আমি চাই তুমি তোমার স্বপ্নগুলো সম্পর্কে সমগ্র বিশ্বকে বল এবং আমি চাই সবাই জানুক, কে তুমি ?????

পাকিস্তানী সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোহাম্মাদ কাসীম বিন আব্দুল কারীম এর ছবি সহ সাক্ষাৎকারের অনুবাদ-

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মানবজাতিকে অন্য কারো চেয়ে অনেক বেশি ভালবাসেন এবং তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তিনি একটি আত্মার উপর যা সে সহ্য করতে পারে না তার চেয়ে বেশী বোঝা চাপিয়ে দেন না। কারণ ন্যায়পরায়ণতা তার একটি গুণাবলী। কাউকে দয়া বা একটি আশীর্বাদ দেন তার রহমত দ্বারা এটা তাঁর উপরে। লাহোরের নাগরিকদের উপরও আল্লাহ্র বিশেষ রহমত রয়েছে। মোহাম্মাদ কাসীম ইবনে আব্দুল কারীম, যিনি ৪২ বছর বয়সী এবং গত ২৮ বছর ধরে আল্লাহ্ ও রসূল মোহাম্মাদ (সঃ) তার স্বপ্নে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তার এই বৈশিষ্ট তাকে আমাদের বাকী সকলের থেকে আলাদা করে। বিশেষ করে (একেশ্বরবাদ) তাওহীদের উপাদান তার স্বপ্নের মধ্যে সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় এবং গুরুত্বপূর্ণ। মোহাম্মাদ কাসীম আমাদেরকে বলেছিলেন যে, তার স্বপ্নে অন্যান্য সব জিনিসের উপর অগ্রাধিকার দেওয়া জিনিসটি হল শিরক এড়িয়ে চলা এবং এটি সাফল্যের চাবিকাঠি। মোহাম্মাদ কাসীমের আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং তার শেষ ও চূড়ান্ত রসূল মোহাম্মাদ (সঃ) এর জন্য সত্যিকারের ভালবাসা রয়েছে। মোহাম্মাদ কাসীম, যিনি তাঁর স্বপ্নে ৩০০ বারেরও বেশি সময় ধরে মোহাম্মাদ (সঃ) কে দেখে সম্মানিত হয়েছেন, তিনি তার মাথা উত্তোলন করতে কখনো সাহস পেতেন না এবং নবী (সঃ) এর পবিত্র মুখ দেখতে, তবে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে অভিজ্ঞতা হল সেখানে অনেক নূর থাকে এবং আমি শ্রদ্ধার সাথে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি ও তার সাথে কথা বলি। তিনি আরো বলেন যে, তিনি ৫ বছর বয়সে তাঁর প্রথম স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই স্বপ্নে যখন তাঁর বাড়ির ছাদ থেকে

আকাশে যাবার সিঁড়ি আরোহণ করেন, তখন অবশেষে তিনি এমন একটি বিন্দুতে পৌঁছলেন যেখানে তিনি মনে করেছিলেন যে এই সিঁড়ি সোজা তাকে নিয়ে যাবে জগত সমূহের একমাত্র পালনকর্তা আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে। মোহাম্মাদ কাসীম আরও বলেন যে, তিনি ১২ বা ১৩ বছর বয়সী ছিলেন যখন তাঁর স্বপ্নের মধ্যে প্রথমবারের মতো আল্লাহ্ ও মোহাম্মাদ (সঃ) উপস্থিত হন এবং তারপর ১৭ বছর বয়স থেকে তিনি ধারাবাহিকভাবে এই ধরনের ঐশ্বরিক স্বপ্নগুলো ধারণ করেছিলেন। ২০১৪ সালে, প্রথমবারের মত আল্লাহ্ ও মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে একটি স্বপ্নে আদেশ দেন যেন সবার কাছে আমার স্বপ্নগুলো প্রচার করি। তিনি আরও যোগ করেছেন যে তখন থেকে তিনি তার স্বপ্নগুলো সকল ইসলামিক দেশগুলির ওয়েবসাইটে, পাকিস্তানের সরকারি কর্মকর্তা ও সরকারী ওয়েবসাইটগুলিতে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ওয়েবসাইটগুলিতে শেয়ার করেছেন। মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, তার স্বপ্নের প্রথম চিহ্ন হলো যে, শত্রুরা পাকিস্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত এবং বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করবে, কিন্তু আল্লাহ্ পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন এবং পাকিস্তান ইসলামী বিশ্বের নেতা হবে। পাকিস্তান অনেক অগ্রগতি অর্জন করবে এবং একটি অত্যন্ত উন্নত দেশ হয়ে উঠবে, এটি উন্নতি করবে এবং এমনকি নিজেই সবকিছু তৈরি করবে এবং সুশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের এমন একটি ব্যবস্থা গঠন করা হবে যা কেবলমাত্র মুসলমান নয়, এমনকি অমুসলিমরাও বাকি বিশ্ব থেকে এসে পাকিস্তানে বসবাস শুরু করবে। ইসলামের উত্থানে পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনী প্রধান ভূমিকা পালন করবে। তার কথোপকথনের সময় পাক-ভারত উত্তেজনাকে সবার দৃষ্টিগোচর করার জন্য মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ মার্চ ২০১৭ সালের স্বপ্নের মধ্যে তিনি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করার জন্য একটি ভারতীয় ষড়যন্ত্র দেখেছিলেন। শত্রুরা পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর খাবারে কিছু রাসায়নিক মিশ্রিত করে যার মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে পক্ষাঘাত করার চেষ্টা করা হয়। তারপর ২৬ মে ২০১৮ এর একটি স্বপ্নে মোহাম্মাদ কাসীমকে এই বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছিল যে, এই খাদ্যটি জ্বালানী এবং ডলার। কারণ যখন ডলার থাকে না তখন আমরা কোন জ্বালানী কিনতে সক্ষম হব না এবং যদি তা ঘটে তবে দেশের পরিবহন এবং সেনাবাহিনীর গতিবিধি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মোহাম্মাদ কাসীম আরও বলেছেন যে যখন শত্রুরা পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে, তখন পাকিস্তানের জনগণ পাক-সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য তিনি নিজেকে সামনের সারিতে খুঁজে পান। মোহাম্মাদ কাসীম আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, নবী ইউসুফ (আঃ) যেভাবে অবিশ্বাসী মিশরীয় রাজা ও তার জনগণকে দুর্ভিক্ষ এবং দুর্যোগ থেকে রক্ষা করেছিলেন তার স্বপ্নের ব্যাখ্যা করে এবং ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি তৈরি করেছিলেন, একইভাবে পাকিস্তানকেও এই ঐশ্বরিক স্বপ্নের আলোকে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে এবং তিনি সেনাবাহিনীর সংখ্যা দুইগুণ বৃদ্ধি করার জন্য সেনাবাহিনীর প্রধানকে একটি বার্তা দিয়েছেন। আমাদের সেনাবাহিনীকে সর্বাধিক সুবিধা প্রদান করতে হবে এবং এর মান বাড়ানো দরকার যাতে ভবিষ্যতে আমরা যে কোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারি। ৩য় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলার সময় মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই যুদ্ধের সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চলবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে এই যুদ্ধের ফলে যুদ্ধক্ষেত্র হবে আরব দেশগুলো। মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা শান্তির সন্ধানে পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হবে এবং পাকিস্তানকে তাদের বাসস্থান ও আশ্রয় প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এই বৈঠকে মোহাম্মাদ কাসীম বারবার কালো জঙ্গি বিমানের কথা বলেছেন এবং কিভাবে এই কালো জঙ্গি বিমানগুলি পাকিস্তানের সীমানা রক্ষা করবে এবং এই কালো জঙ্গি বিমানগুলো বিশ্বের সবচেয়ে উন্নত বিমান হবে বলে উল্লেখ করেছেন এবং তারা অপরাজেয় হবে। এই কালো জঙ্গি বিমানগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছ থেকে বিশেষ রহমত পাবে এবং তাদের সহায়তায় আমরা গাজওয়া-ই-হিন্দের আগেই কাশ্মীরকে মুক্ত করে দেব এবং ভারত এই কালো জঙ্গি বিমানগুলির কারণে এত ভয় পাবে যে এটি একা পাকিস্তানে আক্রমণের সাহস করবে না। মোহাম্মাদ কাসীম আরও ব্যাখ্যা করেছেন যে, যখন এই কালো জঙ্গি বিমানগুলো মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া অঞ্চলগুলি পুনরুদ্ধারের জন্য মধ্যপ্রাচ্যে প্রবেশ করবে তখন তারা

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া উভয়কেই পরাজিত করবে এবং তাদেরকে থামাতে সেখানে কেউ থাকবে না। শেষ সময়ের ঘটনাবলী সম্পর্কে আমাদের সাথে কথা বলার সময় মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, তিনি তার স্বপ্নে দাজ্জালকে অনেক বার দেখেছেন এবং তিনি দেখেছেন ইয়াজুজ ও মাজুজ যখন তারা মুক্তি পায় ও আক্রমণ করে। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে নবী ঈসা (আঃ) কেও দেখেছি এবং তার অবতরণের পর মুসলমানরা তাঁর সাথে বসবাস করা শুরু করেছে। তাঁর কথোপকথনের সময় মোহাম্মাদ কাসীম যে বিষয়ের উপর সর্বাধিক জোর দিয়েছিলেন তা হল শিরক এড়িয়ে চলা উচিত এবং এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে, একবার আমরা শিরক ও তার রূপগুলো থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার চেষ্টা করি এবং রাষ্ট্রে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশ অনুযায়ী শরীয়ত পালন করি। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল শিরক ধ্বংস করি, তারপর আল্লাহ্ আমাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ ও রহমত বর্ষণ করবেন, তিনি আমাদেরকে এমন ভাবে প্রদান করবেন যেখানে আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু যতক্ষণ না শিরক ও তার সকল রূপগুলো সম্পূর্ণভাবে নির্মূল হয় ততক্ষণ আল্লাহ্র সাহায্যও আসবে না এবং আমরা অন্ধকারে হারিয়ে যাব এবং আমরা অগ্রগতি লাভ করব না। শুধু এইরকম কল্পনা করুন যে শিরককে এড়িয়ে চলা হল একটি চাবিকাঠি যা দিয়ে অগ্রগতি ও কল্যাণের সকল দরজা খুলে যাবে যা আমরা এ পর্যন্ত খুলতে ব্যর্থ হয়েছি। একসময় আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শির্ক বিলুপ্ত করলে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাকিস্তান বিশ্বের বাকি অংশকে অতিক্রম করবে এবং একটি বাস্তব কল্যাণ রাষ্ট্র হয়ে উঠবে এবং বিশ্ব পাকিস্তানের অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির উদাহরণ দেবে। মোহাম্মাদ কাসীম ব্যাখ্যা করেছেন যে, শিরক এড়িয়ে চলার জন্য তিনি সবচেয়ে বেশী চাপ দেওয়ার কারণটিও এই কারণে যে, সকল নবীর মাধ্যমে আল্লাহ্র প্রেরিত সর্বপ্রথম বার্তাটি হল শিরক এড়িয়ে যাওয়া এবং (একেশ্বরবাদ) তাওহীদের উপর দৃঢ় থাকা এবং শেষ ও চূড়ান্ত নবী মোহাম্মাদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও লোকদেরকে তাওহীদের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এবং তাদেরকে শির্ক ধ্বংস করতে বলেছিলেন এবং তারপর সফল সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মোহাম্মাদ (সঃ) এর একজন ছোট উম্মত হিসাবে আমাদেরও তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ করতে হবে এবং একটি সফল ও কল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সকল শিরক অপসারণ করা দরকার। মোহাম্মাদ কাসীম তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উম্মাতকে যে বার্তা দিয়েছেন তা হল যে, যদি তারা সফল হতে চায় তবে তার ব্যক্তি এবং তাঁর গুণাবলীর মধ্যে মানে আল্লাহ্র সাথে কোন প্রকারের কোন অংশীদারকে সংযুক্ত করবেন না। দিনে এবং রাতে "সুবহানাল্লাহি ওয়াবিহামদিহি সুবহানাল্লাহিল আজীম" জিকরের মাধ্যমে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পবিত্রতা ও মহিমা বর্ণনা করুন। এবং মোহাম্মাদ (সঃ) উপর সব সময় দুরূদ ও সালাম পড়ার মাধ্যমে শান্তি ও আশীর্বাদ পাঠান। তার কথোপকথনের সময় মোহাম্মাদ কাসীম আরও উল্লেখ করেছিলেন যে, যখন তার স্বপ্নগুলোর খবর শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধানের কাছে পৌঁছায়, তখন নবী মোহাম্মাদ (সঃ) স্বপ্নের মাধ্যমে তাদেরকে সাক্ষ্য দেবেন যে, কাসীমের স্বপ্নগুলো সত্য এবং তা আল্লাহ্র কাছ থেকে এসেছে এবং এই ঘটনাগুলোই ঘটতে যাচ্ছে যেমন কাসীমকে তার স্বপ্নে দেখানো হয়েছে এবং তারপর আল্লাহ্র সাহায্যে আমরা ইসলাম ও পাকিস্তানকে রক্ষা করি।

লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা মানুষকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পথে ডাকে। কিন্তু খুবই অল্প সংখ্যক লোক আছে যারা মানুষকে তাওহীদ ও আল্লাহ্র পথে আহ্বান করে গোপনে এবং লুকিয়ে থেকে। মোহাম্মাদ কাসীমও এমন একজন ব্যক্তির মত, দার্শনিক, যার কোন দুনিয়াবী আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনি তার শৈশব থেকে সত্য স্বপ্ন দেখছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ১২ বা ১৩ বছর বয়স থেকে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এবং নবী মোহাম্মাদ (সঃ) কে আমি আমার স্বপ্নে দেখি। আমার স্বপ্নের প্রথম চিহ্ন হলো

যে, শত্রুরা পাকিস্তানে আক্রমণ করবে ও ভাঙ্গার চেষ্টা করবে, তবে আল্লাহ্ পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন এবং সংরক্ষণ করবেন। আল্লাহ্র রহমতের মাধ্যমে পাকিস্তান অনেক উন্নতি ও অগ্রগতি করবে এবং এটি বিশ্বের ইসলামের নেতৃত্ব দেবে। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বিশেষ রহমত ও আশীর্বাদ রয়েছে পাকিস্তানের উপর কারণ এটিই একমাত্র রাষ্ট্র যা ইসলামের নামে বিদ্যমানে আসে, তাই আল্লাহ্ নিজেই পাকিস্তানকে রক্ষা করবেন। তিনি আরো যোগ করেছেন যে তার সমস্ত স্বপ্নের সামগ্রিক বিবরণ তিনটি বিষয়ের উপর জোর দেয়; আমার স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ আমাকে শির্ক থেকে বিরত থাকতে বলেছিলেন এবং একই বার্তা নবী মোহাম্মাদ (সঃ) এর সকল উম্মতের জন্যও, সকাল ও সন্ধ্যায় যিকির এবং তাসবীহ পড়তে (কালীমা ও নামাজ পড়ার মাধ্যমে আল্লাহ্কে স্মরণ রাখতে) এবং শেষ ও চূড়ান্ত নবী ও রসূল মোহাম্মাদ (সঃ) এর প্রতি দুরূদ ও সালাম পাঠাতে। ২০১৪ সালে, প্রথমবারের মতো আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছিলেন আমার স্বপ্নগুলো প্রচার করতে এবং জনগণের মধ্যে এই বার্তা পাঠাতে। পাক-ভারত উত্তেজনা ও দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত স্বপ্নের বিষয়ে মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, পাকিস্তানি নাগরিকরা সম্পূর্ণ আন্তরিকভাবে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তিনি ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধের জন্য প্রথম সারিতেও নিজেকে খুঁজে পেয়েছেন এবং তিনি যে কোনো আগ্রাসনের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছেন। লাল পতাকা নিয়ে একটি দেশ থেকে আসা সেনাবাহিনীও এই পাক-ভারত লড়াই এ অংশ নেয় এবং ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সতর্ক করে দেয় যে, যদি আপনি এখন এক ধাপ এগিয়ে যান তবে আমরা ভারতকে ধ্বংস করব। এই সাক্ষাত্কারে মোহাম্মাদ কাসীম বারবার কালো জঙ্গি বিমানের কথা বলেছিলেন এবং এই কালো জঙ্গি বিমান সর্বদা পাকিস্তান সীমান্ত রক্ষা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে এবং তারা শত্রুদের যেকোনো হুমকির প্রতি সাড়া দিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। ৩য় বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে মোহাম্মাদ কাসীম আমাদের বলেছিলেন যে, এই যুদ্ধের সময় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাকিস্তান অভিবাসনের শুরু করে এবং তারপর পাকিস্তান ৩য় বিশ্বযুদ্ধের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। পাকিস্তানের কালো জঙ্গি বিমানগুলো এই যুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া উভয়কেই পরাজিত করে এবং এভাবেই পাকিস্তান বিশ্বে নতুন সুপার পাওয়ার হিসাবে উঠে আসে। মোহাম্মাদ কাসীম একটি বার্তা দিয়েছেন নবী মোহাম্মাদ (সঃ) এর উম্মতের প্রতি যে, যদি তারা সফল হতে চায় তাহলে নিজেদেরকে শির্ক থেকে রক্ষা করা ও পৃথিবীতে অহংকারে না হাঁটা এবং দয়ার সঙ্গে মানুষের সাথে আচরণ করতে হবে। যতক্ষণ না আমরা রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের শির্ক বিলুপ্ত না করব, আল্লাহ্র সাহায্য পৌঁছাবে না এবং এটাই সফলতার একমাত্র উপায় এবং বর্তমান সময়ে পাকিস্তানকে অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে এবং একটি মহৎ শক্তি হয়ে উঠার জন্য সব পর্যায়ের সকল শিরক ধ্বংস করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। মোহাম্মাদ কাসীম যে কারো সাথে তার স্বপ্ন প্রচার করতে অনিচ্ছুক বোধ করতেন, কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার আদেশের কারণে তিনি এখন তার স্বপ্নকে সমগ্র বিশ্বে প্রচার করার জন্য দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। মোহাম্মাদ কাসীম নিজেকে বলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র একজন ছোট ক্রীতদাস এবং শেষ ও চূড়ান্ত রসূল নবী মোহাম্মাদ (সঃ) এর একজন ক্ষুদ্র চাকর।

(মোহাম্মাদ কাসীমের প্রথম রহমানী স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৪ বা ৫ বছর বয়সে প্রথম এই রহমানী স্বপ্ন দেখা শুরু হয়। ৫ বছর বয়সে আমি স্কুলে যাওয়া শুরু করি। এবং যখন আমি প্রথম স্বপ্ন দেখি তখন স্কুলে যাওয়া শুরু করিনি। তাই আমি ধারণা করেছি ৪ বা ৫ বছর বয়সে প্রথম আমি রহমানী স্বপ্নটা দেখি। ছোটবেলায় গ্যাস বেলুনের প্রতি আমার অনেক আগ্রহ ছিল। এবং আমি সেগুলো কিনতাম ও আকাশে ছেড়ে দিতাম। এই স্বপ্নে আমি বাড়িতে ছিলাম এবং বড়

ভাই জাবেদ বাহির থেকে এসে আমাকে বলল, বেলুনওয়ালা এসেছে, সে চলে যাওয়ার আগে তুমি তোমার বেলুন কিন, না হলে তুমি কান্নাকাটি শুরু করবা। আমি আম্মার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাহিরে গেলাম এবং বেলুনওয়ালাকে একটা গ্যাস বেলুন দিতে বললাম। বেলুনে গ্যাস ভরার সময় বেলুনওয়ালা আমাকে বলল, কাসীম, তুমিকি জান ? তোমাদের বাড়ির ছাঁদে একটি সিঁড়ি আছে যা সরাসরি আকাশে চলে যাচ্ছে। আমি খুব অবাক হলাম এবং একটু উত্তেজনা অনুভব করলাম, কারণ আমি জানতে চাইতাম যে, বেলুনগুলো হাত থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর আকাশে কোথায় যায় ? এইটা দেখার জন্য আমি দৌঁড়াইয়া আমাদের ঘড়ের ছাঁদে গেলাম, আমি এত বেশি উত্তেজিত ছিলাম যে, আমি বেলুন নিতে ভুলে গেলাম। আমি যখন ছাঁদে গেলাম তখন সত্যিই সেখানে সিঁড়ি দেখতে পেলাম। লাল রঙের ইটের তৈরী, মোগল স্থাপতের মত দেখতে, চক্রাকারে আকাশের দিকে উঠে গেছে। আমি সিঁড়ি দেখে খুব খুশি হলাম। এবং সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা শুরু করলাম। অনেক উপরে উঠে নিচে তাকালাম, ঘরবাড়ী খুব ছোট মনে হয়েছিল। এইগুলো দেখে আমি বেশ খুশি হলাম। এবং আমার খুশি বাড়তে থাকল, যেন তা শেষ হবার নয়। আমি আরো উপরে উঠলাম এবং মেঘ দেখতে পারলাম এবার আরো বেশী খুশি হলাম। তারপর হঠাৎ আমার মনে হল, আমি ক্লান্ত হয়ে গেলে নিচে নামতে পারব না এবং আম্মা আমাকে খুঁজতে হয়রাণ হয়ে যাবে। তারপর আমি বললাম আমি ক্লান্ত হইনি, ক্লান্ত হলে আমি নিচে নেমে যাব। এরপর আমি আরো উপরে উঠলাম। হঠাৎ আমার মনে হল, এই সিঁড়ি সরাসরি মহাবিশ্বের মালিক আল্লাহ্‌র কাছে চলে যাচ্ছে। অত্যন্ত খুশি ও আনন্দে আমার শরীর ও মন শিহরিত হল। আমি সর্বশক্তি দিয়ে উপরে উঠতে থাকলাম, যেন তাড়াতাড়ি মহান আল্লাহ্‌র কাছে যেতে পারি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়ে গেল।

(মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলোকে নিয়ে উপহাস)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩০/১১/২০১৫ তারিখের একটি স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি কোথাও দৌঁড়াচ্ছিলাম এবং আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কোথায় যাচ্ছি? মোহাম্মাদ (সঃ) আলোতে হাঁটায় অভ্যস্ত ছিলেন। আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় জায়গাটিকে আলোয় পরিপূর্ণ করেছিলেন এবং তারপর সেখানে আমি। কে পথ খুঁজে পাবেনা মোহাম্মাদ (সঃ) এর জাতি হওয়ার পরেও। আমি আল্লাহ্‌র কাছে মিনতি করি মোহাম্মাদ (সঃ) এর পথে চলার জন্য। যাতে আমি অবশ্যই সফল হই। তারপর আমি একটি ভবন দেখতে পাই, আমি ভিতরে প্রবেশ করি, সেখানে একটি মেয়ে রান্নাঘরে রুটি তৈরি করছিলো। আমি তাকে খাবারের জন্য বলি কিন্তু সে আমার দিকে কর্ণপাত করেনি। আমি তাকে অনেকবার ডেকেছিলাম, কিন্তু না সে আমার দিকে কর্ণপাত করছিলো, আর না আমার দিকে তাকিয়েছিলো। সে রান্নাঘরের দরজা বন্ধ করে দেয়। তারপর আমি দেখি সিঁড়ি উর্ধ্বমূখি এবং আমি উঠলাম। আমি সেখানে একটি বড় কক্ষ দেখতে পাই, সেখানে মুসলমানেরা এবং তাদের নেতারা ছিলো। আমি তাদের নিকটে যাই, তারপর আল্লাহ্ আমার ডান কানে বলেন, কাসীম, আমি তোমাকে যে স্বপ্নগুলো দেখিয়েছি সেগুলো বর্ননা করো। আমি থামলাম এবং তাদেরকে বললাম, আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) অনেক বছর ধরে অবিরত আমার স্বপ্নে আসছেন। আল্লাহ্ আমাকে ওয়াদা দিয়েছেন তিনি আমাকে সাহায্য করবেন এবং আমাকে এই অন্ধকার থেকে বের করে নিবেন। এবং আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে সোজা পথ দেখিয়েছেন। এসব শোনার পরে তারা (স্বপ্ন অবিশ্বাসীরা) হাসতে শুরু করে এবং বলে যে, তুমি কি পাগল? কে আল্লাহ্‌কে স্বপ্নে দেখেছে ? কিছু মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে, এবং আমি বলি, কেন নয়? আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে স্বপ্নে বলেছিলেন যে, কাসীম, যে কেউ তোমাকে সমর্থন করলো

সে এমন ব্যক্তি যে আমাকে সমর্থন করলো। কিন্তু তারা আবারো আমাকে নিয়ে মজা করলো। আমি বললাম, তোমরা কেবল আমাকে নিয়ে মজা করছো, কারন আল্লাহ্ এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আমার স্বপ্নে অবিরত আসছেন। তাদের নেতা বলেছিলো, হ্যাঁ, এই কারনে এবং তুমি মিথ্যা বলছো। আমি নিজেকে নীরবে বললাম, এই জাতি আল্লাহ্র কাছে মিনতি করছে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য এবং তাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করার জন্য এবং যখন আল্লাহ্ কাউকে পাঠান তারপর তারা উপহাস করে। আমি ওখান থেকে এগিয়ে যাই এবং যেসব লোক বিশ্বাস করেছিলো তারাও আমার সাথে হাঁটা শুরু করেছিলো। তাই বাকি লোকেরা তাদেরকে বলছিলো, আমার সাথে না হাঁটতে এবং এটা পাপ। কিন্তু তারা তাদের দিকে কর্ণপাত করেনি। এবং যেসব লোক আমার পাশে এসেছিলো, আমি আমার সংগীদের বলছিলাম, যদি এই লোকগুলো বিশ্বাস না করে তাহলে আল্লাহ্ তাদেরকে প্রচন্ডভাবে ঝাঁকি দিবেন এবং এর সাথেই একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানে এবং প্রত্যেকে ভয় পায়। আমি অনুভব করলাম যেন ভবনটি ধ্বসে যাবে। আমি বললাম, যদি ভবনটি ধ্বসে যায়। তারপর এর ছাদ চূর্ণ হবে। আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার সংগীদের বাইরে নিবেন। ভূমিকম্প থেমে যায় এবং যেসব লোক তাদের নেতাদের সাথে ছিলো, বেশির ভাগই ভয়ে দৌঁড়ে আসে। নেতারা এবং তাদের কিছু সংগী আবারো আমাকে উপহাস করা শুরু করে। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহ্ এরকম ভয়াবহ ভূমিকম্প পাঠিয়েছেন এবং এখনো তোমরা বুঝতে পারছো না এবং তোমরা কখনোই বুঝবেনা। আল্লাহ্ তাঁর সিংহাসনে খুব রাগান্বিত রুপে ছিলেন এবং আল্লাহ্ বলেছিলেন, তোমরা কাসীমকে উপহাস করতে থাকো, তোমাদের হাত ভেংগে যাবে এবং তোমরা ছারখার হয়ে যাবে। আল্লাহ্র এরকম রাগান্বিত কন্ঠস্বর শোনার পরে আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জেগে উঠি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ (সঃ) বর্ণনায় মোহাম্মাদ কাসীম)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি আল্লাহ্র নবী মোহাম্মাদ (সঃ) এর সাথে ৩০০ বারেরও বেশি বার সাক্ষাৎ করেছি। আমি আপনাকে বলতে পারব না মোহাম্মাদ (সঃ) এর চেহেরা দেখতে কেমন। কারণ যখন আমি তার কাছাকাছি যাই, আমার মাথা শ্রদ্ধায় অবনত থাকে এবং আমাদের নামাজের মত আমার দৃষ্টি থাকে। আরেকটি কারণ হচ্ছে, তার মুখ থেকে সবসময় আলোর নির্গমন হয়। যার কারণে তার মুখের বৈশিষ্ট্য বুঝতে পারাটা কঠিন। মোহাম্মাদ (সঃ) এর উচ্চতা ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি (প্রায়)। তার আছে অত্যন্ত সুদর্শন দেহ। তিনি খুব সুন্দরভাবে ও সহজে পৃথিবীতে হাঁটেন। তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢাকা এবং মোহাম্মাদ (সঃ) এর দেহ থেকে সাদা নূর বেরিয়ে আসে। আমার পুরো শরীর সাক্ষী যে, এই হচ্ছে আল্লাহ্র নবী মোহাম্মাদ (সঃ)। এবং যখন আমি তার সাথে হাত মিলিয়ে অভিবাদন করি তখন আমার হাত অনুভব করে যে, এই হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর হাত। এবং যখন আমি তার সাথে আলিঙ্গন করি তখন আমার দেহ সাক্ষ্য দেয় যে, এই হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সঃ) এর উষ্ণ দেহ। এবং আমি সত্যিই খুশি ও অধীর অনুভূতি পেয়ে থাকি। তিনি খুবই নম্রভাবে ও অমায়িকভাবে কথা বলেন। তিনি সবচেয়ে গভীরতম ভালবাসা দেখান এবং সবচেয়ে ব্যাখ্যাতীত ভালবাসেন। যেন তিনি তার দীর্ঘ হারিয়ে যাওয়া ছেলের সাথে দেখা করছেন। তিনি তার উম্মতের জন্য দোয়া করেন এবং তাদের জন্য কাঁদেন। পূর্বে কেউ তার মত করে কাঁদেননি। তিনি বলতে থাকেন, আমার উম্মত...। তিনি গভীরভাবে তার উম্মতের জন্য অনুতপ্ত হন। তিনি বিপথগামীদের জন্য দোয়া করতে থাকেন। আমি এমন বিষাদের জন্য শব্দ ব্যবহার করতে পারব না। আপনি যদি এই সম্পর্কে জানতেন, আপনি যদি চিন্তা করতেন, আপনি কান্না থামাতেন না। একটা উদাহরণ হচ্ছে, তিনি সমস্ত চারপাশ হাঁটেন আগে পিছে শুধু চিন্তিত। এবং তিনি এত বেশি আশা করেন শক্তি ও উদ্দীপনা, যখন তিনি আমাকে কিছু সুপারিশ করেন। একটা স্বপ্নের ঘটনা

ছিল এটা আমি অন্য ভিডিওতে বলব। আমি তার চোখের দিকে তাকালাম ঐ সময় তা অশ্রুসিক্ত ছিল এবং আমি স্তম্ভিত ছিলাম। আমি অন্য কোন দিকে তাকাতে পারিনি। আল্লাহ্ তার চোখকে নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন।

(মসজিদে নববী এবং স্বর্ণের কাগজপত্র)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৭ সালের ৫ মার্চের একটি স্বপ্নে, আমি নিজেকে মসজিদে নববীতে বসে থাকতে দেখি। এবং আমার খুবই ভাল ও শান্তিপূর্ণ অনুভব হচ্ছিল। কারণ আমি একটি বিশুদ্ধ মসজিদে আছি, যা মসজিদে নববী। এবং তারপর মোহাম্মাদ (সঃ) আসেন ও আমার সামনে বসেন। মোহাম্মাদ (সঃ) এর হাতে ৪টি বড় আকারের স্বর্ণের কাগজপত্র ছিল। মোহাম্মাদ (সঃ) অত্যন্ত খুশীর সাথে বললেন- কাসীম, আবারো আমার জাতীর কাছে আমার এই বার্তা পৌঁছে দাও, “তোমাদের মধ্যে যে তোমাকে সমর্থন করবে, সে এমনই একটি ব্যক্তি, যে আমাকে সমর্থন করে। এবং সে অবশ্যই বিচার দিবসে আমার সাথে থাকবে।” এবং কাসীম, এই বার্তাটিও পৌঁছে দাও তাদের কাছে, সেই সকল লোক যারা তোমার সাথে আছে- তাদের এই চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, এই কাজ ভাল কাজ হিসেবে লিখা হচ্ছে কি না। এবং তাদের এই চিন্তা করা উচিৎ নয় যে, কোন ব্যাপারে কী কাজ ও এটার কোন মানে হল। এমন কি যদি কেউ খুবই ছোট একটি কাজ করে, আল্লাহ্ অবশ্যই এটা নষ্ট করে দিবেন না এবং আল্লাহ্ সেই কাজকে অনেক গুণ লিখেছেন। তারা যে কাজ করছে এটা কোন সাধারণ কাজ নয়। এবং তাদের এটা মনে করা উচিৎ নয় যে, আমি তাদের নাম ও তাদের কাজ জানিনা। এই নামগুলো আল্লাহ্ এইসব কাগজপত্রে লিখেছেন। আমি তাদের নাম পড়ি এবং তারা যে কাজই করে, আল্লাহ্ আমাকে তা অবগত করান। তাই তাদের চিন্তা করা উচিৎ নয়। বিচার দিবসে তারা আমার সাথে থাকবে। এবং এই স্বর্ণের কাগজপত্র আল্লাহ্ আমাকে দিয়েছেন। আমি তাদেরকে আমার সাথে মজুত রাখছি এবং এই স্বর্ণের কাগজে তাদের নামও লিখা থাকবে, যারা কঠিন সময়ে তোমার সাথে থাকবে। কাসীম, আমার সত্য ইসলাম আল্লাহ্র সাহায্যে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে। নিশ্চিত কর যে, তুমি আমার এই বার্তা সব লোকদেরকে পৌঁছে দিবে। আমি মোহাম্মাদ (সঃ) কে কিছুই বলিনি এবং মোহাম্মাদ (সঃ) তিনিই বলেছেন। আমি এই স্বর্ণের কাগজের নামগুলো পড়তে চেয়েছিলাম, কিন্তু মোহাম্মাদ (সঃ) সামনে ছিলেন। আমি আমার শরীরের কোন অংশ সড়াতে সাহস করতে পারিনি এবং আমি সেখানে নিরব বসে ছিলাম ও নড়াচড়া করিনি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(উম্মতের প্রতি মোহাম্মাদ (সঃ) এর বার্তা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৫ সালের ৯ অক্টোবরে মোহাম্মাদ (সঃ) ৩ বার স্বপ্নে আসেন। আমি মোহাম্মাদ (সঃ) কে একই রাতে ৩ বার আমার স্বপ্নে আসতে দেখি। একবার আমি দেখি যে, মোহাম্মাদ (সঃ) চিন্তিত ছিলেন এবং এখানে হাঁটছিলেন এবং চিন্তা করছেন। এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বলেন যে, কাসীম এই বার্তা সমগ্র উম্মতের কাছে পৌঁছে দাও। মোহাম্মাদ (সঃ) বললেন, “কাসীম, যে কেহ তোমার সাথে থাকল, সে এমনই একটি ব্যক্তি যে আমার সাথে থাকল এবং যে কেহ তোমাকে সমর্থন করল, সে এমনই একটি ব্যক্তি যে আমাকে সমর্থন করল এবং বিচারের দিনে সে অবশ্যই আমার সাথে থাকবে।” এবং অন্য ২টি স্বপ্ন একই রকমের ছিল। এই স্বপ্নটি আমি ২০১৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বরে দেখেছিলাম, এই

স্বপ্নে এটা ছিল দিনের বেলা এবং মহান আল্লাহ্ তার আরশে সিংহাসনের উপরে ছিলেন। মোহাম্মাদ (সঃ) এবং আমি একটা জায়গার মধ্যে ছিলাম ও আমি গভীর চিন্তিত ছিলাম এবং মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। তারপর আমি মোহাম্মাদ (সঃ) কে বললাম যে, “এই কাজ অনেক কঠিন। এখন পর্যন্ত খুবই অল্প সংখ্যক লোক আমাকে এবং আমার স্বপ্নকে বিশ্বাস করেছে এবং সেখানে আরো কিছু লোক অপেক্ষা করছে এটা দেখার জন্য যে, আমার স্বপ্নগুলো সত্য হয় কি না এবং আল্লাহ্ই জানেন যে, সে সত্য বলছে কি না এবং অনেক লোক আমাকে পাগল ভাবছে এবং তাকে সমর্থন করা একটি গুনাহের কাজ।” এসব শুনে মোহাম্মাদ (সঃ) উদ্বিগ্ন হলেন এবং একটু রাগান্বিত হলেন এবং তাড়াতাড়ি আমার নিকটে আসলেন এবং বললেন যে, কাসীম, তুমি আমার এই বার্তা আমার সমস্ত উম্মতের কাছে পৌঁছে দাও যে, “যে কেহ তোমাকে সমর্থন করল এবং তোমার সাথে থাকল, সে এমনই একটি ব্যক্তি যে আমার সাথে থাকল এবং আমাকে সমর্থন করল। এটা আমার ইসলাম, অতএব তুমি যা কিছুই করতেছ কারণ আল্লাহ্ এবং আমি বলেছি এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দিবেন। দেখ, যে কেহ তোমাকে সমর্থন করল, আল্লাহ্ নিজেই তাদের নাম স্বর্গের কাগজে স্বর্ণের অক্ষরে লিখছেন এবং আমার ছেলে, আল্লাহ্ তাদের পুরস্কার নষ্ট করেন না যারা ভাল কাজ করে।” মানুষ আমাকে বিশ্বাস করে বা না করে তাতে আমার কোন পরোয়া নেই। এটা আমার উপর কোন প্রভাব ফেলবে না এবং আমি কারো কাছে কোন পুরষ্কার চাচ্ছি না। মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে আদেশ করেছিলেন তার বার্তা প্রচার করতে এবং আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর আদেশ পালন করছি।

(মোহাম্মাদ কাসীম ও নবী মোহাম্মাদ ﷺ বনাম সব মন্দ - একটি পবিত্র স্বপ্ন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৩ আগস্ট, ২০১৫ এ আমি এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই স্বপ্নে আমরা অন্ধকারে ভরা একটা ছোট জায়গায় বসবাস করছিলাম। আমাদের প্রধান ইসলামী ভবন মন্দ বাহিনী দ্বারা দখল করা হয়েছিল। তারপর নবী মোহাম্মাদ (সঃ) আমাদের কাছে আল্লাহ্র করুণা দ্বারা প্রেরিত হন। মোহাম্মাদ (সঃ) কে দেখে আমি ও আমার সঙ্গীরা সবাই খুব খুশি হয়ে উঠেছিলাম। কারণ আমরা জানতাম যে আমরা আবার একত্র হয়ে পুনরায় ইসলামী ভবন পুনরুদ্ধার করব। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন যে, কাসীম সব মুসলিম নেতার কাছে যাও এবং আমার সম্পর্কে বলো যে মোহাম্মাদ (সঃ) আমাদের কাছে ফিরে এসেছেন তার ইসলামী ভবনটি মন্দ বাহিনী থেকে মুক্ত করে তা পুনর্নির্মাণ করতে। আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি এখন যাব এবং তাদের কাছে আপনার বার্তা পৌঁছে দেব। নবী মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে বলেন যে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। কিন্তু যখন আমি মুসলিম নেতাদের কাছে গিয়েছিলাম এবং নবী মোহাম্মাদ (সঃ) এর বার্তা জানিয়েছিলাম, তারা শেষ পর্যন্ত আমাকে বিশ্বাস করেনি এবং তারপর আমি বললাম আপনারা কি নবী মোহাম্মাদ (সঃ) কে একমাত্র আপনাদের কথার দ্বারা ভালবাসেন? যে কেউ তার জিহ্বা দিয়ে শক্তিশালী জিনিস বলতে পারে। আপনাদের ভালবাসা প্রদর্শন করা উচিত আপনাদের সমস্ত কাজের দ্বারা নবী মোহাম্মাদ (সঃ) প্রতি এবং শুধুমাত্র আপনাদের কথার দ্বারা নয়। তারপর তারা আমাকে বলেন যে, কাসীম আমাদের সময় নষ্ট করো না। আমরা জানি কি সঠিক এবং কি ভুল এবং আমরা যাই করি না কেন, আমরা ইসলামের সেবায় এটি করছি। তারপর আমি সিদ্ধান্ত নেই ফিরে যেতে। আমার পথে, আমি শক্তিশালী কালো ঘোড়া খুঁজে পেয়েছিলাম তাই আমি তাদের আমার সাথে নিয়েছিলাম। আমি ফিরে আসার পরে, আমি সম্পূর্ণ গল্প নবী মোহাম্মাদ (সঃ) কে বললাম। এবং আমি উনাকে বলেছিলাম যে, আমি একা আপনার ইসলামের ভবন মুক্ত করার জন্য যাচ্ছি।

তারপর নবী মোহাম্মাদ (সঃ) বলেন, অপেক্ষা করো আমি তোমার সাথে যাব। আমি তারপর বললাম, ঠিক আছে, আমার একটি খুব শক্তিশালী ঘোড়া আছে আপনার জন্য, আপনাকে এটা চালাতে হবে। নবী মোহাম্মাদ (সঃ) অন্যান্য মানুষদের বললেন, আমাদের জন্য এখানে অপেক্ষা করতে। তারপর আমরা ঐ জায়গায় গিয়েছিলাম যেখানে প্রধান ভবন ছিল। আমরা এই ভবন ব্যাবহার করতাম বসবাসের জন্য, মন্দ বাহিনী আগে (illuminati) এই ভবন ধরে ছিল। তারা সেখানে মুসলমানদের হত্যা করেছিল এবং ইসলামও ধ্বংস করছিল। আমি এবং নবী মোহাম্মাদ (সঃ) যুদ্ধ শুরু করলাম কিন্তু তাদের পরিমাণ এবং ক্ষমতা খুব বেশী ছিল। তারপর আমি দেখেছিলাম যে, কিছু বাহিনী নিজেদেরকে মুসলিম বাহিনী হিসেবে ছদ্মবেশে ছিল। কিন্তু তারা মুসলমান ছিল না এবং তারা ইসলামের জন্য আরও ক্ষতির কারণ হচ্ছিল। আমি তখন নবী মোহাম্মাদ (সঃ) কে বলেছিলাম যে এই বাহিনী খুব বেশী। আপনি এখানে বসেন এবং বিশ্রাম নেন এবং প্রশংসা মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র সহায়তায় আমি এই বাহিনীর সাথে একা যুদ্ধ করবো। তারপর আমি আল্লাহ্‌র নূর দিয়ে এই বাহিনীর সাথে যুদ্ধ শুরু করেছিলাম এবং নবী মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌কে অনুরোধ করতে শুরু করেন যে, কাসীমকে সাহায্য করো, এবং তারপর সব বাহিনী ধ্বংস করা হয় এবং শুধুমাত্র যারা শান্তি ভালবাসেন তারা ছাড়া কোন মুনাফিক বাহিনী আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নূরের সামনে দাঁড়াতে পারেনি। আমরা আবার ইসলামী বিল্ডিং ফিরে পেয়েছিলাম কিন্তু ভবন যে দৃঢ়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। নবী মোহাম্মাদ (সঃ) বলেছিলেন যে আমাদের এখন এই ভবনটি পুনর্নির্মাণ করা দরকার। এবং হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) খুব উত্তেজিত হন। তারপর নবী মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে বলেন যে, কাসীম এখানে থাকুন, যখন আমি অন্য মুসলিমকে বলতে যাচ্ছি। তারপর নবী মোহাম্মাদ (সঃ) অন্যান্য মুসলমানদের বলেছিলেন যে, আমরা আমাদের জায়গা ফিরে পেয়েছি। এবং সবার সেখানে যাওয়া উচিত, কাসীম সেখানে আছে এবং ইসলামের পুনর্নির্মাণে আপনাদের ভূমিকা পালন করেন। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(আল্লাহ্‌র রহমতে মোহাম্মাদ কাসীমের বাতাসে দৌড়ানো এবং শান্তিপূর্ণ জায়গার অনুসন্ধান)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৩০ নভেম্বর ২০১৭ এর একটি স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, আমি আমার শহরে ছিলাম এবং শহরের অবস্থা ভালো ছিলোনা। সেখানে মানুষের মধ্যে বিশৃঙ্খলা আর অস্থিরতা ছিলো। প্রত্যেক ব্যক্তিই কিছু সমস্যায় জর্জরিত ছিলো এবং ক্ষমতাসীন ব্যক্তিরা শুধুমাত্র নিজেদেরকে নিয়ে যত্নবান ছিলো। আমি আমার বাড়ির ছাদ থেকে এসব দেখছিলাম এবং বলেছিলাম যে, এই হচ্ছে রাষ্ট্র যার মধ্যে আমাদের বাস করতে হয় ? আমি তখনো তাকাচ্ছিলাম। আল্লাহ্‌ আকাশ থেকে বলছিলেন, কাসীম বেড়িয়ে যাও, সেখানে একটি শান্তিময় জায়গা আছে, যেখানে আমার কল্যাণ এবং রহমত আছে। এটি খোঁজো, সেখানে প্রত্যেক প্রকার শান্তি আছে। আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম যে, আল্লাহ্‌ আমাকে পথ দেখিয়েছিলেন। আমি বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাই এবং সেই জায়গাটি খুঁজতে থাকি কিন্তু আমি সেটা খুঁজে পাইনি। আমি কিছু লোকের সাথে মিলিত হয়েছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম যে, এখানে কিছু শান্তিময় জায়গা আছে এবং আমাদের এটি খোঁজা উচিত। আমি কোনো রাস্তা পাচ্ছিলামনা শহর থেকে বের হওয়ার জন্য, যাতে আমি বের হতে পারি এবং ওই জায়গাটি খুঁজতে পারি। আমি কিছু বড় লোকের কাছে গিয়েছিলাম এবং তাদের বলেছিলাম কিন্তু তারা আমাকে বিশ্বাস করেনি এবং তারা বলেছিলো এরকম কোন জায়গা এখানে নেই, অকারনে তোমার সময় নষ্ট করোনা। তারপর অবশেষে, আমি একটি জায়গায় পৌঁছাই যেখানে একটি বড় বিল্ডিং ছিলো এবং আমি বলেছিলাম, আমার এই বিল্ডিং এর ছাদে

যাওয়া উচিত এবং জায়গাটি খোঁজার চেষ্টা করা উচিত। আমি ছাদে গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে তাকিয়েছিলাম কিন্তু আমি শুধু আমার নিজের শহর দেখতে পেয়েছিলাম এবং অন্যকোন জায়গা খুঁজে পাইনি। তারপর আমি বলেছিলাম যে, এটি একই বিল্ডিং ? যেটা আমি আমার স্বপ্নে প্রায়ই দেখতাম যে, আমি একটি বড় বিল্ডিং এ গিয়েছিলাম এবং সেখান থেকে লাফ দিয়েছিলাম এবং আল্লাহ্ আমাকে তার রহমতে নেন। তারপর আমি বাতাসে দৌড়ানো শুরু করি। আমি বলেছিলাম যে, যদি আমি ওই জায়গাটি খুঁজতে চাই তাহলে আমার লাফ দেয়া উচিৎ। আমি লাফ দেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করলাম। আমি পিছনে ফিরে দৌড়ালাম এবং লাফ দিলাম এবং পড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আমি বাতাসে উড়া শুরু করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে সত্যই নিয়েছেন, আমি খুব দ্রুত দৌড়াচ্ছিলাম এবং অনেক দূরে বাতাসে। এমনকি আমি শহরের বাইরে চলে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি শুধু শহরের বাইরের পরিত্যাক্ত এলাকা সমূহ খুঁজে পেয়েছিলাম। আমি দৌড়ানো অব্যাহত রাখি কিন্তু আমি কোন জায়গা খুঁজে পাইনি যেটা শান্তিপূর্ণ এবং আল্লাহ্র রহমত ছিলো। আমি ক্লান্ত এবং হতাশ হয়ে গিয়েছিলাম, তারপর আমি আমার বাড়িতে ফিরে আসি এবং ভাবতে থাকি যে, কিভাবে আমি খুব কঠিন সাধনা করব কিন্তু এখনো কিছুই খুঁজে পাইনি, এবং না কিছু বড় মানুষ আমাকে বিশ্বাস করেছিলো, অন্যদিকে আমাদের ওই জায়গাটি খুঁজে বের করতে হবে। তারপর আমি বলেছিলাম যে, মনে হয় ওই লোকগুলোই সঠিক ছিলো যে, যারা বলেছিল, এখানে এমন কোন জায়গা নেই, তোমার সময় নষ্ট করোনা। আমি আমার কাজে ব্যস্ত ছিলাম যখন আল্লাহ্ আমাকে আবারো বলেছিলেন যে, কাসীম বেড়িয়ে যাও এবং ওই জায়গাটি খোঁজো। দৌড়ানো অব্যাহত রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গাটি খুঁজে না পাও এবং আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হইওনা। আল্লাহ্র থেকে শোনার পর আমি বলেছিলাম যে, পূর্বে আমি সব উপায়েই ক্লান্ত হয়েছিলাম। না বড় মানুষেরা আমাকে বিশ্বাস করেছিল আর না আমি জায়গাটি খুঁজে পেয়েছিলাম। কাজটি আবার করা অহেতুক। তারপর আমি বলেছিলাম যে, এই অন্ধকারে থাকার চেয়ে ওই জায়গাটি খোঁজা উত্তম। মনে হয় আমি এটা খুঁজে পেতে পারি। তারপর আমি বের হয়েছিলাম এবং ওই বিল্ডিংয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম। চারপাশে তাকিয়ে আমি ভাবছিলাম যে, আমার কোথায় যাওয়া উচিৎ। তারপর আমি বলেছিলাম যে, আমার খুব উঁচুতে যাওয়া উচিত যতটা আমি পারি এবং সেখান থেকে আমার জায়গাটি খুঁজে বের করা উচিৎ। আমি আবারো লাফ দিলাম এবং বাতাসে এত উঁচুতে উঠলাম যতটা পেরেছিলাম। আমি সব দিকেই তাকিয়েছিলাম কিন্তু ওই জায়গাটি খুঁজে পাইনি। আমি বলেছিলাম যে, আমি জায়গাটি খুঁজে পাবো না। তারপর আমি বলেছিলাম যে, আমি এখন খুব উঁচুতে, আমার অন্তত চেষ্টা করা উচিৎ। তারপর আমি বলেছিলাম যে, প্রথমে আমি উত্তরে গিয়েছিলাম, এই সময় আমার পূর্বে যাওয়া উচিৎ। তারপর আমি একটু নেমে এসেছিলাম এবং পূর্ব দিকে দেখেছিলাম এবং ওই অভিমুখে দৌড়ানো শুরু করেছিলাম। ঐসব বড় মানুষগুলো যারা আমাকে বিশ্বাস করেনি, তারাও আমাকে দৌড়াতে দেখছিলো। যখন আমি শহর থেকে বের হতে যাচ্ছিলাম তখন সেখানে বাতাসে কিছু কোলাহল ছিলো এবং আমি সেখানে অল্প একটু ধীর গতি হয়েছিলাম কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে সেখান থেকে খুব সুন্দরভাবে নিয়েছিলেন, কোলাহলময় এলাকা শুরু হয়েছিলো এবং আমি খুব দ্রত দৌড়ানো অব্যাহত রেখেছিলাম এবং আমি থামছিলাম না। কিন্তু অনেক দূরত্বে যাওয়ার পরে আমি ধারন ক্ষমতাহীন হয়ে যাচ্ছিলাম এবং বলেছিলাম যে, আমি ওই জায়গাটি খুঁজতে যাচ্ছিলাম না। কিন্তু তারপর আল্লাহ্ বলেছিলেন যে, দৌড়ানো অব্যাহত রাখো যতক্ষণ পর্যন্ত জায়গাটি খুঁজে না পাও। আমি উড়া অব্যাহত রাখি এবং হঠাৎ আমি কিছু শ্যামলিমা দেখা শুরু করেছিলাম এবং যখন আমি এটার কাছে গিয়েছিলাম তারপর আমি বলেছিলাম যে, এই হচ্ছে সেই জায়গা যেটা আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে, আমি জায়গাটি খুঁজে পেলাম। আল্লাহ্ সত্য বলেছিলেন যে জায়গাটি খুব শান্তিপূর্ণ, এটা শ্যামলিমায় ভরা। আমি জায়গাটি খুঁজে পেয়ে খুবই খুশি হয়েছিলাম, তারপর আমি বলেছিলাম যে, আমার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে সেখানে যাওয়া উচিত। এটা একটি নতুন জায়গা এবং এটি শান্তিপূর্ণও। মনে হয় আমি সম্ভবত আমার পুরোনো বাড়িতে আর যেতে পারবো না।

তারপর আমি ফিরে আসি এবং কিছু চিহ্ন পেশ করি যাতে পরবর্তীতে এই জায়গাটি আবার খুঁজে পেতে আমার কোন সমস্যা না থাকে। ফিরে আসার পর আমি আমার ভ্রমনের মালপত্র গোছাই এবং তারপর আমি বের হই সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য। কিন্তু পথিমধ্যে আমি দুইজন লোকের সাথে মিলিত হই যাদের সাথে আমি আগেও মিলিত হয়েছিলাম এবং তারা আমাকে বিশ্বাসও করেছিলো এবং ওই লোকগুলোও সেই জায়গাটি খুঁজছিলো। আমি তাদেরকে পুরো কাহিনী বলেছিলাম এবং বললাম যে, আমি ওই জায়গাটি খুঁজে পেয়েছি এবং তারা খুবই খুশি হয়েছিলো। তারা বলেছিলো যে, আমাদেরকেও আপনার সাথে নিয়ে চলেন। আমি বলেছিলাম অবশ্যই, আপনারাও আমাকে ধরুন এবং যখন আমি আল্লাহ্‌র রহমতে বাতাসে দৌড়াবো তখন আপনারাও দৌড়াতে সক্ষম হবেন এবং পড়ে যাবেন না। তারপর আমরা সেই জায়গার দিকে বের হয়েছিলাম। আমরা শুধু একটু দূরত্বে গিয়েছিলাম তখন একজন লোকের হাত পিছলে গিয়েছিলো এবং পড়ে যেতে শুরু করেছিলো, কিন্তু আমি তাকে অকস্মাৎ আঁকড়ে ধরেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, এটি বিপদজনক এবং আমাদের একটি উড়ন্ত যন্ত্র তৈরি করা উচিৎ যাতে কেউ পড়ে না যায়। তারপর আল্লাহ্‌র রহমতে আমি একটি উড়ন্ত যন্ত্র তৈরি করেছিলাম এবং আমরা সহজেই এর মধ্যে বসেছিলাম। যখন আমরা উড়া শুরু করেছিলাম তারপর কিছু অন্য লোক দেখার পর আমাকে ডেকেছিলো যে, আমাদেরকেও তোমার সাথে নাও। যখন আমি আবার নিচে নামি তখন এই লোকগুলো তারাই যাদের সাথে আমি প্রথমবার মিলিত হয়েছিলাম। আমি তাদেরকেও সবকিছু বলি, তারাও খুব খুশি হয় এবং বলে আমাদেরকেও আপনার সাথে নেন। আমি বলেছিলাম অবশ্যই। তারপর আমি উড়ন্ত যন্ত্রের আকার বৃদ্ধি করেছিলাম এবং এটা একটা বড় গাড়ীর মত উড়ন্ত যন্ত্র হয়েছিলো এবং আমরা সবাই এর মধ্যে বসেছিলাম। আমি সবার দিকে তাকালাম এবং বললাম যদি এখানে কেউ অনুপস্থিত থাকে যারা আমার সাথে প্রথমবার মিলিত হয়েছিলো এবং যারা আমাকে সাহায্যও করেছিলো। আমি সন্তুষ্ট ছিলাম। তারপর আমি জানিনা কেন আমি অলস হয়ে গিয়েছিলাম এবং চিন্তা শুরু করেছিলাম যে এই ভ্রমণটা দীর্ঘ এবং যদি আমরা একবার সেখানে যাই তাহলে আমরা আর ফিরে আসতে সক্ষম হবোনা। তারপর আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌ সবকিছু করেছেন, এখন আমার শুধু যন্ত্রটা উড়াতে হবে এবং এটিকে ওই জায়গার অভিমুখে নিতে হবে। তারপর আল্লাহ্‌ এই যন্ত্রটিকে ওই জায়গায় পৌঁছে দিবেন এবং পাশাপাশি আমরা কি করতে যাচ্ছি এই অন্ধকার জায়গায় বাস করে, আমি আমার বাড়ির দিকে তাকিয়েছিলাম এবং তারপর আমি আমার আসনে বসি এবং উড়া শুরু করি ঐ জায়গার অভিমুখে। তারপর স্বপ্ন শেষ হয়।

(আল্লাহ্‌র প্রসিদ্ধ পেইন্টিং)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১২/২০১৫ তারিখের স্বপ্নে আমি একটি বিশাল ঘর দেখেছি যেখানে প্রাচীরে একটি বিশাল রঙের বোর্ড ছিল। সেখানে বিভিন্ন রঙের রং এবং ব্র্যাশের জোড়া ছিলো। আমি ঘাসের উপর ৩ বা ৪টি গরু চারণ করতে দেখি। হঠাৎ করেই আল্লাহ্‌ আমাকে স্বপ্নে দেখিয়েছেন এমন একটি ছবি আঁকতে বলেছিলেন। আমি এক পাশ থেকে পেইন্টিং শুরু করি এবং আমি সেভাবেই অংকন করছিলাম আল্লাহ্‌ ঠিক যেভাবে চেয়েছিলেন। তারপর আমি ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম অনেক শক্তি ব্যবহার করার পরে। আমি বোর্ডের অর্ধেক ছবি আঁকলাম। আমি নিজেকে বলছিলাম, কিভাবে? এর তুলনায় আমি আর বেশি আঁকতে পারি না। আমি এত ক্লান্ত ছিলাম। আমি কেবল অর্ধেক পেইন্টিং সম্পন্ন করেছি। অন্য অর্ধেক এখনও বাকি ছিল। সব হতাশার মধ্যে আমি পেইন্টিং ছেড়ে দেই। আমি ঘরের অন্য পাশে হাঁটতে শুরু করেছিলাম যেখানে একটি দরজা ছিলো। আমি যে পেইন্টিং তৈরি করেছি তার দিকে আমি এক চূড়ান্ত নজর দিলাম। আমি নিজেকে

বলেছিলাম, আমি আল্লাহ্‌র আনুগত্য করার জন্য আমার সর্বোত্তম চেষ্টা করেছি। কিন্তু তিনি যে কাজটি দিয়েছেন সেটি আমি শেষ করতে পারিনি। সেই মুহুর্তে আল্লাহ্‌ গরুগুলোকে চিত্রের বাকি অর্ধেক পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। আমি আশ্চর্য যে গরু তাদের সামনের পায়ে এক একটি ব্রাশ নেয় এবং পেইন্টিং শুরু করে। আমি বিভ্রান্ত ছিলাম। এই গরু কিভাবে এত বুদ্ধিমান হয়ে উঠলো। আমি তাদের দিকে দৌঁড়ে গিয়েছিলাম কিন্তু তারা এত দ্রুত পেইন্টিং করছিল যে আমি সেখানে যাওয়ার আগেই তা শেষ হয়ে গেছে। তারপর তারা ঘাস খেতে ফিরে গেল। যখন আমি তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম তখন তারা সাড়া দেয়নি। পেইন্টিংটা খুবই সুন্দর ছিলো। এটি সমগ্র বিশ্ব জুড়ে বিখ্যাত হয়েছিলো। মানুষ আমাকে বলেছে, কাসীম একজন মহান শিল্পী। আমি বললাম, না, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্যে। তিনি সেরা ফ্যাশনার। আল্লাহ্‌ নিজে একটি বিশাল এবং মহৎ পেইন্টিং তৈরি করেছেন। কেউ আগে কখনও এই রকম একটি পেইন্টিং তৈরি করেনি। এবং তারপর আল্লাহ এক কোণে আমার নাম লিখেছেন। জনগণের কাছে সুবহানআল্লাহ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। মানুষ মনে করে আমি একজন আশ্চর্যজনক চিত্রশিল্পী ছিলাম। মিডিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করলো আমি এই ধারণাটি কোথায় পেয়েছি। আমি নীরব থাকলাম কিন্তু আমার অন্তরে আমি জানতাম যে আল্লাহ্‌ এই পেইন্টিংটি তৈরি করেছেন। তিনি আমাকে ক্রেডিট প্রদানের মাধ্যমে সম্মানিত করতে চান। সেই স্বপ্নে যখন আমি সেই পেইন্টিং দেখেছিলাম তখন সুবহানআল্লাহ ছাড়া আমারও কোন কথা ছিল না।

(মোহাম্মাদ (সঃ) মোহাম্মাদ কাসীমকে কী আদেশ করলেন?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৫ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর আমি একটি স্বপ্ন দেখি, রাতের অন্ধকারের মধ্যে আমি কোথাও যাচ্ছিলাম এবং আমি জানিনা আমাকে কোথায় যেতে হবে। আমি হাঁটছিলাম, আমি দেখলাম, খোলা আকাশের নিচে মোহাম্মাদ (সঃ) একটি বিছানায় শুয়ে আছেন। আমি তার কাছে দৌড়ে গেলাম এবং বিছানায় বসার পর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন আপনি এখানে শুয়ে আছেন ? কেন আপনি আপনার বাড়িতে ঘুমাচ্ছেন না ? তাই মোহাম্মাদ (সঃ) বলেন- "ছেলে, কোন বাড়ি ? যে বাড়ি আমি বানিয়েছিলাম তা কিছু লোক দখল করে নিয়েছে। এবং সেই লোকগুলো, যারা আমার বাড়িতে আছে, তারা দলে দলে পালাচ্ছে। এবং যারা আমার বাড়ির উপরে আছে, তারা এটি মারাত্মকভাবে ক্ষতি করছে।" এই সময় আমি আমার জীবনের প্রথম বার মোহাম্মাদ (সঃ) এর চোখের দিকে তাকালাম। যখন আমার চোখ মোহাম্মাদ (সঃ) এর চোখের দিকে তাকাল, তখন তারা স্থায়ী হয়ে গেল। এবং আমি দূরে তাকাতে পারিনি। আমি অনুভব করি, মোহাম্মাদ (সঃ) এর চোখকে আল্লাহ্‌ তার সকল নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিয়েছেন। এটা ছিল আমার জন্য একটি অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। আমি দেখলাম, মোহাম্মাদ (সঃ) এর চোখ ভিজা ছিল। মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে বলেন, "আমার ছেলে, আল্লাহ্‌র সাহায্য দ্বারা সেই লোকগুলো থেকে আমার বাড়িকে মুক্ত কর। এবং আবার আমার বাড়িকে পুনঃনির্মাণ কর এবং আমার জাতিকে নেতৃত্ব দাও। এবং তাদের সকলকে আবার এক জাতির মধ্যে ঐক্যবদ্ধ কর, তাহলে আমার বাড়ি আবার সারা বিশ্বে সম্মানিত হবে। এটা আগে যেমন সম্মানিত ছিল। এবং কোন ভয় পেয় না, আল্লাহ্‌ তোমার সাথে আছেন। তিনি তোমাকে অবশ্যই প্রত্যেক অবস্থায় সাহায্য করবেন। তুমি আমার ছেলে। এবং এটা অসম্ভব যে, আল্লাহ্‌র করুণা আমার ছেলেকে ছেড়ে যাবে।" আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর ভিজা চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। এবং বললাম যে, "কোন ব্যাপার না। যত বিপজ্জনকই এটা হয়, আমি অবশ্যই আপনার এই কাজটা করব আল্লাহ্‌র সাহায্য দ্বারা।" এই শুনে মোহাম্মাদ (সঃ) এর চোখ সুখে ভরে উঠল। এবং

মোহাম্মাদ (সঃ) আল্লাহ্‌কে ডাকতে শুরু করেন যে, আমার ছেলেকে সাহায্য কর। তারপর আমি সেখান থেকে চলে আসলাম। এবং আল্লাহ্‌র নূর আমাকে মোহাম্মাদ (সঃ) এর বাড়ির পথ দেখাল। এবং যখন আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন আমি আমাকে বললাম যে, কাসীম, এটা হচ্ছে তোমার নিজের বাড়ি। তারপর আমি দেখলাম যে, সেখানে বাড়ির ছাঁদের উপরে কিছু অস্ত্রধারী লোক ছিল। তারা বাড়ির উপরে পাহারা দিচ্ছিল, যেন কেউ ভিতরে আসতে না পারে। হঠাৎ আমি দেখি, আল্লাহ্‌র নূর আবারো আমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে। এবং আল্লাহ্‌র এই নূর দ্বারা আমি তাদেরকে ধ্বংস করি। এবং তারপর আমি ঘরের ভিতরে গেলাম। এবং আমি দেখি যে, সমগ্র ঘর একটি গুহায় রূপান্তরিত হয়ে আছে। এবং আমি খুবই দুঃখিত হলাম। এবং তারপর আমি মুসলমানদের জন্য তাকালাম যে, তারা সবাই কোথায় ? এবং আমি কিভাবে তাদেরকে ডাকব ? তারপর আমি আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলি। এবং কিছু মুসলমান আমার ডাক শুনতে পায়। এবং ঠিক ঐ সময় স্বপ্ন শেষ হয়।

(কঠিন ঈমানী পরীক্ষা এবং অলৌকিক শহর ভ্রমণ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৪ সালের ১০ ফেব্রুয়ারীর স্বপ্নে আমি নিজেকে খুব দীর্ঘ এবং ক্লান্তিকর ভ্রমণের সমাপ্তি করতে দেখেছিলাম এবং তারপর আমি এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছিলাম যেখানে আমি লম্বা বিল্ডিংগুলো দেখেছিলাম এবং আমি একটি ছাদে চড়েছিলাম। এবং নিজেকে বলেছিলাম যে, আমি এই ছাদের কিনারা দিয়ে দৌড়াব, তারপর আমি আল্লাহ্‌র রহমতে বায়ু দিয়ে চলব। তাই আমি সবকিছু পরিষ্কার ছিল কিনা দেখতে চারপাশে দেখলাম। কিন্তু আমি যখন আকাশের দিকে তাকালাম তখন আমি জানতে পারলাম যে, কিছু বাহিনী একটি জাল ছড়িয়েছে যে কাউকে উড়তে বাধা দেয়ার জন্য। সত্যিই আমাকে নিরুৎসাহিত করা। আমি নিজে ভাবি যে, “আমি এখন কি করব ?” যদি আমি এই বিল্ডিংয়ের প্রান্ত অতিক্রম করি, তাহলে আমি উড়ে যেতে পারব না। আমি উপরের নেটের কারণে সম্ভবত নিচে পড়ে যাব। তারপর আমি নিজেকে বলেছিলাম যে, “না কাসীম, আল্লাহ্‌ আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি আমাকে রক্ষা করবেন এবং তিনি আমাকে ব্যর্থ করতে দেবেন না।” আমার কাছে অন্য কোন বিকল্প ছিল না, এই লাফ দেওয়া এবং আল্লাহ্‌র উপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা রাখা ছাড়া। অন্যথায় আমি সফল হতে পারব না। তারপর আমি আল্লাহ্‌র উপর আমার সমস্ত ভরসা রাখি এবং আমি প্রান্তের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম। এবং তারপর আমি দৌড়ে গেলাম এবং তারপর উড়ে ঊর্ধ্বমুখী হয়ে গেলাম, তারপর আল্লাহ্‌ তাঁর রহমত দ্বারা নেটকে ছিঁড়ে ফেললেন। আমি সেখানে থেকে পালিয়ে যেতে পেরেছিলাম খুব সহজেই। এবং তারপর আমি নিচে লোকেদের দেখলাম। নিচে যারা তাদেরকে কাজের মধ্যে ব্যস্ত দেখাচ্ছিল। তবে কয়েকজন লোক আমাকে দেখেছিল এবং বলেছিল, “দেখ, কাসীম বাতাসে উড়ছে।” এবং কিছু লোক বলেছিল যে, “যেখানেই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন, সেখানেই সেই জায়গা, যেখানে আল্লাহ্‌র রহমত ও বরকত রয়েছে।” তখন তিনি বললেন, “আসো, চল যাই তার পিছনে।” এবং তারপর সেই সব মানুষ তাদের মিষ্টি বাড়ি ও চাকরি ছেড়ে দেয় এবং একই দিক দিয়ে চলতে শুরু করল। আমি অনেক দূরে উড়ে গিয়েছিলাম এবং তারপর আমি এমন একটি জায়গায় পৌঁছেছিলাম, যেখানে একটি খুব সুন্দর শহর ছিল। এটি অত্যন্ত উন্নত এবং খুব ভাল ডিজাইন এবং সুন্দর স্থাপত্য ছিল। এমন যে, আমি আগে কখনো দেখিনি। সেখানে ছিল সুন্দর ভবন এবং বাড়ি এবং এমনকি রাস্তাগুলোও আশ্চর্যজনক ছিল। এই শহরটি আশ্চর্যজনক রং দিয়ে সজ্জিত করা হয়েছিল এবং এমনকি ভবনগুলো খুব পরিষ্কার ছিল। কোন শব্দ কখনও সেই শহরের

সৌন্দর্য ব্যাখ্যা করতে পারবেনা এবং কোন মন এটা কখনও কল্পনা করতে পারবেনা। মনে হচ্ছে এই শহরটি একটি অলৌকিক ঘটনা ছিল। তারপর আমি ভাবলাম যে, এই লোকগুলো কারা ? আল্লাহ্ তাদেরকে এমন একটি শহর বানিয়েছেন, আর কত বুদ্ধিমান তারা হবে? এবং সে সঙ্গেই, আল্লাহ্ আকাশ থেকে বলেছিলেন যে, “কাসিম, এই শহরটি তোমার দ্বারা নির্মিত হবে এবং যারা তোমার সাথে আছে, আমার রহমত ও আমার সাহায্যের দ্বারা।” এবং স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের অধ্যবসায়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি ফেসবুকে আমার স্বপ্ন শেয়ার করছিলাম সেই সময়। ০২/১০/২০১৫ তারিখের রাতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, আগামিকাল আমি আমার সমস্ত সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট মুছে দেব এবং আমি এই কাজটি একেবারের জন্য এবং সকলের জন্য পরিত্যাগ করব। তারপর রাতে মোহাম্মাদ ﷺ আমার স্বপ্নে হাজির হন। মোহাম্মাদ ﷺ বলেন, কাসীম আল্লাহ্‌র রহমত থেকে হতাশ হইও না। তিনি তোমাকে সাহায্য করছেন এবং তুমি তোমার নিয়তির খুব কাছাকাছি। কাসীম শুধু একটু অপেক্ষা করো, আল্লাহ্ তোমার সাথে আছেন। মোহাম্মাদ ﷺ এর কণ্ঠস্বর এবং উচ্চারণ অত্যন্ত দুঃখজনক ছিল। এটা ছিল এমন যেন আমি আমার সবকাজ বন্ধ করে দিলে তিনি সবকিছু হারিয়ে ফেলবেন। আমি কখনো উনাকে পূর্বে এমন চিন্তিত দেখেছিলাম না। কাসীম এবং তার সাথীরা কোন কিছুর ধার ধারেনা, যদি পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাদের বিপরীতে চলে যায়। তারা শুধুমাত্র তাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ ﷺ সম্পর্কে যত্নশীল। এবং যখন তারা শুনতে পায় যে তাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ ﷺ কান্না করছেন। আল্লাহ্‌র সাহায্যের দ্বারা তারা এটার উপর অবিচল থাকতে পারেন না। তাদের হৃদয় কান্না করে এবং তারা মোহাম্মাদ ﷺ কে সাহায্য করতে দৌড়াতে চায়। তারা বিচারের দিন মোহাম্মাদ ﷺ এর সাথী হতে চায় পৃথিবীর যে কোন কিছুর বিনিময়ে। কাসীম ও তার সঙ্গীরা জানেন যে তারা বিশেষ কিছু নয়। তারা কেবল আল্লাহ্‌র বন্ধু হতে চায়। এবং তারা সমস্ত সৃষ্টির উপরে আল্লাহ্‌র রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালবাসেন।

(আল্লাহ্‌র নূর এবং ৪টি চাঁদ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৪ নভেম্বর ২০১৫, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম যে, সেখানে সর্বত্র অন্ধকার ছিল, এবং আকাশও খুব অন্ধকার ছিল, বিশাল মেশিন এবং প্লেন আকাশ জুড়ে উড়তেছিল। এবং তাদের অধীনে তারা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছিল, লোকদের কোন বিকল্প ছিল না, যদি না তারা তাদের স্বৈরশাসন গ্রহণ করে। এবং আমি আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম চাঁদ অনুসন্ধানের জন্য। আমি ইহা পেয়েছিলাম। তারপর আমি নিজেকে বললাম, আমার স্বপ্ন অনুসারে আমি কি দেখেছিলাম যখন সেখানে সর্বত্র অন্ধকার ছিল এবং আমি দেখলাম ৪টি চাঁদ। তারপর ইহার মানে যে, এই হয় সময় যখন আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করবেন। তাই আমি খুব যত্নের সাথে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং আমি পেয়েছিলাম ১ম চাঁদ, তারপর ২য়, তারপর ৩য় এবং তারপর আমি বলেছিলাম যে এখানে ৪র্থ চাঁদ থাকা উচিত, তাই আমি পুরো আকাশের দিকে তাকালাম কিন্তু যখন আমি ৪র্থ চাঁদ দেখতে পাইনি। তারপর আমি হতাশ হয়েছিলাম এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সাহায্য কখন আসবে ? এবং সাথে সাথে আমি ঠিক নিজের উপরের

আকাশের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং আমি দেখলাম ৪র্থ চাঁদ। তাই আমি খুব খুশি যে আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির সময় এসেছে। আমি একটি উচ্চ বিল্ডিংয়ে আরোহন এবং লাফ দিয়েছিলাম এবং সাথে সাথে আমি বাতাসে দৌড়াতে শুরুকরি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার দয়ায়। এবং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নূর আমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের উপর হাজির হয় এবং আমি বিশাল মেশিন এবং প্লেন ধ্বংস করা শুরু করি, আমি আকাশে চলতে থাকি এবং মেশিনগুলি ধ্বংস করলাম। এবং মানুষ খুশি হতে শুরু করেছিল যে, অন্তত কেউ একজন চেষ্টা করেছিল তাদের ধ্বংস করতে। যখন সমস্ত মেশিন এবং প্লেন আল্লাহ্‌র সাহায্য দিয়ে ধ্বংস করা হয় তখন একটি খুব বিশাল মেশিন টাইপ প্লেন শেষে রয়ে যায়, অগ্নিসংযোগ যা আমার দিকে খুব ভারীভাবে এসেছিল, এবং আমিও খুব তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলাম। এবং তারপর আমি আকাশে আল্লাহ্‌ নূর ছুড়ে ফেলি। এবং তারপর সমস্ত আকাশে দ্রুত নূর ছড়িয়ে পরে। তারপর বিশাল প্লেন আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা ধ্বংস হয়েছিল এবং সাথে সাথে সমস্ত আকাশ আল্লাহ্‌র নূর এর সঙ্গে আলোকিত হয়ে ওঠে। এবং সবাই মুক্ত হয়ে গেল এবং মানুষ খুব খুশি হয়ে ওঠে। তারপর আমি জমির উপর এসেছিলাম। এবং লোকেরা আমার কাছে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, আপনি একটি আশ্চর্যজনক জিনিস করেছেন। তারপর আমি বললাম, না, বরং আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার সহায়তায় এটি সম্ভব হয়েছে এবং সত্যই আল্লাহ্‌ তার ক্রীতদাসদের সাহায্য করেন। পরে লোকেরা আমাকে তাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানালো এবং আমি বললাম যে এটির প্রয়োজন নেই কিন্তু তারা জোর করে। এবং আমি মজা করে বললাম যে, যদি শুধুমাত্র আমি নিজেকে ক্লোন করতে পারি তারপর আমি সক্ষম হবো প্রত্যেকের বাড়ীতে যেতে। সুতরাং তারা হেসেছিলেন এবং বলেছিলেন যে, কোন ব্যাপার না, কি ঘটেছে, আমরা তোমাকে একা ছেড়ে যাব না। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(স্বপ্ন বাড়ির কাজ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ তে। আমরা একটি বাড়িতে বসবাস করছি, আমি আগেও আমার স্বপ্নে এই বাড়িটি দেখেছিলাম। এটি অনেকটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অনেকেই এটি মেরামত করছেন। আমি ভিতরে কিছু কাজ করছিলাম। কাজ শেষ করার পর আমি বললাম। আমার অন্য মানুষদের দেখতে হবে, এবং তারা কী কাজ সম্পন্ন করছেন। তারা কাজ করছেন কিন্তু আমার নিজের কাজের কারণে আমি তাদের সাথে দেখা করতে পারিনি। আমি বাহিরে গিয়েছিলাম এবং আমি দেখছিলাম এই লোকেরা বাড়ির রং করছে। দেয়ালগুলো পুনরুদ্ধার করার পর তারা বাহিরে অন্যান্য কাজ করছিল। তারা ভিতরে আসছিল না কারণ তারা বাইরে ব্যস্ত ছিল। আমি দরজার কাছে গিয়েছিলাম এবং আমি দরজা থেকে মানুষ দেখেছিলাম। এবং তারা তাদের কাজের সাথে ব্যস্ত ছিল, আমি দরজার স্থান থেকে তাদের কাজ দেখেছিলাম। আমি বললাম অনেক কাজ বাকি আছে। তারা বাহিরের কাজটি প্রথমে শেষ করবে তারপর তারা ভিতরে যাবে। এবং এটি কিছু সময় নিতে পারে। আমি যখন বাহিরে গিয়েছিলাম তারা আমাকে দেখে এবং সেখানে আমাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়। আমি তাদের সাথে হ্যান্ডশেকিং শুরু করি। আমি তাদের বলেছিলাম যে, আমি আমার নিজের গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত ছিলাম এবং আমি মাত্র সময় পেলাম আপনাদের সাথে দেখা করার। তারা বলেছে চিন্তা করবেন না আমরা এখানে কাজ করতেছি। তারপর আমরা আমাদের কাজ সম্পর্কে কথা বলা শুরু করি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মুসলমানদের একতা এবং বিশ্ব শান্তির সুসংবাদ)

মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নগুলো থেকে আল্লাহ্ আমাদেরকে বিশ্ব শান্তির সুসংবাদ দিচ্ছেন। মোহাম্মাদ কাসীমের প্রতি আল্লাহ্র প্রথম হুকুম হল, বিশ্বে এই খুশীর সংবাদ প্রচার করা। এই হল যে, উম্মতরা সচেতনভাবে এবং দ্রুত কাজ করবে। কেন আপনি দেখেন না যে, সমগ্র বিশ্ব মুসলমানদেরকে তাদের শত্রু হিসেবে নিয়ে যাবে এবং আমাদেরকে একের পর এক হত্যা করবে। ও মোহাম্মাদ (সঃ) এর উম্মত, আসুন এবার জেগে উঠি এবং একতা বদ্ধ হয়ে দাড়াই এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত এই প্রতিশ্রুতিগুলো ছড়িয়ে দেই। মোহাম্মাদ কাসীম স্বীকার করেন যে, এটি তার কঠোর পরিশ্রম হবে। কিন্তু তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, যখন আমরা একটি দলের আকারে কাজ করব, তখন পুরো পৃথিবী আমাদের কথা শুনবে। এই হচ্ছে মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্ন, তিনি বলেন, আমি কোথাও হাঁটছিলাম এবং আমি জানি যে, আমার গন্তব্য হল শান্তির যুগ। এবং একজন ব্যক্তি আমার সাথে মিলিত হন এবং আমরা একই গন্তব্যের সামনে ছিলাম। যদিও তিনি ভূল পথে চলছেন, আমি কিছুই বলিনি বা তাকে বাধ্য করিনি। কিন্তু আমি তাকে ইঙ্গিত করেছিলাম যে, আপনি ভূল পথে যাচ্ছেন। যাইহোক, অন্য ব্যক্তিটি লক্ষ্য করল এবং সঠিক দিকে আসলো এবং এক ঝলক রসিকতার মত ছিল। তিনি কয়েক জন লোককে জড়ো করলেন। তারা এক পর্যায়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং আমি তাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তারা আমার নাম জানত এবং আমি যেখানে গিয়েছিলাম সেটি আমাকে বিস্মিত করেছে এই ভেবে যে, কোথায় আমি তাদের সাথে আগে দেখা করেছিলাম। আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, এটার কারণ হল তুমি তোমার সকল মৌলিক স্বপ্নগুলো প্রচার করেছ এবং তারা তোমাকে চিনেছে। তারা অসাধারণ মানুষ ছিল, খুব চমৎকার এবং দয়াশীল। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করেছে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন ? মানে আমাদের কাজ কী। যখন তারা জানল আমি শান্তিপূর্ণ ভূখণ্ডের পথে চলছিলাম, তারা আমাকে অনুসরণ করা শুরু করলো এবং এমনকি আমার চেয়ে দ্রুত হাঁটছিল। তারপর আল্লাহ্ আমাদেরকে গাড়ী দিলেন এবং আমরা দ্রুত গতিতে চলে গেলাম। এক পর্যায়ে লোকটি আরো অনেক লোক জড়ো করল এবং তারপর সমগ্র বিশ্ব আমাদের প্রচেষ্টা দেখল। আমি আশা করি আপনিও সেই ব্যক্তিটি হতে পারেন।

(ক্ষুধার্ত এবং মুক্তির পথ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৬ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারীর এই স্বপ্নে আমরা একটি বিশাল বিল্ডিংয়ের মধ্যে ছিলাম এবং যারা ভবনে দৌড়ে এসেছিল, এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিল যা কাউকে পালিয়ে যেতে বাধা দেয়। আমি এই ব্যবস্থায় খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্থ ছিলাম এবং পালিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমি বের হওয়ার কোন উপায় খুজে পেলাম না। তারপর এক স্বপ্নের মধ্যে আল্লাহ্ আমাকে বললেন, সেখানে বের হওয়ার একটি পথ আছে, এটার অনুসন্ধান কর এবং আমি তোমাকে সাহায্য করব। আমি অবিলম্বে অনুসন্ধান করা শুরু করলাম এবং আমি কয়েকজন লোকের সাথে দেখা করলাম। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, আল্লাহ্ আমাকে বলেছিলেন এই ব্যবস্থা থেকে বের হওয়ার একটি উপায় আছে। আসুন, চলুন যাই এবং এটাকে খুজি। কিন্তু তারা বলল “তুমি কি পাগল ?” কেউই এই ভবন থেকে পালিয়ে যেতে পারেনি এবং এমনকি যদি তারা করেও, আমাদের কোন সূত্র নেই, কিভাবে ? তাই আপনার সময় নষ্ট করবেন না এবং আমাদের সময় নষ্ট করবেন না। কেন আপনি বাকি সবার মতই এই বিল্ডিংয়ের মধ্যে বসবাস করছেন না ? আমি আমার মনের মধ্যে বললাম, আপনি

ক্রীতদাসের মত জীবিত থাকা মনে করছেন ? আমি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলাম, তাই আমি আমার অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলাম। আমি কিছু ক্ষমতাশালী মানুষ খুঁজে পেলাম, যাদের অনেক অনুসারী ছিল। আমি তাদেরকে বলেছিলাম, এখানে বের হওয়ার একটি উপায় আছে। তারা উত্তরে বলল, তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান, এটি একটি পাগল। তারা আমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল এবং ডাক্তার তাদেরকে বলল যে, তার হৃদয়ে একটি ত্রুটি আছে এবং ঐ বিষয়ে কোন চিকিৎসা নেই। এই দেখার পরে আমি চিন্তিত হয়ে ওঠি। কেউ আমাকে শোনেনি এবং আল্লাহ্ এখনো আমাকে সাহায্য করেননি। আমি বিরক্ত হয়ে গেলাম, তাই আমি চলে আসি। আমি একের পর এক কয়েকটি হল অতিক্রম করেছিলাম যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি একটি স্থানে পৌঁছাই। সেখানে, যেখানে সূর্যের আলো ছিল এবং সেই আলো এক বা দুইজনের মধ্যে জ্বলছিল। তারা আমার দিকে তাকাল এবং তাদের একজন বলল, “দেখ, তার সোয়েটার কত সুন্দর।” আমি আমার সোয়েটারের দিকে তাকালাম এবং আমি বিস্মিত হলাম। চিন্তা করছিলাম, আমি আগে কখন এই সোয়েটার পরিধান করেছিলাম ? এটা প্রকৃতপক্ষে আশ্চর্যজনক রঙের একটি খুব সুন্দর সোয়েটার ছিল। আমি বুঝতে পারিনি, তাই আমি সূর্যলোকের উৎসের দিকে হাঁটতে থাকলাম। একটি লোক বলল, “যদি সে সত্যবাদী হয়, তাহলে সে খাবার এবং টাকা বিতরণ করবে।” আমি তাদেরকে উপেক্ষা করি এবং আলোর উৎসে গিয়েছিলাম। এটা ছিল দেয়ালের মধ্যে একটি ছোট ছিদ্র, যেখান থেকে সূর্যের আলো আসছিল। আমি খুশি হয়ে ওঠি। কিন্তু বললাম, এই গর্তটি আমার পক্ষে পালাবার জন্য যথেষ্ট বড় নয়। আমি আমার হাত আটকেছি দেখতে, যদি আমি এটা বড় করতে পারি এবং তা একটু করে প্রসারিত হয়। তাই আমি উভয় হাত এবং আমার মাথা ঢোকাই এবং আমি উঠতে সক্ষম ছিলাম। আল্লাহ্র সাহায্য এসেছে তা জানতে পেরে আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি এগিয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার বাড়ি পেয়েছি, আমার বাড়ির মধ্যে সেখানে খাঁচার ভিতরে অনেক পাখি ছিল। এবং তারা ক্ষুধার্ত ছিল এবং জোরে জোরে চিৎকার করছিল। তারপর আমি ভাবলাম, কীভাবে আমি তাদেরকে খাওয়াব যেহেতু আমার সাথে তাদেরকে খাওয়ানোর কিছুই নেই। আমি উদ্বিগ্ন হয়ে গেলাম, তাই আমি আমার হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করে চেপে ধরলাম এবং খাদ্য শস্য অনুভব করলাম। আমি শস্য ঢেলে দিলাম পাখিদের এক পাত্রের মধ্যে যতক্ষণ না তা পূর্ণ হয়ে যায় এবং আমার হাতও অবশিষ্ট শস্য দিয়ে ভরা ছিল এবং আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। চিন্তা করছিলাম, “এই শস্য কোথায় থেকে আসছে ?” তারপর, আমি সামান্য পরিমাণে প্রত্যেক পাখিকে দিলাম, আমার হাতে শস্য ভক্ষণকারী পাখি ভয়ে দৌড়াতে পারে। কিন্তু তারা তা করেনি, এবং তারপর আমি তাদেরকে পানি দিয়েছি এটার মতই এবং তারা সবাই খাচ্ছিল। আমি এইসব করার পর অনেক ক্লান্ত হয়ে ওঠি এবং নিজেকে বলেছিলাম, এটা কত কঠিন কাজ। আমি তাদের খাঁচার দরজা খুলেছিলাম এবং তাদেরকে বলেছিলাম, সকালে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাদের জীবিকা সন্ধান করতে এবং সন্ধ্যায় তাদের খাঁচায় ফিরে আসতে এবং তাদের খাঁচাগুলিকেও পরিষ্কার রাখতে। তারা সবাই একমত হল এবং বলল, “যা কিছুই আপনি আদেশ করেন আমরা তাই পালন করব।” আমি বিস্মিত হলাম। ভাবছিলাম, কি ধরনের পাখি তারা, যে, তারা আমার সাথে কথা বলতে সক্ষম। তারপর সেই পাখিগুলো, কী আমি তাদেরকে করতে বলেছিলাম ঠিক তাই করেছিল এবং তাদের বংশবৃদ্ধি দ্রুত বেড়ে যায়। এবং আমি বললাম যে, আমি এই পাখিগুলো বিল্ডিংয়ের ধনী লোকদের কাছে বিক্রি করব এবং সম্পদ অর্জন এবং বিল্ডিংয়ের লোকদেরকে প্রভাবিত করার জন্য আমাকে অন্য কিছুও করতে হবে। এবং আমি তাদেরকে অতিক্রম করব, তাহলে তাদেরকে আমার শর্তাবলী গ্রহণ করতে হবে। আমি মনে করি, কিভাবে বিল্ডিংয়ের মধ্যে তাদের শক্তির একটি উৎসের অভাব। তাই আমি বিদ্যুৎ তৈরির জন্য একটি নতুন জেনারেটর আবিষ্কার করতে চেয়েছিলাম। তারপর আল্লাহ্র রহমত দ্বারা আমার সামনে একটি

শক্তিশালী ও নতুন জেনারেটর হাজির হয়। আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম যে, আমি কেবল এটি নিয়ে চিন্তা করেছি এবং আল্লাহ্ তা বাস্তবে পরিণত করেছেন। তারপর আমি সেই ভবনটির লোকদেরকে বলেছিলাম যে, আমি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য একটি খুব সহজ ও নতুন সূত্র আবিষ্কার করেছি। তারপর সেই লোকগুলো তাদের সেরা ইঞ্জিনিয়ারদের পাঠাল এবং তারা জেনারেটর দ্বারা বিস্মিত হল এবং তারা অনুরূপ একটি সূত্র তৈরি করতে অনুরোধ করল। জনগণকে মুক্ত করার জন্য আমার সম্পদ দরকার। তাই আমি বললাম, আপনি কি মনে করেন যে আমি আপনাকে এটি বিনামূল্যে দিব ? তারপর আমি পাখি এবং সূত্র বিক্রি করে প্রচুর সম্পদ অর্জন করেছি। আমি মালিকদেরকে টাকা দিয়ে বিল্ডিং থেকে অনেক মানুষ মুক্ত করেছি এবং আমি জনগণের মধ্যে টাকা বিতরণ করেছি এবং তাদেরকে খাদ্য দিয়েছিলাম, সেইসাথে বাস করার জন্য একটি জায়গা। ভবনটিতে এখনো অনেক লোক ছিল এবং আমি বিতর্কিত ছিলাম, আমি কি, বাকি খাবার এবং টাকা তাদের সকলকে দিয়ে দিব কি না। আমি জানি, যদি টাকা শেষ হয় আমি লজ্জা বোধ করব এবং আমি অন্যদেরকে বাঁচাতে এবং তাদেরকে বিতরণ করতে পারব না। এবং আল্লাহ্ আকাশ থেকে বললেন যে, ‘‘ঐ লোকগুলো, যারা আল্লাহ্র করুণা থেকে হতাশ হয় না এবং ধৈর্যশীল হয়ে থাকে, তারপর আল্লাহ্ তাদেরকে এমন একটি পুরস্কার দেয় এবং আল্লাহ্র ভাণ্ডার বিতরণের দ্বারা শেষ হয় না। পরিবর্তে, তারা ক্রমাগত বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তাই করেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।’’ স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীম বিতরণকারী)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমি কিভাবে অন্যান্য লোকদের কাছে খাদ্য বিতরণ করেছি। আমি সবাইকে খাবার বিতরণ শেষ করেছিলাম। এবং নিজেদেরকে পূর্ণ করতে তাদের কাছে যথেষ্ট খাবার ছিল। যখন আমি দেখলাম, কতটা খাবার আমার কাছে বাকি ছিল ? সেখানে অনেক বাকি ছিল। তারপর মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে বললেন- ‘‘কাসীম, আরও খাদ্য বিতরণ কর।’’ আমি চারপাশে তাকালাম এবং সবাইকে সন্তুষ্ট এবং পূর্ণ লাগছিল। তারপর আমি আরও খাবার বিতরণ করা শুরু করলাম এবং মানুষ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল। তারা আমাকে বলছিল- ‘‘কাসীম, আমরা সন্তুষ্ট এবং আমাদের পেট ভরে গিয়েছে।’’ আমি বিতরণ অব্যাহত রাখলাম। এবং আমি দেখেছি কিভাবে এখনও খাবার বাকি ছিল। তারপর আমি কী নিজেকে বিশ্রামে রাখা উচিত নয় কি না ভাবছিলাম। তারপর আমি এমন কিছু নিয়ে ভাবি যা আমাকে খারাপ মনে করেছে। আমি ভাবি, যদি মোহাম্মাদ (সঃ) অন্য কারো স্বপ্নে আসেন তবে কী হবে ? তাকে বলে যে- ‘‘যাও এবং কাসীমকে বল যে, মোহাম্মাদ (সঃ) আরও খাদ্য বিতরণ করতে বলেছেন।’’ এমন সময় আসবে আমি কখনও চাই না, যেখানে মোহাম্মাদ (সঃ) কেবল আমাকে উপলব্ধি করানোর জন্য অন্যদের বার্তা প্রেরণ শুরু করেছেন। এটা অবশ্যই আমাকে সত্যিই খারাপ মনে হবে। তাই আমি আরো খাদ্য বিতরণ শুরুকরি যতক্ষণ না শেষ হয়। মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে। এবং স্বপ্ন সেখানে শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীম এবং আলেম-উলামা, মুফতি ও মুসলিম নেতাগণ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৫ সালে আমি একটি স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি দেখি যে, সেখানে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন। আমাদের সবকিছু আছে বিদ্যুৎ ছাড়া। বাতি এবং টিউবলাইটগুলো আলোকিত করার জন্য এবং প্রত্যেকেই বিদ্যুতের সন্ধান করতেছে। তারপর আমি দেখি যে, আল্লাহ্ আমাকে বিদ্যুৎ দান করেন তার দয়ার দ্বারা। তারপর আমি আলেম-উলামা, মুফতি এবং মুসলিম নেতাদের কাছে যাই। আমি তাদের বলি যে, আমার কাছে বিদ্যুৎ আছে এবং আমি ইহা দিয়ে লোকদের বাড়িগুলোকে আলোকিত করতে পারি। কিন্তু তারা আমাকে বিশ্বাস করেনা যে, আমার কাছে বিদ্যুৎ আছে। তারা বলে যে, আমি মিথ্যাবাদী। আলেম-উলামা, মুফতি এবং মুসলিম নেতাগণ শুধুমাত্র আমার সাথে অসম্মত যে আমার কাছে বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু তারা অতিরিক্ত কোনোকিছুই বলেন না আমাকে। তারা আমাকে থামায়ও না আর আমাকে তারা নিষেধও করেন না এসব অন্যদেরকে বলা থেকে। তারা বলেন, সে যা চায় তাই করুক এর জন্য সে নিছক তার সময় নষ্ট করতেছে, তার কাছে বিদ্যুৎ নেই। কিন্তু আল্লাহ্ আমাকে বলেন, কাসীম, চিন্তা করোনা, আমি তোমার সাথে আছি, কেউ তোমাকে থামাতে পারবে না এবং আমি তোমাকে সাহায্য করব। তারপর আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেন এবং সাধারণ মুসলিমরা আমার কথা বিশ্বাস করা শুরু করে। তারপর এই সংবাদ সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর প্রত্যেকেই আমাকে বিশ্বাস করেন। তারা আমাকে সবকিছু আলোকিত করার জন্য বলেন বিদ্যুৎ দ্বারা, আল্লাহ্ যা আমাকে দিয়েছিলেন। তারপর আল্লাহ্র দয়া দ্বারা আমি আলো ছড়িয়ে দেই। তারপর আলেম-উলামা, মুফতি এবং মুসলিম নেতাগণ বলেন, হায়, হায়! আমাদের উচিত ছিল তাকে বিশ্বাস করা। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(জিবরাঈল (আঃ) এবং জান্নাত)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নে আমি আমার ঘরের ছাঁদে বসেছিলাম ও আল্লাহ্র সাথে কথা বলছিলাম। আমি বললাম, "ও আল্লাহ্, আমাকে মোহাম্মাদ (সঃ) এর পথে হাটার অনুমতি দাও এবং আমাকে তোমার করুণার বাগানগুলো দেখার অনুমতি দাও।" তারপর আল্লাহ্ বললেন যে, ঠিক আছে কাসীম। তোমার বাড়ির সামনে একটি পরিষ্কার জায়গায় আমি জিবরাঈল (আঃ) কে পাঠাচ্ছি এবং তিনি তোমাকে ঐ জায়গায় নিয়ে যাবেন যেখানে তুমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর পথে হেটে যেতে সক্ষম হবে এবং সেখান থেকে তুমি আমার রহমত ও করুণার বাগানগুলোতে পৌঁছতে পারবে। আমি সত্যিই খুব খুশী হয়ে উঠি এবং আমার ভাইয়ের কাছে যাই ও তাঁকে বলি যে, আল্লাহ্ এই মুহূর্তে আমার কাছে জিবরাঈল (আঃ) কে পাঠাচ্ছেন। যখন আমার ভাই এই কথা শুনে সে বলে, কাসীম কী বলছ ? কেন আল্লাহ্ জিবরাঈল (আঃ) কে পাঠাবেন ? তিনি আমার কথা শুনেননি, তাই আমি আমার বাড়ি ত্যাগ করি। তারপর বাগানের মধ্যে আমি দেখি, ভূমি থেকে একটি আলো আসছে। আমার ভাই আমাকে দেখছিল ও চিন্তা করছিল কাসীমের কী হয়েছে। একই সময়ে আমি দেখি জিবরাঈল (আঃ) আকাশ থেকে আসছেন। তার ডানাগুলো বিশুদ্ধ রূপে সাদা ছিল ও তা থেকে আলো নির্গমন হচ্ছিল। তা দেখতে দমকা মেঘের মত লাগছিল এবং তা এত সাদা ছিল যে, তার ডানার পিছনের দিক সামনে থেকে দেখা যাচ্ছিল। এবং তার ডানাগুলো খুব দ্রুত গতিতে চলছিল। এই দেখাটা সত্যিই বিস্ময়কর ছিল। জিবরাঈল (আঃ) আমার কাছে এসেছিলেন এবং তার সৌন্দর্য অসাধারণ ছিল এবং আমি অনুভব করি যে, তিনি হচ্ছেন সৃষ্টির প্রথম ফেরেশতা। আমি তাকে বললাম যে, আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন যে, আপনি আমাকে কিছু জায়গায় নিয়ে যাবেন। এবং তিনি বললেন, জী। আল্লাহ্ আমাকে আদেশ করেছেন, আমার হাত ধরুন এবং

আপনিও আমার সাথে উড়বেন। আমি তার হাত ধরলাম ও আমার ভাইকে বললাম, দেখ এই হচ্ছে জিবরাঈল (আঃ) এবং তিনি আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছেন। এবং আমার ভাই আশ্চর্য হল, যে আমি সত্যি বলেছিলাম। জিবরাঈল (আঃ) এর সাথে সাক্ষাতের জন্য সে দৌড় দিল। কিন্তু সে জানেনা, তার সামনে একটা চত্বর ছিল এবং সে ভিতরে পরে যাচ্ছিল। ঐ মুহূর্তে জিবরাঈল (আঃ) তাকে ধরলেন ও মাটিতে নামিয়ে দিলেন। তারপর তিনি আমাকে দূরে নিয়ে যান ও আমাকে অবতরণ করান। তিনি বলেন, এই হল যেখানে আপনাকে আনার জন্য আমি নির্দেশিত হয়েছিলাম। আমি বললাম ঠিক আছে এবং তারপর তিনি চলে গেলেন আমার দৃষ্টির সামনে থেকে। আমি জানিনা আমি কোথায় ছিলাম। কিন্তু তারপর আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর পায়ের চিহ্নগুলো দেখি। আমি ঐ চিহ্নগুলো অনুসরণ করতে থাকি, যতক্ষণ না আমি এক বিস্ময়কর জায়গায় পৌঁছি। এই জায়গার বাগানগুলো ও গাছগুলো ভিন্ন ধরণের ছিল এবং গাছপালা এমন যে আমি পূর্বে কখনোই দেখিনি। সেখানে ছিল এমন সুন্দর ঘ্রাণ, যে আমি কখনো আগে এমন ঘ্রাণ পাইনি এবং সেখানে একটি শান্তির হাওয়া ছিল, যা আমার দেহের বিরুদ্ধে ভাল অনুভব হচ্ছিল। আমি অনেক খুশী হই এবং অদ্ভুত ধরনের আনন্দ অনুভব করি। একটা অনুভূতি যা আমি আগে কখনোই অনুভব করিনি। একটি অনুভূতি আনন্দের, মুক্তির, পরিতৃপ্তির একসাথে আসে। তারপর আমি দেখি, এক ব্যক্তি খুব সুন্দর সুরে সূরা রহমান তেলাওয়াত করছেন। তার সুর এমন ছিল যে, আমি আগে কখনোই এমন শুনিনি। আমি অবিলম্বে আকৃষ্ট হই ও তার পাশে বসি তার তেলাওয়াত শুনার জন্য। এবং তার এই আয়াত তেলাওয়াতের প্রতিটা সময় আমি এক অদ্ভুত আনন্দ পাই "ফাবি আইয়িআলা ই রব্বিকু মাতুকাজ্জিবান।" আমি বাগানের দিকে তাকাই ও বলি, প্রকৃতপক্ষে আমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামতের কোন অস্বীকার করতে পারিনা। তারপর আমি উঠি ও আমার সামনে আমি আল্লাহ্‌র নূর দেখি, তারপর আমি নিদ্রালু অনুভব করি এবং সেখানে শুয়ে পরতে শুরু করি। আল্লাহ্‌র শ্রীয় রহমতে আমাকে এখানে আনার জন্য আমি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ জানাই। একটি স্থান যা আমি কখনো কল্পনা করতে পারিনা। তারপর আমি শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(৩ ভাই = [প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু + প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প + প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী])

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৭ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারীর স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি হোয়াইট হাউসের মধ্যে আছি। আমি হোয়াইট হাউসটাকে দেখতে থাকি ও দেখি যে, এটা অনেক ভালভাবে তৈরি করা হয়েছে। এবং তারপর আমি একটি হলে যাই ও সেখানে একটি দরজা ছিল। আমি ঐ দরজাটা অতিক্রম করি ও সেখানে ২ জন লোক কথা বলতেছিল। এক লোক অন্য জনের কাছে ভিক্ষা চাইল, তাকে যেন তার ছোট ভাই করা হয়। এবং বলছিল যে, আমি আপনার প্রতিটি আদেশ মেনে চলব, এবং আপনি যা ই বলেন না কেন আমি সবই করব। এবং এই যে দেখুন, আমি একই রকমের ধ্বংস কাশ্মীরে ছড়িয়ে দিচ্ছি, যেমন ইসরায়েল ফিলিস্তিনে ছড়িয়ে দিচ্ছে আপনাকে খুশি করার জন্য। এবং এটি শুনে অন্য ব্যক্তিটি খুবই খুশি হয়ে উঠল এবং বলল যে, আজ থেকে আপনি আমার ছোট ভাই, এবং আমরা এখন থেকে এক সাথে এই কাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে থাকব। এবং ঐ ব্যক্তিটি খুবই খুশি হয়ে বলল, আমি আমার বড় ভাইকে অভিযোগ করার আর প্রয়োজন হবে না। এই দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এই লোকগুলো কারা, যারা ভাই হয়ে গেছে ? এবং তারপর বড় ভাই রুম থেকে বেরিয়ে এল এবং অন্যদিকে গেল। এবং আমি রুমে প্রবেশ করি ও দেখি যে, এটা ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং তিনি সত্যিই খুশি ছিলেন, কারণ তার মনের ইচ্ছা পূরণ হয়েছে এবং

আমিও অনেক অবাক হলাম যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী হোয়াইট হাউসে পৌঁছে গেছে এবং সে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ছোট ভাই হয়ে গেছে। এবং এখন তারা একসাথে ধ্বংস ছড়াবে, এবং তারপর আমি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের কাছে যাই। তিনি অন্য রুমে চলে গিয়েছিলেন ও সেখানে তিনি অন্য কারো সাথে কথা বলছিলেন এবং সে বলল, আমরা একটা ছোট ভাই খুজে পেয়েছি, আমরা তাকে যা বলব সে তা ই করবে, এবং তিনিই আমাকে এই কাজ সম্পর্কে বলেছেন ও তিনি এটা করেছেন। সে সঠিকভাবে আপনারই পথ অনুসরণ করছে। এবং এই শুনে সে খুব খুশি হয়ে উঠে এবং বলল, সেই দিন বেশি দূরে নয় যে দিন আমরা পুরো পৃথিবী শাসন করব। সে বলল, আমাকে তার সাথেও সাক্ষাৎ করান। তারপর তারা উভয়ে রুম থেকে বেরিয়ে আসেন এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যার সাথে কথা বলতেছিলেন তিনি ছিলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। তারপর তারা উভয়ে হলে গেলেন এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে ডেকে আনলেন এবং বললেন যে, বেরিয়ে আসেন, এখন আপনার আর কারো কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। এখন আমরা এক সঙ্গে আমাদের মিশন সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব। এবং তারপর তারা এটার জন্য প্রতিজ্ঞা করল এবং তারা বলেন যে, এখন আমরা মুসলমানদের চূর্ণ করতে থাকব। এইসব দেখে আমি বললাম যে, মুসলমানরা ঘুমাচ্ছে এবং কাফেররা দিনরাত তাদের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের সবাই ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে এবং মুসলমানদের জন্য খারাপ সময় আসতে যাচ্ছে এবং পাকিস্তানীরা এখন খুব কষ্ট পাবে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(প্রেসিডেন্ট এরদোগানের অটোমান সাম্রাজ্য)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারীর স্বপ্নে আমি দেখি যে, তুর্কীর প্রেসিডেন্ট এরদোগান খুব বড় একটি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন। এবং তিনি তুর্কীর লোকজনকে বলছিলেন যে, আমরা আবার অটোমান সাম্রাজ্য তৈরি করব এবং এইসব ক্ষমতা যা আমি অর্জন করেছি, এসব এটার একটি অংশ। এবং এইসব ক্ষমতা পাওয়ার পর আমরা মুসলমানদের হারানো অবস্থান ফিরে পাব। জনসভার ভাষণ শেষে, এরদোগান আবার তার আসনে বসলেন এবং তিনি অত্যন্ত গর্ভের সাথে হাসি দিলেন। তারপর আমি দেখি যে, খারাপ বাহিনীর বড় কিছু ব্যক্তিরা এইসব দেখে রাগান্বিত হন। তারা বলেন যে, এই লোকটা বিপদজনক, এইসব ক্ষমতা পাওয়ার পর সে যেকোনো কিছু করতে পারবে। এবং তার পরিকল্পনাও বিপদজনক এবং সে যদি অটোমান সাম্রাজ্য পেয়ে যায় তবে এটা আরো বেশি বিপদজনক হবে। অন্য ব্যক্তিটি বলেন যে, তাকে যে কোন মূল্যে থামাতে হবে। তিনি ইতিমধ্যে তার মিশন শুরু করেছেন এবং তিনি সিরিয়াও অতিক্রম করেছেন। অন্য ব্যক্তিটি বললেন যে, তিনি মুসলমানদের একটি খুব শক্তিশালী নেতা হয়ে যাবেন। যাইহোক না কেন, এই ক্ষমতা পাওয়া থেকে তাকে আমাদের থামাতেই হবে। অন্যথায় সমস্যা আমাদের জন্যও তৈরি করা হবে এবং আমাদের মসীহের জন্য একটি পথও প্রস্তুত করা হবে। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(সৌদি-প্রিন্স মোহাম্মাদ বিন সালমানের সম্ভাব্য মৃত! শাসকের পুত্র অনুপস্থিত)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন ২০ জুন ২০১৭ তে দেখেছিলাম। আমি এই স্বপ্নে একটি বড় প্রাসাদ দেখতে পাই। সেখানে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেই দেশের রাষ্ট্র প্রধানের দ্বারা। সেখানে আরো অনেক লোক আছে এবং আমি নিজেও সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকি। হঠাৎ কিছু ঘটে এবং কিছু লোক এই

অনুষ্ঠানে এসে পড়ে, সেখানে গুলি করতে থাকে। বিশৃঙ্খলার মধ্যে মানুষ তাদের জীবন বাঁচাতে সব দিক থেকে দৌড়াতে শুরু করে। প্রাসাদের নিরাপত্তা প্রহরী ফিরে আসে এবং ওই লোকদের বন্ধ করে। পরিস্থিতির যখন সামান্য উন্নতি হয়, তখন কেউ রাষ্ট্রের প্রধানের নাম বলে অভিহিত করে এবং বলে যে তার ছেলে মারা গেছে এবং এই সংবাদ পুরো প্রাসাদে ছড়িয়ে পড়ে। মানুষ বলা শুরু করে যে, রাষ্ট্র প্রধানের ছেলে মারা গেছে কিন্তু কেউ তার মৃতদেহ খুঁজে পায় না। যখন রাষ্ট্রের প্রধান এই দুঃখজনক ঘটনা সম্পর্কে জানতে আসে তখন তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন এবং তিনি তার পুত্রের মৃত্যুতে প্রতিশোধ নেবার প্রতিশ্রুতি দেন এবং অপরাধীদের শাস্তি দিতে চান। তার পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুর খবর সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। কিছু মানুষ ভবিষ্যতের পূর্বাভাস শুরু করে যে এখন পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে, কারণ এটি একটি সাধারণ ঘটনা নয়। শাসক অপরাধীদের ঠিকানা খুঁজে বের করতে অনেক শক্তি ও সম্পদ ব্যয় করে, অনেক অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং এমনকি যদি সন্দেহের একটি ছায়াও হয় সেই এলাকা তার বাহিনী দ্বারা ধ্বংস করা হয়। পরিস্থিতি খারাপ এবং বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। এই ঘটনার কারণে অন্যান্য অনেক দেশ এতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে পাকিস্তানও এই দুঃখজনক ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত হয়। এইসব দেখে আমি নিজেকে বলেছিলাম এটা খুব খারাপ পরিস্থিতি এবং যদি এটা চলতে থাকে তাহলে সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাহিরে চলে যাবে। পরিস্থিতি আরো ভাল করার জন্য আমি কিছুটা জায়গা ছেড়ে চলে যাই। যখন আমি সেখানে এসে যাই তখন আমি একটি মিনার তৈরি করা বিল্ডিং দেখি এবং আমি দেখতে পাই যে কিছু লোক সেখানে আছে। তারা এই ভবন থেকে বেরিয়ে আসে এবং হঠাৎ করে একদল মানুষ তাদের উপর গোলাগুলি করে। এই প্রতিক্রিয়ায় তারাও একই কাজ করে। আমি এক জায়গায় লুকিয়ে থাকি বন্দুকধারীদের গুলি বিনিময়ের কারণে প্রায় সব লোকই মারা যায়। আমি বেরিয়ে আসি এবং নিজেকে বলি যে, এই ভবনে এমন কিছু আছে যা এই লোকেরা ইহার মধ্যে লুকিয়ে রেখেছে। একজন আহত মানুষ আমাকে বলেছে যে, এই ভবনের ভেতরে একজন মানুষ আছে, সেখানে যান এবং তাকে সাহায্য করেন কিছু লোক তাকে হত্যা করতে চায়। আমি ভবনের ভিতরে যাই এবং কিছু সময়ের জন্য ঘুরে বেড়ানোর পর বাড়ির উপরের তলায় পৌঁছাই এবং আমি সেখানে একজন আহত লোককে শায়িত অবস্থায় খুঁজে পাই। যখন আমি তার কাছে কিছুটা কাছাকাছি আসি, তখন আমি আশ্চর্য হই, তিনি রাষ্ট্র প্রধানের সেই পুত্র এবং তিনি বেঁচে আছেন। আমি নিজে ভাবলাম যে, মানুষ বলেছিল যে সে মারা গেছে আর সে বেঁচে আছে! কিন্তু এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমি তাকে বললাম যে, লোকেরা ভাবছে তুমি মারা গেছ! কিন্তু তুমি বেঁচে আছো! সে আমাকে বলেছিল যে, কিছু লোক আমাকে অপহরণ করেছে কিন্তু অন্য কিছু লোক আমাকে খুঁজে পেয়েছে, এবং তারা আমাকে উদ্ধার করেছে এবং আমাকে এখানে এনেছে এবং তারপর আমি এখানে লুকিয়ে আছি। আমি নিজেকে বললাম, “সে জানে না যে, যারা তার জীবন বাঁচিয়েছিল এবং এখানে এনেছে তারা এখন মারা গেছে।” আমি তাকে কিছু খাবার ও চিকিৎসা সহায়তা দিয়েছিলাম, সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছিলাম, তখন স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।

(আল্লাহ্ কেন পাকিস্তান সৃষ্টি করলেন?)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নে আমি ১৪০০ বছরের পুরাতন গোপন প্রচার কতে যাচ্ছি যে, কেন পাকিস্তান সৃষ্টি হল ? ২০০৬ সালে আমি আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করি যে, “ও আল্লাহ্, কেন তুমি পাকিস্তান সৃষ্টি করলা ? প্রত্যেক অধার্মিকতা পাকিস্তানে বিদ্যমান আছে, সেখানে কোন শান্তি নাই, উন্নতি নাই, সেখানে সর্বত্র আছে অবিচার এবং অত্যাচার।” তখন আল্লাহ্ আমাকে বললেন যে- কাসীম, ১৪০০ বছর আগে এই পৃথিবীতে যখন

মোহাম্মাদ (সঃ) উপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি প্রায়ই আমার কাছে দোয়া করতেন যে, “ও আল্লাহ্, কেয়ামতের কাছাকাছি এমন একটি দেশ সৃষ্টি কর যাহার নাম, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। এবং যখন আমার ইসলাম সমগ্র বিশ্বে দুর্বল হয়ে পরবে, তখন তা আবার এই দেশ থেকে সমগ্র বিশ্বে জাগরণ হবে।” এবং কাসীম, আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর এই মিনতি গৃহীত করেছি এবং তারপর আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি পাকিস্তান সৃষ্টি করার। এবং কাসীম, আমি পাকিস্তানকে সমর্থন করব এবং আমি পাকিস্তানকে রক্ষা করব। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের স্বপ্নের প্রথম নিদর্শন- তারা পাকিস্তানকে “তোরা বোরা” হিসাবে তৈরি করার চেষ্টা করবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৬ জুন, ২০১৭ তারিখের স্বপ্নে আমি নিজেকে একটা বড় বিল্ডিংয়ের হল রুমে দেখলাম। আমি আমার স্বপ্নগুলো কিছু মানুষকে বলতেছিলাম যে, ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনাই ঘটবে এবং একটি খুব খারাপ সময় মুসলমানদের উপর আসবে এবং এমনকি সেখানে ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেওয়ার প্রচেষ্টাও করা হবে। কিন্তু আল্লাহ্ মুসলিমদের সাহায্য করবেন এবং ইসলাম সারা পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করবে। তারপর একজন ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করল যে- কাসীম, কখন আপনার স্বপ্নগুলো সত্যি হবে ? আমি তখন চুপ হয়ে গেলাম এবং চিন্তা করলাম যে, একমাত্র আল্লাহ্ জানেন কখন এই স্বপ্নগুলো সত্য হবে। আপাতত আমি শুধুমাত্র অগ্রহণীয় আনুমান করতে পারি। অন্য ব্যক্তি বলল যে, আপনার স্বপ্নগুলো যে সত্যি হবে তার নিদর্শন কী ? আমরা কিভাবে আপনাকে বিশ্বাস করতে পারি ? কোন ঘটনা ঘটবে আমাদেরকে বলুন যা প্রমাণ করে যে, আপনার স্বপ্নগুলো সত্য হতে যাচ্ছে। এবং তারা আমাকে অনেক ধরনের প্রশ্ন করল। এবং আমার বলার মত কিছুই ছিল না, তাই আমি সেখান থেকে হাঁটতে শুরু করলাম। তারপর একজন ব্যক্তি যে আমার স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস করত সে বলল যে, তার স্বপ্নগুলো সত্য। আমি এই বিষয়ে আমার গবেষণা করব এবং কখন এই স্বপ্নগুলো সত্য হবে এটি আমি খুঁজে বের করার চেষ্টা করব এবং পূর্বে যে ঘটনাবলী ঘটবে। তারপর তিনি চলে যান এবং রুমের মত কিছু লাইব্রেরিতে প্রবেশ করেন। সেখানে একটা বই ছিল এবং তার মধ্যে একটা কাগজ ছিল। তিনি কাগজটা খুললেন এবং তার উপরে কিছু লিখা ছিল। বলতেছিলেন, কাসীমের স্বপ্নের প্রথম নিদর্শন হল- তারা পাকিস্তানকে “তোরা বোরা” হিসাবে তৈরি করার চেষ্টা করবে। স্বপ্ন শেষ হয়।

(প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান এবং শির্ক)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৮ সালের ২৫ জুলাই, এই স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান অনেক চ্যালেঞ্জ ও সমস্যার মুখোমুখি হন এবং যেভাবে তিনি তার লক্ষকে অনুসরণ করতে চান, তিনি তা করতে পারেন না এবং তার সাধনা ব্যর্থ হয়। তার ব্যর্থতার কারণে তার খুব মন খারাপ হয়ে যায়। আমি একটি রুমের মধ্যে বসে এইসব পরিস্থিতি দেখতেছি। তারপর ইমরান খানও সেই ঘরের দিকে হেঁটে চলে আসেন যেখানে আমি ইতিমধ্যে উপস্থিত আছি। যখন তিনি রুমে প্রবেশ করেন, তিনি ক্রোধে কিছু বলেন, যা আমি মনে করতে পারছি না। আমি তার সাথে কথা বলি এবং তাকে বলি যে, যদি আপনি আল্লাহ্‌র সাহায্য চান তবে আপনাকে শির্কের সকল রূপগুলো পরিত্যাগ করতে হবে। যেভাবে আপনি মাজারে সিজদা করেছিলেন, সেটি হল শিরকের একটি প্রধান রূপ এবং আপনার সেই কর্মের জন্য আপনার আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাওয়া এবং তাওবা করা উচিত। আপনার অনুশোচনার সাথে আল্লাহ্‌র সামনে সিজদা করা উচিত। আপনাকে

একটি দৃঢ় এবং আন্তরিক প্রতিশ্রুতি করতে হবে যে, আপনি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে আর কখনোই মাথা নত করবেন না। আমি তাকেও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলাম যে, আপনি নিজেই বলেছিলেন যে, “ইমরান খান আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো সামনে মাথা নত করে না।” তাহলে কেন আপনি তা করলেন? তখন ইমরান খান তার ভুল বুঝতে পেরে বললেন, হ্যাঁ, আমি এটা বলতাম। তারপর তিনি বলেন যে, আমি কেবল আল্লাহ্‌র কাছেই মাথা নত করতাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমি এমন লোকদের দ্বারা ঘিরে ছিলাম যে আমি ভুল পথে গিয়েছিলাম। তারপর আমি তাকে বললাম যে, যে কেউ মারা গেছে সে মারা গেছে এবং সে এই বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং সাহায্যের জন্য আমরা তাকে ডাকতে পারি না। ইমরান খান আমার কথা খুব যত্ন ও মনোযোগ দিয়ে শোনেন। আমি তাকে বলি যে, যদি কেউ কোন কবরে যায় এবং মৃতদের কাছ থেকে কোন সাহায্য চায় তবে এটিও শির্কের একটি রূপ। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে শুভেচ্ছা জানানো বা সম্মান দেখানোর জন্য কারো সামনে মাথা নত করে যেমন জাপানের লোকজন করে থাকে তাহলে ঐটাও শিরকের একটি রূপ। এইরকম অন্যান্য আরো অনেক প্রকারের শির্ক আছে। যদি আপনি আল্লাহ্‌র সাহায্য চান এবং যদি আপনি সফল হতে চান, তাহলে আপনাকে সব ধরনের শির্ক থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, অন্যথায় আপনি কখনোই সফল হতে পারবেন না। ইমরান খান খুব মনোযোগ সহকারে আমার কথা শুনেছেন। যেমন কেউ যদি কোন কিছুর মধ্যে একটি বড় আশা দেখে। এবং ইমরান খান এই আশাটি দেখেছিলেন শির্ক এবং শিরকের রূপগুলিকে এড়িয়ে চলার মধ্যে। কারণ এটার মত করে আগে কেউ তাকে শির্ক এবং শিরকের রূপগুলো সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেনি অথবা তাদের সম্পর্কে তাকে সতর্ক করেনি। স্বপ্ন শেষ হয়।

(গভীরে ডুবে যাওয়া ভূমি এবং ইমরান খান)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৮ সালের ২৫ আগস্ট, এই স্বপ্নে আমি নিজেকে একটি বিশাল এলাকায় খুঁজে পাই। সেখানে আশেপাশে অন্যান্য লোকও আছে, যেন তারা এলাকাটিতে টহল দিচ্ছে। এই ভূমিটি খুব বড় এবং সবকিছু ঠিক বলে মনে হয়। হঠাৎ কিছু ঘটে এবং নদীর গভীরতার মতো ভূমি খুব গভীরে ডুবে যায় এবং অনেক লোক এই ঘটনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম এবং বললাম, এখানে কী ঘটেছে ? সবকিছু ঠিক ছিলো তাহলে কিভাবে এই সব ভূমি ডুবে গেল ? লোকেরা কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করে, ভাবছে যে এটি ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু কোন কিছুই উন্নতি হয় না। আমি নিজেকে বললাম, আমি গিয়ে দেখব ইমরান খান এই মুহূর্তে কি করছেন? তারপর আমি সেই জায়গার দিকে যাই যেখানে ইমরান খান উপস্থিত আছেন এবং আমি দেখি তিনি অন্যান্য কিছু মানুষের সাথে কোথাও যাচ্ছেন। ইমরান খান মর্মাহত এবং তিনি রাগান্বিত হয়ে হাঁটতেছেন, যেমন তাকে আমি আমার স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি পরিস্থিতির উপর দুঃখ প্রকাশ করেছেন এবং কিছু লোকের সম্পর্কে অভিযোগ করেছেন যে, কেন এই লোকেরা আমাদেরকে কাজটি করতে দিচ্ছে না? এই ঘটনাটি যে মাত্র ঘটলো, কিভাবে এই সব সংশোধন করা যাচ্ছে ? স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের ব্যর্থতা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৮ সালের ২৭ আগস্ট, এই স্বপ্নে তিনি দেখেন যে, প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংস্কার করার চেষ্টা করছেন। বিরোধীদলীয় নেতারা জোর দিয়ে বলেন যে, কোনো সংস্কার করা হচ্ছে না এবং সবকিছু এখনও একই। মিডিয়া ও সাংবাদিকরাও জোর দিয়ে বলছেন যে, ক্ষমতাসীন পিটিআই দলেরও একই বয়সী মানুষ আছেন, যারা আগের সরকারেরও একটি অংশ হয়েছেন, তারা

কী পরিবর্তন আনতে যাচ্ছেন? কিন্তু পিটিআই ও তার সরকার এসব অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা বলেন যে, আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি এবং অনেক কাজ করা হচ্ছে। ক্ষমতাসীন পিটিআই দলের সমর্থকরাও সাধারণভাবেই একই বর্ণনা গ্রহণ করেন এবং জোর দেন যে, তাদের সরকার সবকিছু ঠিক করছেন। তারপর হঠাৎ কিছু ঘটে এবং সবকিছু ভেঙ্গে যায় এবং প্রশাসনের কর্মক্ষমতা সম্পর্কে বাস্তবতা উন্মোচিত হয় এবং মানুষ একটি বড় আঘাত পায়। তারা এই পরিস্থিতির উপর বিশ্বাস করতে পারে না। এবং কী ঘটেছে ? এটা বলার মাধ্যমে তারা তাদের হতাশা প্রকাশ করে। ইমরান খানও ব্যর্থ হয়েছে এবং এরপর পাকিস্তানে মারাত্মক সংকট।

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইমরান খানের তর্ক !)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৭ আগস্ট ২০১৮ ইং, এই স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, ইমরান খান আমেরিকানদের সাথে সংলাপে রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে তার একটি কথোপকথন হচ্ছে। কথোপকথনের সময় কঠোর ভাষায় একটি বিনিময় হয় এবং ইমরান খান রাগান্বিত হন এবং তিনি আমেরিকানদের সঙ্গে একটি রাগান্বিত স্বরে কথা বলা শুরু করেন। আমেরিকানদের থেকেও একই ধরনের প্রতিক্রিয়া আসে। তারপর কথোপকথন আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং তারা উভয়েই একে অপরকে হুমকি দেয়। ইমরান খান আমেরিকানদের বলছেন যে আমরা দাস নই। তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং রাগে হাঁটতে শুরু করলেন, যেমন তাকে আমি আমার অন্য স্বপ্নে দেখেছিলাম। তিনি হতাশ হয়ে বলেন, কেউ কি আছেন, যে এই সমস্যা সমাধানের জন্য সাহায্য করতে পারেন? যখন এই সব দেখছি তখন আমি আমার ওভেনের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম এবং কিছু করতে প্রস্তুত করছিলাম। আমি বলি, এটা একই অবস্থা এবং এর পর আমি কিছু করি যা আমি মনে করতে পারছি না। স্বপ্ন শেষ হয়।

(প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সাথে মোহাম্মাদ কাসীমের সাক্ষাৎ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৫ ই অক্টোবর ২০১৮। মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আজ আমি একটি স্বপ্ন দেখলাম। ইহা পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান সম্পর্কে ছিল। তিনি জানেন শিরক স্বপ্নটার সম্পর্কে। মানে আমি মনে করি, তিনি অবগত হয়েছেন। তারপর তিনি বললেন, আমি মোহাম্মাদ কাসীমের সাথে দেখা করতে চাই এবং কেউ আমাকে বলল যে, ইমরান খান আপনার সাথে ঐ স্বপ্নটার সম্পর্কে আলোচনা করতে চান। তারপর আমি বিভ্রান্ত/দিশেহারা হলাম, তিনি কী জানতে চান ? কিভাবে আমি ব্যাখ্যা করব তার কাছে ? যদি আমি তাকে বলি, তিনি মাজারে ভুল কিছু করেছিলেন তাহলে তিনি কিভাবে এটা মেনে নিবেন যে, আমি তাকে ঠিক বলতেছি ? যখন তার বউ তাকে এইটা করতে বলবে তখন অবশ্যই তিনি তার বউয়ের/স্ত্রীর কথা শুনবেন, কিন্তু আমার কথা নয়। তারপর আমি বললাম, আমি তাকে স্বপ্নের মত করেই বলবো। তারপর এইটা তার উপর নির্ভর করবে। আমি আরও ভাবলাম যে, আমি তাকে দেশ থেকে সব শির্ক এবং শিরকের সকল রূপগুলো বাদ দিতে বলবো, যদি আপনি সফল হতে চান। তারপর আমি দেখলাম যে, আমি তার ঘরে গিয়েছিলাম তার সাথে দেখা করতে। এবং তারপর দেখলাম, আমি তাকে ইহা সম্পর্কে বলতেছিলাম। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তানের শাসক ও শির্ক এবং সেনা কর্মকর্তারা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৬ জানুয়ারী ২০১৯ তারিখের এই স্বপ্নে তিনি দেখেছিলেন যে, অনেক সরকার এসেছিল এবং সে সময় পাকিস্তানকে শাসন করেছিল কিন্তু পাকিস্তানের পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। তারপর ইমরান খান এসেছিলেন এবং মানুষ আশাবাদী ছিল যে এখন ইমরান খান এসেছে সবকিছুই ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু কিছুই পরিবর্তন হয় না এবং সবকিছু আগের মত একই থাকে। কিন্তু আসিফ জারদারি সরকারের উপর রাগান্বিত হয়ে বক্তৃতা ও বড় রাজনৈতিক সমাবেশ শুরু করেন। তিনি বলেন, আমি আপনাকে অব্যাহতি দিবনা এবং আমি আপনার সরকারকে কাজ করার অনুমতি দেব না এবং এই দেশ এগিয়ে যাবে না। আমি এই সব টিভিতে দেখছি। এই সব দেখার পর আমি আমার বাড়ির বাইরে এসে বললাম, পরিস্থিতি যদি একই রকম থাকে তবে দেশের পরিস্থিতি উন্নত হবে না। তারপর আসিফ জারদারি একটি বড় রাজনৈতিক সমাবেশ পরিচালনা করে এবং আমি বহুদূর থেকে এটি দেখেছি। আমি যখন সেই ভিড়টি দেখছি তখন আমার ডানদিকে ভূমি একটি ক্ষেত্রের মধ্যে রূপান্তর হওয়া শুরু করে এবং নরম মাটির একটি স্তর এই ক্ষেত্রের উপর ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। এই ক্ষেত্রটিতে মাটি এমন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে যেন কেউ মাটির স্তরকে বেশ সংগঠিত ভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে। মাটির উপরে মাটি দিয়ে এমন ভাবে সমান করা হয়েছে যেমন মাটি দিয়ে একটি মেঝে তৈরি করা হয়েছে এবং এটি একটি খুব আধুনিক ও বিশেষজ্ঞ কোম্পানী মাটি ছড়িয়েছে বলে মনে হয়। সেই মাটি খুব উপযুক্ত এবং উর্বর বলে মনে হয়। কারণ উপরের দিকে এটি নরম এবং ভেজা হয়ে যায়, একই ভাবে এটি গভীরভাবে ভেজা হয় এবং এটি সাধারণত শুষ্ক হয় না। তখন আমি সেই মাটিতে মনোযোগ দিতে পারিনি এবং আসিফ জারদারিকে আবারও দেখা শুরু করলাম এবং আমি বললাম যে, অনেক শাসক শাসন করেছে যেমন সেনাবাহিনীও, অন্যান্য শাসক এবং ইমরান খানও শাসন করেছে কিন্তু কিছুই উন্নত হয়নি। তারপর আমি আবার মাটির দিকে তাকালাম এবং এটি অনেকটা ছড়িয়ে পড়ল এবং এটি এখনও ছড়িয়ে পড়ছিল, এটি উপরের দিক থেকে সমান ছিল এবং এর সারি সমান দূরত্বে ছড়িয়ে ছিল এবং একই সাথে এটি পাশাপাশি সারি করা হচ্ছিল। মাটিও ছড়িয়ে পড়েছে এবং আমি বললাম, মাটির উপরের অংশে এটাকে কে ছড়িয়ে দিচ্ছে? তখন আমি নিজে ভাবতে লাগলাম যে এখন জারদারি কথা বলছে, একইভাবে শীঘ্রই আমার পালা হবে এবং আমাকেও জনগণের সাথে কথা বলতে হবে এবং এর জন্য আমাকে প্রস্তুতি নিতে হবে। আমার কী বলা উচিৎ এবং আমি কী বলব না তা নিয়ে আমাকে পরিকল্পনা করতে হবে। তারপর আমি একটি রুম বা একটি ছোট বাড়িতে গিয়েছিলাম। যখন আমি সেখানে গিয়েছিলাম তখন আমি দেখলাম যে এটি হল রুমের মত একটি হল এবং সেখানে কয়েকজন লোক বসে আছে। আমি তাদের সাথে কথা বললাম এবং বলেছিলাম যে এতদূর অনেক শাসক শাসন করেছে এবং যদি আপনি তাদের ইতিহাস দেখেন তবে প্রতিটি সময় সেখানে একটি আশা ছিল যে দেশটি উন্নতি করবে, কিন্তু কিছুই হল না, বরং পরিস্থিতি আগের তুলনায় আরও খারাপ হয়ে গেছে। তখন আমি তাদের বললাম যে এই ব্যর্থতা ও অরাজকতাটির জন্য একটি মাত্র কারণ রয়েছে এবং এর কারণ হল যে, যতক্ষণ না আমরা শিরক মুছে ফেলব এবং এই দেশ থেকে শিরকের সমস্ত রূপ মুছে ফেলব, সেখানে কোন সমৃদ্ধি হবে না এবং আল্লাহ্‌র সাহায্যও আসবে না। আমি দেখেছি যে আরো মানুষ সেখানে এসেছিল এবং তারা আমার কথোপকথন শুনছিল। তারপর আমি দেখেছি যে কিছু সেনা কর্মকর্তা দূর দূরত্বে দাঁড়িয়ে ছিল এবং তারাও আমার কথোপকথনটি শুনছিল। তারপর আমি বললাম যে, শহরগুলির মধ্যে বিভিন্ন রাস্তা ও জংশনে শিল্প ও সংস্কৃতির নামে স্মৃতিস্তম্ভ এবং মূর্তি আছে, সেখানে বড় বিলবোর্ড রয়েছে যার উপর অপ্রয়োজনীয় ছবি রয়েছে, একইভাবে পার্কগুলিতে মূর্তি এবং ভাস্কর্য রয়েছে এবং শহরগুলিতে অন্যান্য বিভিন্ন ধরণের ছবিগুলো স্থাপন করা হয়েছে যেগুলো অপ্রয়োজনীয়, এই সবগুলি শির্কের রূপ। নবী মোহাম্মাদ (সঃ) শিরক নির্মূল করার জন্য মূর্তি এবং ভাস্কর্য ধ্বংস করেছিলেন। যখন আমরা এই সব ধরনের শিরক ধ্বংস করব

তখন আল্লাহ্‌র সাহায্যও আসবে। তাহলে শুধু গাজওয়া-ই-হিন্দে ই পাকিস্তান বিজয়ী হবে না বরং এটি ৩য় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা ও রাশিয়ার মতো শক্তিগুলোর বিরুদ্ধেও বিজয়ী হবে এবং এটি একমাত্র মহাশক্তি হয়ে উঠবে। সেনা কর্মকর্তারা এবং অন্য কিছু লোকজন আমার কথোপকথন শুনছিল এবং আমি বললাম যে, যখন আমরা শিরক ও তার রূপগুলি বিলুপ্ত করব তখন আল্লাহ্‌ আমাদের উপর তাঁর আশীর্বাদ ও রহমত বর্ষণ করবেন এবং আমাদের উপর তাঁর ধন-সম্পদ উন্মোচিত করবেন, কারণ সর্ব প্রথম নবী মোহাম্মাদ (সঃ) ও উপদেশ দিয়েছিলেন শিরক ধ্বংস করতে এবং একটি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করতে যা শিরক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তারপর আমি নিজেকে সরাসরি সাক্ষাত্‌কারে বসে থাকতে দেখেছিলাম এবং নিমন্ত্রণকর্তা আমাকে শির্ক সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিল এবং বলেছিল যে এই দিনে ও বয়সে ছবিগুলি একটি প্রয়োজনীয়তা এবং আমি তাকে বললাম যে যেখানে তাদের প্রয়োজন সেখানে আমাদের ব্যবহার করা উচিত তবে আমাদের ব্যবহার করা উচিত না যদি তাদের প্রয়োজন না হয়। তারপরে রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যেখানে আইডি কার্ড এবং মুদ্রা নোটে ছবি ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হয় অথবা যদি কেউ ফটোগ্রাফি ব্যবসায়ের মধ্যে থাকে তবে তারা ছবিগুলি ব্যবহার করতে পারে কারণ এটি প্রয়োজনীয়। এর পাশাপাশি আপনি শহর জুড়ে অপ্রয়োজনীয় ছবি এবং চিত্র দেখতে পান অথবা কিছু লোক তাদের বাড়িতে সেলিব্রিটিদের ছবি ব্যবহার করে তবে এটি অনুমোদিত নয় এবং এটি শির্কের আকারে পড়ে। তারপর আমি বললাম যে আপনি বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তিদের লাইভ টিভি শো দেখেন এবং তারা সেখানে তাদের ছবিগুলি ব্যবহার করেন, যারা বিখ্যাত না তাদের টক শোগুলির প্রচারে একটি ছবি ব্যবহার করা তাদের জন্য ঠিক আছে তবে বিখ্যাত হোস্টগুলির ছবি প্রদর্শন করার প্রয়োজন নেই, এটি প্রয়োজন হয় না। সেনা কর্মকর্তারা ক্রমাগত একটি দূরত্বে থেকে এই সব পর্যবেক্ষন করছেন এবং তারা সাবধানে আমার কথোপকথন শুনছিলেন। এবং স্বপ্ন সেখানে শেষ হয়।

(পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৬ মে ২০১৮ সালের স্বপ্নে আমি চিন্তা করলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খাদ্য কি হয় যে, শত্রুরা তাদের ক্ষতি করতে পারে? তারপর আমি একটি কণ্ঠ শুনতে পেয়েছি যে বলেছে, এটা ডলার এবং জ্বালানী। যদি দুটি শেষ হয়ে যায় তাহলে সেনাবাহিনী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যাবে এবং কোন আন্দোলন করতে সক্ষম হবে না। তারপর আমি মনে করি যে, ডলার থেকে জ্বালানি তেল কেনা হয়, যদি ডলার শেষ হয়ে যায় তবে তারা জ্বালানী তেল কিনতেও সক্ষম হবে না। তারপর আমি দেখতে পাই পাকিস্তানের অবস্থার অবনতি হয়েছে। পাকিস্তানকে ঋণ কিস্তির পরিশোধ করতে হয়েছিল যা আমাদের করা ছিলনা। যদি আমরা কিস্তি পরিশোধ করি, তাহলে সেখানে কোনো ডলারের ভাণ্ডার থাকবে না। এক বা দুই সেনা কর্মকর্তারা নির্দেশ দিয়েছেন যে, বিদেশী পাকিস্তানিদের আমাদের কাছে ডলার পাঠানো উচিত যাতে আমরা জ্বালানি কিনতে পারি। আমি নিজেকে জিজ্ঞেস করলাম যে, কতক্ষণ ধরে তারা আমাদের কাছে ডলার পাঠাতে থাকবে, তাদের অবশ্যই তাদের নিজস্ব চাহিদা থাকতে হবে, কেন সেনাবাহিনী এত অকার্যকর পরিকল্পনা করছে? তারপর ঋণ কিস্তি দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট ডলার মজুদ কিছুই কাছাকাছি নেই। এরপর আমি দেখি সেনাপ্রধানকে খরচ কমানোর জন্য সব ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করতে। এতটা, যাতে টিভি চ্যানেলগুলি সরকারী সেবা বার্তা সম্প্রচার শুরু করে, যাতে নাগরিকরা সহজতর জীবনধারা গ্রহণ করতে পারে। ক্রীড়া এবং ইভেন্টের মত সমস্ত অতিরিক্ত কার্যক্রম সীমাবদ্ধ করা হয়। তারপর সেনাবাহিনী খোলাখুলি স্বীকার করে যে, পরিস্থিতি খুবই খারাপ। অন্যদিকে শত্রুরা ৪ থেকে ৫ টি বড় শহরগুলোতে বিশৃঙ্খলা তৈরির পরিকল্পনার বাইরে চলে যায়, যাতে সেনাবাহিনীর

জন্য তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে যায়। তারপর আমি এক বড় সেনা কর্মকর্তার সাথে দেখা করতে যাই। আমি মনে করি এটা লেফটেন্যান্ট জেনারেলের বাড়ি ছিল। আমি সেখানে তার জন্য অপেক্ষা করছি যাতে আমি তাকে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে বলতে পারি। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে, আমি কিছু জিনিসের জন্য বাইরে যাই। আমি বাইরে অনেক নিরাপত্তা খুঁজে পাই, এবং রাস্তার উভয় পাশে একটি অবরোধের সাথে ঘরটি সুরক্ষিত ছিল। হঠাৎ দুটি বড় গাড়ি দেখা যায়। দরজা খোলা হয় এবং তারা বাড়িতে প্রবেশ করে। আমি অবিলম্বে ভিতরে যাই যাতে আমি অফিসারের সাথে দেখা করতে পারি। যখন আমি ভিতরে যাই, আমি খুজে বের করি ইহা অন্য কিছুই নয় তবে উনি পাকিস্তানের সেনাপ্রধান। তারপর আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই অবরোধ এবং নিরাপত্তা এর কারণ ছিল। আমি আমার স্বপ্নের কথা স্মরণ করলাম, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান এর জীবন বিপদের মধ্যে ছিল, আমি যদি নিজেকে সেই সময়ের কথা জিজ্ঞাসা করি? যাইহোক, আমি ভিতরে গিয়ে সেনা প্রধানের সন্ধান করি। আমি সম্ভবত তাকে টিভি আরাম কক্ষে খুঁজে পাই। আমি তাকে আমার সালাম জানাই। এবং তাকে বলি যে, তার সাথে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস নিয়ে কথা বলার আছে। তিনি আমাকে ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন যেখানে আমি তাকে আমার স্বপ্নের কথা বলতে শুরু করি। তিনি শান্তভাবে আমার কথা শোনেন। আমি তাকে গাযওয়া ই হিন্দ সম্পর্কেও ভালভাবে বলি। এবং কিভাবে বিশৃঙ্খলা ঘটবে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনের বাহিরে চলে যাবে এবং কিভাবে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হবে। পাকিস্তানের কৌশল কী হওয়া উচিত? আমি তাকে আরও বললাম যে, বিশ্বের মুসলমানরা গাজওয়া ই হিন্দের প্রথম বিজয় দেখতে পাবে, এবং সেনারা কীভাবে এর জন্য পরিকল্পনা করবে? আমার বক্তব্য শোনার পর সেনাপ্রধান বলেন, কাসীম আমার কথা শোনো, এই সব স্বপ্ন এবং বাস্তবতার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আমরা পাকিস্তান প্রতিরক্ষার জন্য সবকিছু করব। এখন এটা একটি কঠিন সময়, কিন্তু আমরা সবকিছুর যত্ন নিবো। স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।

(মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির গোপন পরিকল্পনা !!! তিনি ফিলিস্তিনের মত পাকিস্তানকেও তৈরি করবেন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২১/১২/২০১৭ তারিখের স্বপ্ন, আমি একটি খবর শুনেছি যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল কিছু ঘোষণা করতে যাচ্ছে, আমি ভাবি যে এইটা ফিলিস্তিন সম্পর্কিত হবে, তারপর আমি বললাম যে, এই ঘোষণা খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এবং আমার অবশ্যই সেখানে যাওয়া উচিত এবং খোজা উচিত। কারন এইটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে মুসলিমদের নিরাপত্তার জন্য। তারপর আমি প্লেন এর মত যন্ত্রে বসি এবং সেখানে যাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি কিছু জায়গায় অফিসে বসা ছিলেন, আর কিছু লোকও সেখানে বসে ছিল, আমি সেখানে ভিতরে গেলাম এবং কেউ আমাকে লক্ষ্য করেনি। তারপর হঠাৎ মার্কিন প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়েছেন, এবং তার হাতে একটি কাগজ ছিল এবং তিনি বলেন, “Hi India”. আমি বললাম যে কেন তিনি এইটা বললেন ? তারপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট সবাইকে কাগজপত্র দেখিয়েছেন এবং আমি ঐ কাগজটা দেখে অবাক হয়ে গেলাম, সেখানে পাকিস্তান এবং ভারতের মানচিত্র একই রঙের ছিল। এবং তারপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন যে এখন পাকিস্তান ভারত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে, তিনি মানচিত্রে স্বাক্ষর করেন এবং জোরে জোরে হাসলেন, এবং এটি সাইন ইন করার পরে মানচিত্র দেখিয়েছেন, এবং হাসতে থাকেন যে, এখন ভারত পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই দেখার পরে, আমি মাথায় প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করলাম এবং বললাম “oh no”, আমি বুঝলাম তিনি বলেছিলেন, “hi india” এর পরিবর্তে “Hail India”, আমি তার পরিকল্পনা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না এবং পিছন ফিরে দৌড় দিলাম। আমি পাকিস্তানের জনগণকে বলেছিলাম যে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ফিলিস্তিনের

পরে পাকিস্তানের জন্য একটি পরিকল্পনা করেছেন, জেগে উঠুন এবং এই দেশটি বাঁচান, তারা বলেছিল যে, কাসীম, এই ধরনের পরিকল্পনা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পূর্বে তৈরি হলেও কিছুই হয়নি এবং পাকিস্তান এখনও এখানে আছে, এবং আমাদের সেনাবাহিনী খুব শক্তিশালী এবং কেউই পাকিস্তানকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না। এবং আমরা আগেও বহুবার ভারতকে পরাজিত করেছি, আমি বললাম হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের দমনমূলক বাহিনীকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয়, এবং এই সময় ভারতের অন্যান্য বাহিনীও আছে, আপনার সবকিছু মনে নেই যে, মুসলিমরা উহুদ যুদ্ধে একই কথা চিন্তা করে বলেছিল যে, তারা প্রাথমিক ভাবে মনে করেছিল যে তারা যুদ্ধ জয় করেছে। এবং হঠাৎ করে তারা রক্ষীবাহিনী দ্বারা বন্দি হয়। ছকগুলো পরিবর্তন হয়েছিল এবং মুসলমানদের ক্ষতি হয় গুরুতর, আমাদের শত্রুকে অবমূল্যায়ন করা উচিত নয় এবং তারা পরিকল্পনা করছে, আমরা আমাদের দেশকেও রক্ষা করতে চাই। তারপর আমি অন্য পথে গিয়েছিলাম। পথে আমি আকাশে উড়ন্ত কিছু পাখি দেখেছি। আমি বললাম, এসব পাখি কি? যখন আমি দেখলাম তাদের তুলনায় পাখি ছিল না কিন্তু কিছু বাহিনীর বিমান খুব উচ্চ উঁচুতে উড়ছিল, আমি পাকিস্তানের আকাশ সীমায় উড়ন্ত অচেনা প্লেন দেখে চিন্তিত হয়ে উঠি। তারপর আমি কিছু বিশাল বিল্ডিংয়ে গিয়েছিলাম এবং সেখানে কিছু মানুষের সাথে সাক্ষাৎ হল এবং তাদেরকে বললাম। এবং তারাও বলেছিল যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী এটি যত্ন নেবে, চিন্তা করনা। আমি বললাম যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কত কাজ করবে? তারা সবকিছুর জন্য দায়বদ্ধ ? আপনারা কোন কিছুর জন্য দায়ি হবেন না? আমি বললাম যে সেনাবাহিনী সবকিছু করতে পারে, কিন্তু তহবিল অভাবের কারণে তারা সর্বত্র রক্ষা করতে সক্ষম হয় না, অনেক জায়গায় দুর্বল, এবং পাকিস্তানও টাকা হারাচ্ছে, সেনাবাহিনী তহবিল ছাড়া যুদ্ধ করতে পারে না। তারপর আমি সেখান থেকে দূরে চলে গেলাম এবং বাড়িতে আসলাম এবং ভাবতে শুরু করলাম যে, এই সমস্ত মানুষ ঘুমাচ্ছে, কিভাবে তাদের পরিকল্পনা সম্পন্ন করা থেকে থামানো যাবে? এবং স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ এর মৃত্যু)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৪ মে, ২০১৮ তারিখে এই স্বপ্ন দেখেছিলাম। এই স্বপ্নে আমি দেখি যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, তিনি অযোগ্য হয়ে আছেন এবং তিনি সারা দেশে বড় সমাবেশ অনুষ্ঠিত করেন এবং তার বিখ্যাত স্লোগান নিয়ে প্রতিবাদ করছেন 'mujhe kiyu nikala' মানে, কেন আমাকে অযোগ্য করছেন! এটা অন্যায় এবং এইটা হয় না। একটি রাষ্ট্র বা একটি দেশ আপনি কিভাবে চালাবেন। আমি একটি ভালো চিন্তা করার পরিকল্পনা করছি, কিন্তু আমি ছেড়ে দিতে যাচ্ছি না। তার মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ তার সাথে থাকেন এবং সেও একই সাথে একই ধরনের প্রতিবাদ করছেন। অনেকে নওয়াজ শরীফের ভাষণের সাথে উপহাস করে এবং তারা তাদের অভিমুখে হাসে। তারা তার বিরোধিতায় অবস্থান করে এবং এর বিরুদ্ধে পাল্টা বর্ণনা করে কিন্তু নওয়াজ শরীফ এখনো ফিরে আসে না। এরপর নওয়াজ শরীফের রাজনৈতিক কার্যক্রম সীমিত হয়ে যায় এবং তার বক্তব্য প্রকাশ করা হয় না। অনেক মানুষ তার রাজনৈতিক দল ছেড়ে চলে যায় এবং এর ফলে তার জন্য আরো সমস্যা এবং সংকটময় সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই কারণে তিনি অনেক মানসিক চাপ পায় এবং এই কঠিন পরিস্থিতির বাইরে কিভাবে বের হতে হবে তা বুঝতে পারেননা। নওয়াজ শরীফ তার ক্ষমতা হ্রাস করে রাখে কিন্তু তিনি আগের চেয়ে আরও বেশি প্রতিবাদ করছেন। তারপর তিনি নিজের বাড়িতে নিজেকে সীমাবদ্ধ করেন এবং সেখানে তার প্রতিবাদ রেকর্ড করা শুরু করেন যে আমার সাথে অবিচার করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কেউ আমাকে থামাতে পারবে না এবং আমার ঘরে বসে থাকার পরও আমি সারা বিশ্বের কাছে আমার বার্তা পাঠাচ্ছি। তিনি বলেছেন যে তারা আমার কার্যক্রম সীমিত করছে এইটা সঠিক জিনিস নয় এবং তার কন্যা

সর্বত্র তার সাথে থাকেন এবং সম্পূর্ণভাবে তার অবস্থান সমর্থন করেন। অনেকে নওয়াজ শরীফ এর বিরুদ্ধে তাদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন এবং মানসিক চাপের কারণে তার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। আমি এই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি এবং তারপর আমি দেখি নওয়াজ শরীফ তার রুমের দিকে যাচ্ছেন। তার মেয়ে মরিয়ম নওয়াজ ইন্টারনেটে বার্তা পাঠানোর মাধ্যমে ব্যস্ত। কিছু শক্তি এই অবস্থার সুবিধা গ্রহণ করে, তারপর আমি দেখি কিছু শত্রুরা নওয়াজ শরীফের বাড়ির দিকে যাচ্ছে। আমি নিজেকে বলেছিলাম যে কিছুটা ভুল হচ্ছে এবং আমি নওয়াজ শরীফের বাড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করি। যখন আমি সেখানে পৌঁছাতে পারি, আমি বাড়ির এক পাশে কিছু দুষ্কর্মকারী খুঁজে পাই এবং তারপর ভিতরে প্রবেশ করার জন্য একটি ভিন্ন প্রবেশদ্বার ব্যবহার করি। সেখানে একটা বড় হল এবং এটা বিভিন্ন পথে এগিয়ে যায়, আমি এমন পথ খুঁজছি যে আমাকে নওয়াজ শরিফের রুমে নিয়ে যাবে। তারপর আমি দেখতে পাই যে সেনাবাহিনীর কমান্ডোরা এক পাশ থেকে আসছে এবং মনে হচ্ছে সেনাবাহিনীও নওয়াজ শরীফকে সাহায্য ও রক্ষা করার চেষ্টা করছে। যখন আমি এটা দেখি যে আমি নিজে বলেছি যে যদি কিছু ঘটে নওয়াজ শরীফ এর সাথে তাহলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ থেকে বের হয়ে যাবে এবং এ কারণে সেনাবাহিনী তাকে রক্ষা করার জন্য এখানে রয়েছে। সেনা কমান্ডো নওয়াজ শরিফের রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তখন হঠাৎ খবর এসেছে যে নওয়াজ শরীফ মারা গেছেন এবং এই শুনে আমি নিজেকে বলি যে সম্ভবত ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর জন্য সেনাবাহিনী বিলম্বিত হয়েছে। চারপাশে হাঁটার পর আমি একটা বড় কক্ষে এসে পড়ি যেখানে মরিয়ম নওয়াজ উপস্থিত আছেন এবং তিনি কান্না করতেছেন আর বলতেছেন যে, কেউ আমার বাবাকে হত্যা করেছে। এটা নিজে দেখে আমি পরিস্থিতির উপর দুঃখ প্রকাশ করেছি যা ঘটেছে তা খুব খারাপ ছিল। তারপর আমি সেখান থেকে চলে যাই, আমি কিছু দুর্বৃত্তদের দেখি কিন্তু আমি সেখানে থেকে পালাতে সক্ষম। কিন্তু এই সময়ে নওয়াজ শরীফ এর মৃত্যুর খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র হয় বিশৃঙ্খলা। পাকিস্তানের শত্রুরা এই পরিস্থিতির সুবিধা নিতে চেষ্টা করে এবং এইসব জায়গায় অস্থিরতা এবং অরাজকতা ছড়িয়ে দেয় যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ হারায় এবং এমনকি সেনাবাহিনী তা পরিচালনা করতে সক্ষম নয়। স্বপ্নের দৃশ্য খুব ভয়ঙ্কর এবং বিরক্তিকর ছিল। যখন বিপর্যয়ের সম্মুখীন পাকিস্তান এবং পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে যায় তখন ঘটনাটি ঘটতে থাকে। যেহেতু আমি আমার স্বপ্নের মাধ্যমে প্রচার করেছি। যখন মানুষ সাক্ষ্য দেয় যে ঘটনাগুলি ঘটছে, যেমন আমি আমার স্বপ্ন দেখেছি এবং সেগুলি শেয়ার করেছি, তখন তারা আরও স্বপ্ন অনুসরণ করা শুরু করে এবং তাদের বিশ্বাস করে।

(ইলুমিনাতি বাহিনীর পরিকল্পনা,
বিমানে আগুন ধরে এবং প্রচণ্ড শব্দে মাটিতে পড়ে যায়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২৫ মে, ২০১৮ সালের স্বপ্ন। এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, আকাশে একটি সবুজ রঙের স্তর আছে যা প্রায়-স্বচ্ছ। এবং আমি এই স্তরের মাধ্যমে নীল আকাশ দেখতে পারি। সেখানে যাত্রীবাহী বিমান আকাশে উড়ন্ত আছে এবং তারপর আমি দেখি যে, একটি যাত্রীবাহী বিমান অবতরণের জন্য নিচে আসতে থাকে। এই বিমানের মধ্যে একজন বড় নেতা উপস্থিত আছেন। হঠাৎ এই বিমানে আগুন ধরে এবং প্রচণ্ড শব্দে এটি মাটিতে পড়ে যায়। তারপর আমি দেখি যে, অন্য একটি বিমান যা অবতরণের জন্য নীচের দিকে নামছে এবং এই বিমানেও আগুন ধরে এবং তারপর প্রচণ্ড শব্দে এটিও মাটিতে পড়ে যায়। এইটা দেখে মানুষ একেবারে হতাশ হয়, আমি রাস্তার সম্মুখে দৌড়িয়ে আছি এবং দেখি সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, এবং লোকজনও সবদিক

থেকে ভয়ের কারণে দৌড়াচ্ছে। তারপর আমি আমার বাড়ির ছাদে ফিরে যাই। আমি দেখেছি আকাশে সবুজ স্তর সঙ্কুচিত হয়েছে এবং এতে নীল রঙের প্যাচ রয়েছে এবং এতে এখন নীল এবং সাদা স্তর আছে। আমি নিজে চিন্তিত যে, হঠাৎ আকাশে কি ঘটেছে যে, এটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে? তারপর আমি একটি অনুভূতি পাই যে, এইসব মন্দ বাহিনীদের, যারা সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ করতেছে এবং আকাশের পরিবর্তিত রং হল এর একটি চিহ্ন। তারপর আমি লক্ষ্য করি যে, আকাশে কোন উড়ন্ত বিমান নেই। যার মানে হল যে, মন্দ বাহিনী তাদের নিয়ন্ত্রণাধীনে সবকিছু নিয়েছে। তারপর আমি দেখি যে, তাদের মেশিনগুলো ঘর এবং ভবনগুলো ধ্বংস করা শুরু করতেছে। তারপর এই মেশিনগুলি সেই জায়গা থেকে শুরু করে যেখানে আমি উপস্থিত থাকি। তারপর আমি আবার নিচে আসি এবং দেখি যে, অনেক লোক সেখানে জড়ো হয়েছে। এবং আমি তাদের ব্যাখ্যা করি যে, এই মেশিনগুলি মন্দ বাহিনীর অন্তর্গত এবং আমাদের কিছুই নেই তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য। তারপর আমি বললাম যে, এই বাহিনীগুলির সাথে লড়াই করতে আমাদের ভারী গোলাবারুদ দরকার, এবং আমি এই ভারী গোলাবারুদ খুঁজতে বের হই। তারপর আমি একটি জায়গা দেখতে পাই এবং আমি নিজেকে এই বলি যে, আমি এখানে ভারী গোলাবারুদ খুঁজে পেতে পারি। যখন আমি সেই জায়গায় পৌঁছাতে চেষ্টা করি তখন কিছু বাহিনী কিছু সবুজ রঙের কুমির পাঠায়। এবং আমার পথে অন্যান্য ছোট ডাইনোসরের মত বিপজ্জনক প্রাণীরা সেখানে পৌঁছানো থেকে আমাকে থামায়। এই দেখে আমি ফিরে আসি এবং আমার বন্ধুদের দেখি। আমি তাদের বলি যে, তোমরা আগে যেমন বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছো এবং তোমরা ভালভাবে এই বাহিনীর সাথেও যুদ্ধ করতে সক্ষম হবে। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি আমার সাথে আসার জন্য এবং তারা সম্মত হয় এবং তারপর আমরা একসঙ্গে এই বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করি। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খাদ্যে ভাইরাস)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০ মার্চ ২০১৭ তারিখের একটি স্বপ্ন। আমি আফগানিস্তানের সীমান্তের মত দেখতে পাকিস্তানি সীমান্তে একটি এলাকা দেখতে পাই। এবং শত্রুরা সেখান থেকে পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের পাঠায়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এই সন্ত্রাসীদের সাথে খুব ভালভাবে আচরণ করেছে এবং তাদেরকে নির্মূল করেছে। এই দেখে শত্রুরা খুব রাগান্বিত হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী সবসময়ই তাদের পথে। তারপর শত্রুরা তাদের প্রশিক্ষিত সন্ত্রাসীকে পাকিস্তানে পাঠিয়েছে এবং তারা তাদেরকে রাতে দেখার দৃষ্টি যন্ত্র ও আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করেছে। কিন্তু যত তাড়াতাড়ি তারা পাকিস্তানী এলাকায় প্রবেশ করে, পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের চলাফেরাকে তাদের পদ্ধতিতে সনাক্ত করে এবং প্রতিটি সন্ত্রাসীকে বের করে দেয়। এইসব দেখতে পেয়ে সন্ত্রাসীরা খুব হতাশ এবং রাগান্বিত হয়, কারণ তাদের কোন পরিকল্পনাই কাজ করেনা। তারপর তারা পরিকল্পনা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয় অভ্যন্তরীণ আক্রমণ চালানোর, পাকিস্তানকে অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল করে দেয়ার জন্য এবং তারপর সীমান্ত থেকে আক্রমণ শুরু করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর খাদ্যের মধ্যে তারা কিছু ধরণের ভাইরাস বা রাসায়নিক মিশ্রিত করে এবং খাবার খাওয়ার পরে সেনাবাহিনী পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যায় এবং তারা চারপাশে নড়াচড়া করতে পারে না। তারপর শত্রুরা বললো যে, এখন আমরা পাকিস্তানে আক্রমণ করবো। এবং ভারত পূর্ব সীমান্ত থেকে পাকিস্তানকে আক্রমণ করে এবং আফগানিস্তান পশ্চিম সীমান্ত থেকে আক্রমণ করে। তারপর ভারত লাহোরে একটি বিশাল খারাপ আক্রমণ শুরু করে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই হামলাটি পরিচালনা করতে সক্ষম হয় না। তারপর পাকিস্তানের মানুষ অস্ত্র ও গোলাবারুদ নেয় এবং ভারতের সাথে লড়াই করে।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাথে লড়াইয়ের জন্য আমিও সীমান্তের দিকে নজর দিচ্ছিলাম। আমি একটি বড় মেশিন বন্দুক খুঁজে পাই এবং আমি শত্রুকে গুলি ছোড়া শুরু করি। আমার সাথে অন্যান্য সৈন্য আছে। যখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং জনসাধারণ একসঙ্গে লড়াই করে তখন ভারতীয় সেনাবাহিনী, বিপরীতে তারা চুপ থাকে। এই সময় আমি আমাদের লোকজনদের বলি যে, আমাদের ফিরে যাওয়া প্রয়োজন। এবং আমাদের জনসাধারণকে একটি নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করুন কারণ আমরা ভারতীয় সেনাদেরকে খুব দীর্ঘ সময়ের জন্য থামাতে পারব না। কিছু লোক বলে যে, আমরা এখানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে এসেছি এবং আমরা মরতে প্রস্তুত, কিন্তু আমরা ফিরে যাব না। তারপর যখন আমরা শহরে ফিরে যাই তখন কিছু লোক বলেছিল যে, যদি সেনাপ্রধান কাসীমের স্বপ্ন বিশ্বাস করতেন এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতেন তবে পরিস্থিতি ভিন্ন হতে পারতো। এবং এইসব বিশৃঙ্খলার সময় লাহোরের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর আমি একটি জায়গায় যাই যা একটি ভবনের একটি ভূগর্ভস্থ ভিত্তির মত। তারপরে মনে হয় আমি কিছু জায়গার খোঁজ করছি। এই সময়ে একটি লাল রঙের পতাকাযুক্ত দেশটি ভারতকে খুব শক্তিশালী সতর্কবাণী দেয় যে, আপনারা সেনাবাহিনীকে থামিয়ে দিন যেখানে তারা আছে। অন্যথায় আমরা আপনাদেরকে ধ্বংস করবো। তারপর এই দেশটি সমর্থন করে এবং পাকিস্তানকে সাহায্য করে। তারা পাকিস্তানি সেনাদের চিকিৎসা করার জন্য তাদের ডাক্তারদেরও পাঠায়। রাষ্ট্রের প্রধান তাদের নৈতিক সমর্থন প্রদর্শন করতে নিজেই পাকিস্তান সফর করেন। পাকিস্তানকে সাহায্য করার সাথে সাথে তারাও কিছু ক্ষতি বহন করে কিন্তু তবুও তারা এই বিষয়ে অভিযোগ করে না। ভারত ড্রোনগুলির দ্বারা সস্তা কৌশল গ্রহণ করে এবং পাকিস্তানে ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া পাঠায়। এই কারণে পাকিস্তানি শিশুদের একটি বিশাল পরিমাণ প্রভাবিত হয় এবং অসুস্থ হয়। এই দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখে আমি আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করি এবং তাঁর সাহায্য চাই। আল্লাহ্‌ তাঁর রহমত দ্বারা বৃষ্টি পাঠান এবং সব ভাইরাস অদৃশ্য হয়ে যায়। তারপর আমি কিছু গন্তব্যের দিকে দৃষ্টি দিলাম এবং আমার পথের দিকে আমি একটা এলাকা দেখি যা তৃণভূমির মত। লাল পতাকার দেশের রাষ্ট্র প্রধান, যিনি পাকিস্তানকে সাহায্য করেন, তিনিও সেখানে আছেন। তিনি মানুষের মধ্যে বসা এবং তাদের সাথে কথা বলতেছিলেন। আমাকে দেখার পর তিনি আমাকে চিনতে পারেন এবং বলেন, আপনি কাসীম, তাই না? আমি আপনার স্বপ্ন সম্পর্কে শুনেছি এবং যা ভালভাবে সত্য হওয়া শুরু হয়েছে। তাকে শুভেচ্ছা জানানোর পর আমি একটি জায়গা খুঁজতেছিলাম, এবং আমি মনে করি যে, এই জায়গা খুঁজে না পেলে আমরা এই সমস্যা থেকে বের হতে পারব না। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তানে সমস্যা এবং মুক্তির পথ, কেবল ২টি হেলিকপ্টার)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৩ মে ২০১৮ তারিখের একটি স্বপ্ন। এই স্বপ্নটি পাকিস্তানে বিশৃঙ্খলার সাথে শুরু হয় এবং সেখানে মানুষের মধ্যে অনেক আতঙ্ক হয়। পাকিস্তানের সম্পদ এবং তহবিলও সমাপ্ত হয়েছে, সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে পারছে না এবং এই দেশটি বেঁচে থাকবে কিনা তা নিয়ে ভাবনা আছে। ভারত এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সুবিধা ব্যবহার করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সদর খুলেছে এবং বিভিন্ন এলাকায় বিপুল সংখ্যক মানুষ হত্যা শুরু করে। পাকিস্তানি সৈন্য সংখ্যা কম এবং তারা সীমান্ত বরাবর চলতে থাকে কিন্তু তারা সমগ্র সীমান্ত দক্ষতার সাথে প্রতিরক্ষা করতে পারে না। প্রত্যেক পাকিস্তানি দুঃখিত হয় পাকিস্তানীদের ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্য। তারপর ভারত একটি জায়গায় অন্য আক্রমনাত্মক সদর খুলে দেয় এবং পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য পাকিস্তান সেনাবাহিনী চালু করা হয়। আমি কেবল পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সমগ্র সহায় দুইটি হেলিকপ্টার

দেখতে পাই। এই দেখে আমি নিজেকে বলেছিলাম যে, এই পরিস্থিতি আমার আগের স্বপ্নের ব্যাখ্যা। যেখানে আমি দেখেছি যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেছে এবং তারা কেবল ২টি হেলিকপ্টার রেখে গেছে এবং সেনাবাহিনী প্রধানের সাথে কিছু গোলাবারুদও রয়েছে। এবং অন্যদিকে একটি বড় ট্যাংক টাইপ মেশিন আছে যা ধ্বংস করা হচ্ছে না। এই সুযোগে মানুষ সেনাবাহিনী প্রধানকে অভিযোগ করতে শুরু করে যে, যদি পূর্বে সেনাবাহিনী প্রধান কাসীমের স্বপ্ন বিশ্বাস করতেন, তবে আমাদের এই সমস্যার সম্মুখীন হতে হত না। তখন লোকেরা আমাকে বললো, কাসীম, দয়াকরে কিছু কর এবং আমাদের এই দুঃখ থেকে বের করে দাও। যারা খারাপ পরিস্থিতিতে তাকিয়ে। আমি বললাম যে এখন খুব দেরি হয়ে গেছে, কিভাবে আমি এই জগাখিচুড়ি ঠিক করতে পারি এবং মানুষ আমাকে কী বলছে তা উপেক্ষা করি। মানুষ খুব আশাহীন হয়ে ওঠে যে, এই অসহায় অবস্থা থেকে বের হওয়ার কোন আশা নেই। তারপর ভারত কিছু জায়গায় একটি বড় অপারেশন শুরু করে এবং পাকিস্তানি মানুষ হত্যা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ভারতকে বলে, এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করুন! ভারতবর্ষে এই বড় অপারেশনকে প্রত্যাহার করার পর আপনি কেবলমাত্র পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করার আদেশ দিয়েছিলেন এবং হত্যার নয়। আমি এইসব দেখে খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম যে, আমাদের ঐ অপমানের সময়টা মোকাবেলা করতে হয়েছিল এবং পাকিস্তানের জনগণও খুব মনঃক্ষুণ্ন ছিল। একবার আবার মানুষ আমার দিকে ঘোরে এবং চেষ্টা করে এবং আমাকে কিছু করার জন্য ধাক্কা দেয়। সেনাপ্রধান বলেন, কাসীম! আমরা ভুল ছিলাম, আমাদের উচিত ছিল, যেকোন পরিস্থিতিতে আপনার কথা শোনা এবং আমাদের পাকিস্তানকে রক্ষা করার পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। আমরা একটি ভুল করেছিলাম এবং আমরা এর জন্য দুঃখ প্রকাশ করছি, দয়াকরে কিছু করুন এবং আমাদের সাহায্য করুন। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র সাহায্য ও রহমত ব্যতীত আমি কিছুই করতে পারি না। এ পর্যায়ে আমি দৃঢ় অনুভূতি লাভ করি যে, আল্লাহ্ যা বলবেন তা তাঁর করুণা দ্বারা ঘটবে। তারপর আমি আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করি এবং নিজেকে বলি যে, তারা এখনো আল্লাহ্‌র বাহিনীকে দেখেনি। তারপর আমি বাহিরে আসি এবং অনেক যোদ্ধা জেট, অন্যান্য যুদ্ধ মেশিন এবং ট্যাংক পৃথিবীতে প্রকাশিত হতে দেখি এবং যে অস্ত্রশস্ত্র দেখে ভারত পুরোপুরিভাবে নিশ্চুপ হয়েছিল। তারপর আমি বললাম, আল্লাহ্‌র সাহায্যে এখন আমরা সব ধরনের অন্ধকার শেষ করবো এবং আমাদের থামানোর কেউ থাকবে না। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে মোহাম্মাদ (সঃ) এর সাক্ষ্য প্রদান)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বরের স্বপ্নে আমি দেখি যে, পাকিস্তান এবং তার সেনাবাহিনী অনেক অসুবিধার মধ্যে পরে যায় এবং সেনাপ্রধান অনেক চেষ্টা করেছিলেন পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনীকে এই অসুবিধা থেকে বের করে আনার জন্য। যেন পাকিস্তানে সুখ এবং শান্তি বিরাজ করে। যাহোক, এই প্রচেষ্টা কার্যকর হচ্ছে না এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী চলছে না। পাকিস্তানের সম্পদ এবং তার সেনাবাহিনী কমে যাচ্ছে। এই কারণে সেনাপ্রধান মুশকিলে পরে যান। এসব দেখে আমি চিন্তিত হয়ে পরি। তারপর আল্লাহ্ তার আরশে আসেন এবং বলেন- কাসীম, পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে আমার এই আদেশ প্রদান কর যে, ‘‘পাকিস্তান এবং তার সেনাবাহিনী অবশ্যই এই অবস্থায় থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তোমার স্বপ্নের প্রতি সাবধানী মনোযোগ দেয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা তোমার স্বপ্নগুলোকে বিশ্বাস করে। কাসীম, আমিই শ্রেষ্ঠ পরিকল্পক এবং আমি অবশ্যই তোমার সাফল্যের জন্য একটি পরিকল্পনা করব।’’ আল্লাহ্ আমাকে এই স্বপ্নে আরো দেখিয়েছেন

যে, যখন সেনাপ্রধান আমার স্বপ্ন সম্পর্কে জানবে এবং এটা শুনবে, মোহাম্মাদ (সঃ) তাকে সাক্ষী দিবেন যে, “কাসীম তার স্বপ্ন সম্পর্কে কাউকে মিথ্যা বলছে না, তার স্বপ্নগুলো সত্য এবং তা আল্লাহ্ হতে। এই ঘটনাবলীই ঘটবে যেমন আল্লাহ্ কাসীমকে তার স্বপ্নেগুলোতে দেখিয়েছেন।” আল্লাহ্ আমাকে স্বপ্নগুলোতে যা দেখিয়েছেন তা অনুযায়ী, যখন আমি গুরুত্বপূর্ণ স্বপ্নগুলো পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে বলব, তিনি তা অনুযায়ী পরিকল্পনা করবেন ইসলাম এবং পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য। আল্লাহ্ তার সাহায্য দ্বারা সেই পরিকল্পনাগুলোকে সফল করবেন। তারপর আমরা আল্লাহ্র সাহায্যে ইসলামকে এবং পাকিস্তানকে রক্ষা করি। ইসলাম ও পাকিস্তানকে রক্ষা করার পরিকল্পনাগুলোও আল্লাহ্ আমাকে আমার স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়েছেন। স্বপ্ন শেষ হয়।

(পাকিস্তানে সমস্যা ! সেনাপ্রধানের সাহায্য এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র রক্ষা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৮ আগস্ট, ২০১৭ তারিখে আমি এই স্বপ্নটি দেখেছি। আমি একটি বড় ঘরে ছিলাম। সেনাবাহিনী প্রধান এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা একটি বৃত্তাকার টেবিলে কথা বলছিলেন। আমি বাহিরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এই মিটিংটি জরুরিভাবে একটি গুরুতর সমস্যা মোকাবেলার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই সমস্যাটি ছিল এমন, সেখানকার মানুষ যারা দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি এবং অস্থিতিশীল করার পরিকল্পনা করেছিল। তারা সাধারণ পোশাকের পোশাক পরেছিল। সেনাবাহিনীর প্রধান তাদের পরিকল্পনা শুনে, পরে সে খুব বিরক্ত হয়ে গেল। তিনি বলেন যে কিছু না করতে, অথবা আমি আরোপ করবো সেনা শাসন। তারপর অন্যান্য লোকজন উত্তর দিয়ে বলল আপনি আমাদের থামাতে পারবেন না এবং আপনি পরেও কিছু পদক্ষেপ নিতে পারবেন না। তারপর সেনাপ্রধান নীরব হয়ে গেল। তারপর তিনি বলেন, আমি আপনাকে সতর্ক করলাম, তা করবেন না। কিন্তু তারা তাকে উপেক্ষা করেছে, এবং তাদের পরিকল্পনা করা অব্যাহত রেখেছে। রাগান্বিত হওয়ার পর, সেনাবাহিনী প্রধান বেরিয়ে আসেন দরজার দিকে, যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম। যখন তিনি বাহিরের দরজার কাছাকাছি আসলেন, তিনি আমাকে লক্ষ্য করলেন। তিনি আমার কাছে এসেছিলেন, এবং বললেন, কাসীম আমাদের সাহায্য করো। ঐ লোকদের থামাও অন্যথায় এই দেশ পৃথক্ হবে এবং কাজ শেষ করে আমায় দয়াকরে জানাবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমি তাদেরকে থামানোর চেষ্টা করব। তিনি রুম থেকে চলে গেলেন এবং আমি বললাম, যদি সেনাবাহিনীর প্রধানরা তাদের থামাতে না পারে, কিভাবে আমি পারব ? অতঃপর আমি আল্লাহ্র উপর বিশ্বাস করেছি এবং তাঁর উপর ভরসা করেছি। আমি বৃত্তাকার টেবিলের উপর গিয়েছিলাম, এবং দেখলাম যে, তারা ইতিমধ্যে তাদের পরিকল্পনা শুরু করেছে। আমি কিছু সময় তারা কী করছেন তা দেখছিলাম। তারপর আমি তাদের সাথে কথা বলা শুরু করি, কিন্তু আমি মনে করি না ঠিক আমি কি বলব ? তবে শেষ পর্যন্ত, আমি তাদের থামাতে সক্ষম ছিলাম। তারপর আমি সেনাবাহিনী প্রধানের কাছে গিয়েছিলাম, এবং বললাম যে আমি তাদেরকে থামিয়েছিলাম। তারপর সেনাবাহিনীর প্রধান খুশি হয়েছিলেন এবং বললেন যে তুমি একটি দারুন কাজ করেছো, এখন আমাদের সাথে থাকো তাহলে আমরা আমাদের দেশকে পুনঃনির্মাণ করতে পারবো এবং শীঘ্রই আমরা শক্তিশালী হবো এবং শান্তি এবং রহমত প্রসারিত হবে। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(নবী (আঃ) দের ও মুসলিমদের আধ্যাত্মিক পদমর্যাদা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি ২০০৯ সালে একটি স্বপ্ন দেখি, এই স্বপ্নে এটা ছিল অন্ধকার সন্ধ্যার সময় এবং আমি আমার ঘরে বসে ছিলাম। তারপর হঠাৎ জানালা থেকে একটি তীক্ষ্ণ আলো প্রবেশ করে। আমি কৌতূহলের কারণে বাইরে দৌড় দিলাম এবং আমি কী দেখেছি ? বর্ণনার ভাষা নেই। আমি আকাশে ভাসমান সুন্দর প্রাসাদ দেখেছি, যা তারার মত আকাশে জ্বলছে। এগুলো উৎকৃষ্ট স্বচ্ছ কাচের মত দেখতে এবং এক দিকনির্দেশনায় চলন্ত ছিল। এবং তাদের মধ্যে একটি প্রাসাদ দেখতে খুবই অবিশ্বাস্য এবং চমৎকার ছিল। এই প্রাসাদটি অত্যন্ত বিশাল ছিল, অন্য যে কোন প্রাসাদের চেয়ে অনেক লম্বা এবং বৃহত্তর ছিল। আমার চোখ এই প্রাসাদটির উপর স্থির ছিল, আমি দূরে তাকাতে পারছি না। এটার সৌন্দর্য ছিল অপরিমেয় এবং এটার উচ্চতা অসমর্থনীয় ছিল। আকাশের উপরে যাচ্ছে এবং আমার দৃষ্টি সীমানার বাইরে। এই প্রাসাদটি অন্যান্য সকল প্রাসাদের নেতৃস্থানীয় ছিল। সেই প্রাসাদে নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম অলঙ্কারপূর্ণভাবে লিখিত ছিল। স্বপ্নে আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে, এই প্রাসাদগুলি নবী আলাইহিসসালামের আধ্যাত্মিক পদ ছিল এবং প্রতিটি প্রাসাদে আধ্যাত্মিক পদমর্যাদাও লিখিত ছিল। নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্দর ও আশ্চর্যজনক প্রাসাদ দেখার পরে আমি আনন্দে আত্মহারা হই। আমি আল্লাহ্‌কে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে, আমি নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের একজন ব্যক্তি। যার আধ্যাত্মিক পদ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার কাছে সর্বোচ্চ। নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রাসাদে আধ্যাত্মিক পদটি ৯৯,০০০ লেখা ছিল। এবং এটি আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সর্বোচ্চ ছিল। দ্বিতীয় বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সুন্দর আধ্যাত্মিক প্রাসাদটি ছিল নবী ইব্রাহিম (আঃ) এর। এবং তারপর সেখানে অন্যান্য নবী (আঃ) দের আধ্যাত্মিক পদ ছিল। এবং আমি কোনো নবী (আঃ) এর আধ্যাত্মিক পদ ১২,০০০ এরও কম দেখতে পাইনি। নবী (আঃ) দের সকল প্রাসাদগুলো তারার মত জ্বলছিল। এটা কত বিস্ময়কর ছিল তা বর্ণনা করার জন্য সত্যিই কোন শব্দ ছিল না। এবং শীঘ্রই তারা আর আমার কাছে দৃশ্যমান ছিল না যতক্ষণ পর্যন্ত তারা চলে গেছে। আমার অন্যান্য স্বপ্নে যা দেখেছি তা থেকে সাহাবা (রাঃ) দের আধ্যাত্মিক পদ ছিল ৮,০০০ থেকে ১০,০০০ পর্যন্ত। কেউ কখনো নবী আলাইহিসসাল্লামদের আধ্যাত্মিক পদে পৌঁছাতে পারে না। এবং এমনকি কেউ কখনো সাহাবা আকরাম (রাঃ) দের আধ্যাত্মিক পদে পৌঁছাতে পারে না। এবং একজন সাধারণ মুসলিমের আধ্যাত্মিক পদ ২০০ থেকে শুরু। স্বপ্ন শেষ হয়।

(শান্তির ভূখণ্ড এবং যারা পিছনে থেকে যাবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৫ সালে আমি এই স্বপ্নটি দেখি, এই স্বপ্নের মধ্যে সেখানে সর্বত্র অন্ধকার এবং ধ্বংস ছিল। এটা এ কারণে ছিল যে, একটি দুষ্ট দেশ একটি পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল। আমি এবং কিছু অন্যান্য মানুষ সেখানে থেকে পালাতে চেয়েছিলেন। আমার কিছু ধরণের উড়ন্ত মেশিন ছিল এবং এটার ভিতরে গ্যাস ছিল, প্রত্যেকেই ভিতরে গিয়েছিল কিন্তু আমি বাইরে ছিলাম, কারণ গ্যাসটিতে আগুন ধরল না। আমি ভেবেছিলাম যে সম্ভবত ইঞ্জিনটি ত্রুটিপূর্ণ ছিল, আমি কিছু করেছি এবং আগুন উপস্থিত হয়েছিল তবে তারা খুব ছোট ছিল। প্রায় ৫ বা ৬ বার স্পার্কের পর গ্যাসটি অবশেষে আগুন ধরে। পারমাণবিক বোমার বিকিরণের কারণে আমি অসুস্থ বোধ করছি। আমি সবেমাত্র শ্বাস নিতে পারি এবং আমার বাইরে থাকার জন্য এটি খুব কঠিন ছিল। তারপর আমি অন্যদের সাথে যোগ দিলাম এবং মেশিনটি উড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এটি

সঠিকভাবে উড়তেছিল ছিল না, এক পর্যায়ে মেশিনটি প্রায় বিপর্যস্ত হয়ে উঠছিল। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এটিকে প্রায় শেষ মুহূর্তে রক্ষা করেছিলেন। তারপর এটা সঠিকভাবে উড়তে শুরু করে এবং পূর্ণ গতির সঙ্গে এগিয়ে যায়। এবং তারপর আমরা অবশেষে সেই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এলাম এবং অবশেষে আমরা সূর্যকে বের হতে দেখলাম। মাটিতে কিছু লোক আমাদের মেশিনকে দেখেছিল এবং বললো এই লোকগুলো কোথায় যাচ্ছে। তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন যে, তারা অবশ্যই একটি শান্তিপূর্ণ জায়গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তারা সবাই বললো আমাদেরকে সাথে নিয়ে যাও। আমরাও এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চাই এবং শান্তির দেশে পৌঁছাতে চাই। কিন্তু মেশিনটি সম্পূর্ণ গতিতে উড়ে যাচ্ছে এবং কারো জন্য থামেনি। এটিতে শুধুই সেই লোকজন ছিল যারা উড়ে যাওয়ার সময় ভিতরে বসেছিল। বাকি লোকগুলো আমাদের পরে হাটতেছিল বা দৌড়াতেছিল যে কোন উপায়ে শুধুমাত্র শান্তিপূর্ণ জায়গায় পেতে। তখন আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করলাম যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার রহমত পৃথিবীতে নেমে আসছে। এবং আমাদের মেশিনকে ঘিরে ফেলে এই কারণে আমাদের মেশিন আরো অনেক বেশি উচ্চ এবং দ্রুত গতিতে উড়তে থাকে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদের মেশিনকে রক্ষা করেন যার কারণে আমরা পূর্ণ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি এবং মানুষ আমাদের পিছনে পিছনে ছিল এবং স্বপ্ন সেখানে শেষ হয়।

(কেয়ামতের আগের শেষ দিনটি ছিল)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি এই স্বপ্নটি দেখেছি। এটি ছিল কেয়ামতের আগের শেষ দিনটি এবং আমি একটি বিল্ডিং দেখেছিলাম যেটাতে আমাকে আরোহণ করতে হয়েছিল। বিল্ডিংটির উপরে পৌঁছানোর জন্য আমার কাছে কোন সরঞ্জাম ছিল না এবং লোকজনেরা আমাকে নিয়ে মজা করছিল। বলছিল যে, সে কেবল তার সময় নষ্ট করতেছে। তারপর আমি দেখলাম বিল্ডিংটির একটি দেওয়াল থেকে কিছু ইট বেড়িয়ে আছে যা ধরে আমি উপরে উঠে যেতে পারবো। আমি ইটে আরোহণ করা শুরু করলাম যেটি আমার জন্য খুবই কঠিন ছিল, কিন্তু আমি আমার আশা হারাইনি। আমি উপরে উঠতে থাকলাম এবং আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাকে বললাম যে, তুমি কেন এটি আমার জন্য এতো কঠিন করেছ? তারপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাহায্যে আমি অবশেষে বিল্ডিংটির শীর্ষে পৌঁছলাম। তখন মুসলমানরা আমাকে বলছিল, আমরা আপনার ভাই এবং আমরা আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আমি আমার হৃদয়ের মধ্যে চিন্তা করলাম যে, আমার যখন আপনার সাহায্যের দরকার ছিল তখন আপনি আমাকে নিয়ে হাসতেন এবং তারপর যখন আপনি দেখলেন আল্লাহ্ আমাকে সাহায্য করেছেন, তখন আপনি আপনার মন পরিবর্তন করেছেন এবং এখন আপনি আমাকে দেখানোর চেষ্টা করতেছেন যে আপনি সত্যিই মুসলিম, বরং আপনি খারাপ মানুষ। আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, একমাত্র তিনিই আমাকে সাফল্য দিয়েছেন, তাই এটাই ভাল যে আমি ভবিষ্যতেও তার উপরই নির্ভর করি।

(মোহাম্মাদ (সঃ) মোহাম্মাদ কাসীমকে ওমর (রাঃ) এর স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এ স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি একটি ঘরের মাঝে ছিলাম। একদিন আমি আমার নিজের সাথে কথা বলতেছিলাম, সেই সময় আল্লাহ্ আমাকে আসমান থেকে দেখতে ছিল। আমি নিজে নিজেকে বললাম, কাসীম এটা কোন জীবন হলো? সারাদিন বিশেষ কোনো কাজ নেই, শুধু বেকার জীবন কাটাচ্ছি। একটু পরে দেখি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে আসলেন, আমাকে উনার সাথে বসিয়ে বললেন, এই দেখো কাসীম, আমি তোমাকে একটি স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছি, আমি স্কুলের নাম ভুলে গেছি, কালকে থেকে তুমি স্কুলে যাবে, রসূল (সঃ) আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন আর বলছেন, স্কুলে গিয়ে পড়ালেখা করে তারপর আমার নাম সারা দুনিয়াতে সম্মানিত কর, যেমনটা আগে সম্মানিত ছিল। আমি খুব খুশি হলাম যে, আল্লাহ্ আমার দোয়া কবুল করেছেন, রসূল (সঃ) আমাকে ভর্তির ফরম দিলেন আর স্কুলের ঠিকানা দিলেন আর বললেন, কাল সকাল বেলা ৮ টা বাজার আগে আগে স্কুলে পৌঁছেযেও। আমি বললাম, ইনশাআল্লাহ, আমি সময় মত পৌঁছে যাব। রসূল (সঃ) আমাকে কোন প্রকারের বই-পুস্তক দিলেন না। আমার কাছে কিছু পুরাতন বই-পুস্তক ছিল, আমি সেগুলো জমা করলাম এবং সকালে স্কুলে যাওয়ার জন্য কাপড় ইস্ত্রি করে রেখে দিলাম। আমার কিতাবগুলো পুরাতন ছিল, জামা-কাপড় ও পুরাতন ছিল, আমি মনে মনে চিন্তা করলাম এটা সাধারন কোন স্কুল হবে, সেখানে কেইভা আমাকে দেখবে। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠে, রেডি হয়ে স্কুলের জন্য রওনা দিলাম। কিছু দূর যাওয়ার পর, একটি চৌরাস্তার মোড় আসে, তখন আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমাকে কোন দিকে যেতে হবে, হঠাৎ দেখি যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি ওনাকে দাঁড়াতে বললাম, ওনাকে স্কুলের ঠিকানা জিজ্ঞেস করলাম, তিনি স্কুলের নাম শুনে আশ্চর্য হলেন এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন এবং বললেন, তুমি কেন এই স্কুলের ঠিকানা জিজ্ঞেস করতেছ? আমি বললাম আমাকেও এই স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে, আজকে আমার স্কুলের প্রথম দিন, তিনি আমার প্রবেশপত্র দেখলেন এবং বললেন, মাশাআল্লাহ, উনি আমাকে স্কুলের ঠিকানা বলে দিলেন, আর আমি স্কুলের দিকে চলতে শুরু করি। যখন আমি স্কুলের কাছে পৌঁছাই, স্কুলের বিল্ডিংগুলো দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, এটাতো অনেক সুন্দর বিল্ডিং, তখন আমি কিছু ছাত্রকে দেখলাম, তারাও অনেক দামি কাপড় পরিধান করেছিল এবং তাদের ব্যাগগুলোও অনেক দামি ছিল। আমি ভাবতে লাগলাম, মনে হয় আমি ভুল করে অন্য স্কুলে চলে এসেছি, তখন আমি স্কুলের নামের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, পরে বুঝতে পারলাম স্কুলতো এটাই। তবে আমি ভাবতে থাকলাম মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে কেন বলেননি যে, এটা এত উচ্চ পর্যায়ের বা বড় স্কুল, আমি এইসব দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লাম। আমার জামা-কাপড় পুরানো এবং বইগুলো হাতের মধ্যে ছিল, সেগুলোও পুরানো বই-পুস্তক, স্কুলের বাহিরে একটি ক্যান্টিন ছিল, আমি সেখানে বসেছিলাম। তখন আরো কিছু ছাত্র আমার সাথে এসে বসলো। তাদের থেকে একজন আমাকে আমার নাম জিজ্ঞেস করল। আমি আমার নাম বললাম, পরে অন্য আরেকজন আমাকে তার কাছে ডাকলো এবং বসতে বলল, আমি মনে মনে ভাবলাম এখন এরা আমাকে নিয়ে উপহাস করবে, আমি তাদের সাথে বসে গেলাম। তারা আমার সাথে অনেক সুন্দরভাবে কথা বলতেছিলো, তারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি এখানে নতুন ছাত্র? আমি বললাম, জ্বী। আমার আজকে স্কুলের প্রথম দিন। অন্য একজন আমাকে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি খাবেন? আমি বললাম কিছুই খাব না। আমি বাড়ি থেকে খেয়ে এসেছি। তারা তখন জুস আর স্যান্ডউইচ নিয়ে আসলো সবার জন্য, আমাকেও দিলো। তখন তারা বলল, এখানে আমাদেরকে এটাই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, আমরা সবাই ভাই ভাই, আর আমাদের অন্য ভাইদেরও সে ভাবেই খেয়াল রাখতে হবে, যেভাবে আমরা নিজেদের খেয়াল রাখি এবং তারা বলল, আপনার কোনো কিছুর প্রয়োজন হলে আমাদেরকে বলবেন, আমরা

আপনাকে সহযোগিতা করব। আমি মনে মনে বললাম, সুবহানআল্লাহ্। যেমনি স্কুলটি অনেক উচ্চ মর্যাদার, তেমনি স্কুলের ছাত্রগুলোও,,, তবুও আমি অনেক চিন্তিতছিলাম এবং অনেক লজ্জাবোধ করতেছিলাম। তারপর যখন স্কুলের ঘন্টা বাজলো তখন সব ছাত্ররা স্কুলের ঘরের দরজার দিকে চলতে শুরু করল, তখন তারা আমাকে বললো আমাদের সাথে চলুন, আমি বললাম আপনারা যান, আমি একা একাই আসতে পারবো। যখন তারা চলে গেল, আমিও স্কুলের রুমের দরজার দিকে চলতে থাকি এবং ভাবতে থাকি আমার সাথে এগুলো কেন হচ্ছে, কেনো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেননি যে, এই স্কুলটি এত উচ্চ পর্যায়ের, এই স্কুলের ছাত্রদের পোশাক ও বই-পুস্তক সবকিছুই অনেক দামি, আমি চিন্তা করলাম এখন আমি কি করবো, আমি ভাবতেছিলাম মনে হয় ক্লাসের মাঝে সবার জামা কাপড় দামি দামি হবে। এখানে শুধু আমিই একজন, পুরাতন কাপড় আর পুরাতন বই-পুস্তক এবং প্লাস্টিকের ছেড়া জুতা পড়ে আছি। আমি আমার চোখ বন্ধ করি এবং নিজেই নিজেকে বলি যে, এভাবে সবার সামনে লজ্জা পাওয়া থেকে উত্তম, আমি বাড়িতে ফিরে যাই, তারপর আমি অনুভব করি, আমার হাত থেকে আমার বই-পুস্তকগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল এবং একটি ব্যাগ চলে আসলো, আমি চোখ মেলে দেখি, আমি আশ্চর্য হয়ে যাই যে, আমার জামা-কাপড়, জুতো, ব্যাগ, সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেছে। আমার হাতের মাঝে এমন একটি ব্যাগ ছিল, যেমনটি অন্য ছাত্রদের কাছে আছে, এগুলো দেখে আমি বলতেছিলাম, এসব কিভাবে হলো, যখন আমি চক্ষু বন্ধ করলাম, তখন এমন কি ঘটলো যে সবকিছুই পরিবর্তন হয়ে গেল, তখন আসমান থেকে, আল্লাহ্র আওয়াজ আসতে ছিলো, কাসীম, এমনটা কখনোই হতে পারে না যে, যার সাথে মোহাম্মাদ (সঃ) এর দোআর বরকত আছে তাকে আল্লাহ্ একেলা ছেড়ে দেবে, আল্লাহ্ অতীব দয়ালু ও সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। এ কথাগুলো শুনে, আমার মনে এক আশ্চর্য ধরনের খুশি অনুভব করি, তখন আমি স্কুলের রুমের দিকে দৌড়াতে থাকি, আর জোরে জোরে চিৎকার করে বলতেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকেও অন্য ছাত্রদের মতো সম্মানিত করেছে। যখন আমি ক্লাস রুমের সামনে পৌঁছাই, তখন আমি ওমর (রাঃ) কে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি, আমি উনাকে সালাম দিলাম, উনিও সালামের উত্তর দিলেন এবং বললেন আমি তোমারই অপেক্ষায় ছিলাম। আমি ওমর (রাঃ) কে বললাম, আমাকে এই স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছে এবং আজকে আমার স্কুলের প্রথম দিন, তখন তিনি বললেন, সুবহানআল্লাহ, এই স্কুলে শুধু তারাই ভর্তি হতে পারে, যাদেরকে আল্লাহ্ অনুমতি দেন তার অশেষ রহমতে। চলো, এখন আমরা ভিতরে যাব এবং সবাই মিলে আল্লাহ্র প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করব, তারপর ক্লাস শুরু করব। তখন আমি বললাম, আপনিই কি আমার প্রথম ক্লাস নিবেন ? তিনি বললেন, ইনশাআল্লাহ। স্বপ্ন শেষ হয়।

(খোরাসানের ভূমি নয় বরং খোরাসানের পূর্বের ভূমিটি)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এপ্রিল, ২০১৫ সালে আমি এই স্বপ্নটি দেখেছি। এই স্বপ্নে রসূলুল্লাহ ﷺ মোবাইলের মত একটি যন্ত্র দিয়ে আমার সাথে কথা বলেন। তার কণ্ঠ থেকে মনে হলো তিনি বৃদ্ধ, খুব ক্লান্ত এবং চিন্তিত ছিলেন। তিনি বললেন, কাসীম, আমি অনেক লোককে ডেকেছি কিন্তু তাদের কেউ আমার কথা শোনেনি। এখন আমি খুব ক্লান্ত এবং আমার আর কোনো শক্তি নেই। আমি বললাম, আমাকে বলুন কী করতে হবে, আমি এখানে আছি আপনার জন্য। তিনি ﷺ বললেন, কাসীম, আমি তোমার সাথে দেখা করতে চাই। খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, তুমি কি আমার কাছে আসতে পারবে? আমি বললাম, কেন নয়, আমাকে শুধু আমার পাসপোর্ট করতে হবে এবং ভিসা পেতে হবে। তিনি ﷺ বললেন, ঠিক আছে কিন্তু দ্রুত এই কাজটি কর। আমি ভ্রমণ সংস্থায় গিয়েছিলাম এবং তারা বলল এটা করতে ৩ থেকে ৪ মাস সময় লাগবে। আমি মোহাম্মাদ ﷺ কে কল

দিলাম এবং তাকে অপেক্ষার সময়টা বললাম। তিনি দু:খিত হয়ে ওঠলেন এবং বললেন, তুমি সেখানে থাক, আমি তোমার কাছে আসব। আমি জোর দিয়ে বললাম, যদি আপনি অপেক্ষা করেন আমি অবশ্যই যাব। আপনি খুব বৃদ্ধ এবং ক্লান্ত এবং আপনার এইভাবে আসা উচিত না। তিনি বললেন, না, আমার ছেলে, এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এটাতে বিলম্বিত করা উচিত নয়। আমি বললাম, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনার জন্য এটা সহজ করে তুলবেন। আমার প্রিয় নবী ﷺ এর জন্য এটা সহজ করে দিতে আমি আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করলাম। তারপর আমি বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম এবং তার জন্য অপেক্ষা করেছিলাম। যখন তিনি পৌঁছেছিলেন আমি খুব খুশি হয়ে উনার দিকে দৌড়েগেলাম এবং তিনিও খুশি হয়েছিলেন। আমি বললাম, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আপনাকে নিরাপদে এখানে নিয়ে এসেছেন। তিনি একমত হলেন এবং বললেন, আল্লাহ্ খুবই দয়ালু। আমি আমার গাড়ী দিয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে আসলাম। আমার ঘর ছিল ভাড়া করা এবং বিদ্যুৎ প্রায় কাটা ছিল। তিনি ভিতরে এসে বসলেন এবং বললেন, কেউ আমার কথা শোনেনি, যদি আমার ইসলাম একই অবস্থায় থাকে তবে আমি ভীত যে এটা ধ্বংস হবে। প্রত্যেকেই তাদের নিজের কাজে ব্যস্ত এবং কেউ আমার বা আমার ইসলাম সম্পর্কে চিন্তিত নয়। আমি তোমার কাছে চাই যে, যেই স্বপ্নগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তোমাকে দেখিয়েছেন সেগুলো শেয়ার কর এবং মানুষের মধ্যে আমার বার্তা ছড়িয়ে দাও। আমি একটি যন্ত্র এনেছি যাতে তুমি তোমার স্বপ্নগুলো এবং আমার বার্তা প্রচার করতে পার এবং মুসলিমদেরকে এটাও বলবে যে, আমি এটা বলেছি। কোন ব্যাপার না, কাসীম কিভাবে হয়? সর্বোপরি সে আমার উম্মতের একটি অংশ এবং আমি আমার জাতির কাছ থেকে কাউকে ভেদাভেদ করি না এবং দলে দলে বিভক্ত করি না। আরো বললেন, ইসলাম পাকিস্তান থেকে জেগে উঠবে না? কেয়ামতের কাছাকাছি ইসলাম যেকোন জায়গা থেকে উঠতে যাচ্ছে। কোন ব্যাপারই নয় কোথা থেকে, ভাল যে মুসলিমরা আবারও ঐক্যবদ্ধ হবে, তারা তাদের হারানো অবস্থা ফিরে পাবে এবং সারা বিশ্বে সম্মানের সঙ্গে ইসলামকে দেখা যাবে এবং এই হল সব ব্যাপার সুতরাং এটা খারাপ কি? আমি উত্তর দিলাম, কোন ব্যাপার না, এই কাজটা যত কঠিন বা বিপজ্জনকই হউক না কেন তা আমি করবো আল্লাহ্র করুণা দ্বারা। এটা শুনে মোহাম্মাদ ﷺ এর ভিজা চোখে সুখ ছুয়ে গেল। তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, আল্লাহ্র প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল যে তুমি অস্বীকার করবে না। তিনি গভীর শ্বাস নিলেন এবং আল্লাহ্কে ধন্যবাদ দিলেন। তিনি বললেন, কাসীম, এই বাক্সে একটি মানচিত্র আছে। আল্লাহ্র রহমত দ্বারা যখন তুমি ঐ দেশে ইসলামের বাস্তব শহর নির্মাণ করবে তারপর আমি তোমাকে আমার কাছে আসতে বলব এবং তারপর তোমাকে বলব পরবর্তীতে কী করতে হবে। আমি তাকে বললাম, চিন্তা করবেন না এখন আপনি কিছু বিশ্রাম নিন। এই কাজটি এখন আমার এবং আমি আল্লাহ্র রহমত দ্বারা এটি করব, ইনশাআল্লাহ্। তিনি আমার সাফল্যের জন্য এবং আমার সাহায্যের জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। আমি ভেবেছিলাম এখন একমাত্র আল্লাহ্ই আমাকে সাহায্য করতে পারেন। আল্লাহ্র সাহায্য ব্যতীত এটা করা অসম্ভব হবে। তাই আমি বললাম, বিসমিল্লাহ্ এবং আমার কাজ শুরু করলাম। আমি বক্স খুলি এবং সেখানে একটি ট্যাবলেট টাইপ ডিভাইস এবং একটি মানচিত্র ছিল এবং মোহাম্মাদ ﷺ এর একটি বার্তা ছিল। সেখানে জনগণের সাথে শেয়ার করার জন্য আমার স্বপ্নগুলোও ছিল। আমি এই বার্তাটি নিয়ে বড় মুসলিম ব্যক্তিদের কাছে গিয়েছিলাম এবং তারা আমার উপর হেসেছিল। তারা বলল, কাসীম, যাও এবং অন্য কিছু কর এবং আমাদের সময় নষ্ট করো না। এটা আমাকে বিষণ্ণ করে কিন্তু আমি বলি, না, আমি মোহাম্মাদ ﷺ কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, আমি এই কাজটি করব। আমি খোরাসান দেখতে মানচিত্র খুললাম এবং খোরাসানের পূর্ব দিকে একটি ভূমি অঙ্কন করা ছিল যা পাকিস্তানের মতো ছিল। তারপর সেখানে একটি টীকা ছিল। বলাছিল, কেয়ামতের কাছাকাছি তুমি দেখবে যে খোরাসানের পূর্বের দেশটি থেকে প্রকৃত ইসলাম ছড়িয়ে পরবে। এটাতে যোগ দাও এমনকি যদিও তোমাকে সেখানে যেতে নগ্ন পায়ে পাহাড়ের উপর হামাগুড়ি দিতে হয়। আমি একজন ব্যক্তির কাছ থেকে একটি বার্তা পেলাম, যে বিস্তারিতভাবে আমার সাথে কথা বলেছিলেন।

তিনি আমাকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন না। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার বাড়িতে আসেন, আমি আপনাকে একটি মানচিত্র দেখাবো। তিনি এসেছিলেন এবং তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি একটি হাদীসে পড়েছি যে, মোহাম্মাদ ﷺ বলেছিলেন যে, এটা খোরাসানের ভূমি নয় বরং খোরাসানের পূর্বের ভূমিটি। এবং যদি এটি সত্য হয় তাহলে কালো মানদণ্ডের পতাকা / কালো পতাকা / কালো জঙ্গি বিমান উয়ালা বাহিনীই হল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। আমি বললাম, হ্যাঁ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী হল বিশ্বের সেরা সেনাবাহিনী। কারণ তারা একের পর এক সন্ত্রাসীদেরকে হত্যা করছে। তিনি বলেন, আমাদেরকে অবশ্যই এই বার্তাটি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীকে জানাতে হবে। আমাদেরকে ইসলামের শেষ দুর্গটি রক্ষা করতে হবে। আমি রাজি হয়ে বললাম, আমাদেরকে দ্রুত এটা করতে হবে। মোহাম্মাদ ﷺ আরো বললেন, যে আমার বার্তা পাঠ করবে সে যেন অন্যদের সাথেও তা প্রচার করে। অন্যান্য লোকেরাও আমাদের সাথে যোগ দিয়েছিল এবং আমরা গ্রুপের আকারে কাজ শুরু করেছিলাম। আল্লাহ্‌র রহমতে অন্যান্য লোকেরা স্বপ্নগুলো এবং বার্তা খুব দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিচ্ছিল। বড় মানুষেরা বলল, আমাদের উচিত ছিল আপনাকে আগে বিশ্বাস করা। আমি তাদেরকে বললাম যে, যদি আল্লাহ্‌ কখনও দয়াশীল না হতেন এবং আমাদেরকে সাহায্য না করতেন তবে আমরা এটা অর্জন করতে সক্ষম হতাম না।

(ক্ষুধার্ত সিংহ দেখে ভয় এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, মার্চ ২০১৫ তারিখের এই স্বপ্নে আমি দেখি যে, আমি আমার পুরাতন ঘরের মধ্যে ছিলাম, যেটি একেবারেই ভাঙ্গাচোরা ছিল, সে ঘরে লাইটও ছিল না এবং ঘরের খুব খারাপ অবস্থা ছিল, আমি বলতেছিলাম যে, মনে হচ্ছে এই অন্ধকার ঘরে থাকা, এটাই আমার ভাগ্যে লেখা ছিল। তখন হঠাৎ আল্লাহ্‌ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা, আরশে আসেন, এবং বলেন যে, কাসীম আর কতক্ষণ এই অন্ধকার ঘরে বসে থাকবে, ঘর থেকে বেরিয়ে আসো এবং আমার নেয়ামতের ও বরকতের ঘর তালাশ কর, যেখানে কোনো অন্ধকার এবং নেই কোনো অশান্তি, এটা শুনে আমি খুব খুশি হয়ে উঠলাম এবং বলতেছিলাম, আল্লাহ্‌ খুব দয়ালু, তিনি আমাকে এই অন্ধকার থেকে বাহির করার জন্য এসেছেন, আমি অনেক আনন্দের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি, একটু দূরে যেতেই দেখি যে, আট দশটি সিংহ, মনে হচ্ছে খুব ক্ষুধার্ত এবং আকারেও অনেক বড় ছিল, আমি এসব দেখে ভয় পেয়ে গেলাম এবং পিছনে ফিরে আমার ঘরের দিকে দৌড়াতে শুরু করলাম, এবং ঘরে ঢুকে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে ফেললাম, তখন বলতেছিলাম, হে আল্লাহ্‌ বাহিরে তো আট দশটি ক্ষুধার্ত সিংহ, এই সিংহগুলোতো আমাকে খেয়ে ফেলবে, তখন আল্লাহ্‌ বললেনঃ তুমি আমার প্রতি বিশ্বাস করো। এই সিংহগুলোর একটিও তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না। আমি সিংহগুলোকে দেখার জন্য জানালা দিয়ে বাহিরে দেখতেছিলাম, তখন তিনটি কুকুর ভয়ংকর আওয়াজ করতেছিল এবং লাফ দিয়ে আমার দিকে আসতে ছিল, আমি পিছনের দিকে দৌড় দেই এবং মাটিতে পড়ে যাই, জানালাতে ছিল লোহার জালি, সেই জালিতে ধাক্কা খেয়ে কুকুরগুলো বাহিরেই পড়ে যায়, তখন আমি বললাম হে আল্লাহ দেখুন, এই কুকুরগুলো আমার উপর হামলা করেদিল, আর আপনি বলতেছেন, সেই ক্ষুধার্ত সিংহগুলো আমার কাছে পৌঁছাতে পারবে না, আমি ঘরের এক কোণে বসেছিলাম, তখন আল্লাহ্‌ সে কুকুরগুলোর উপর বিদ্যুৎ আকারে আল্লাহ্‌র গজব নাজিল করেন, কুকুরগুলো জ্বলে সেখানে মরে গেল, তখন আল্লাহ বললেন, কাসীম, সেই কাজগুলো কর, যা আমি তোমাকে আদেশ করেছি, আর না হয় এ অন্ধকার ঘরে পড়ে থাকো চিরদিনের জন্য। তুমি আমার উপর বিশ্বাস রাখ, আমি তোমাকে হেফাযত করব এবং তোমাকে তোমার গন্তব্যস্থানে সহি সালামতে পৌছে দেব, অবশ্যই

আমি আমার কাজ সম্পন্ন করে থাকি। এই কথাগুলো বলে আল্লাহ্ সেখান থেকে চলে গেলেন, আমি সেখানে বসে বসে চিন্তা করতেছিলাম এখন আমি কি করবো, তখন আমি নিজেকে বললাম কাসীম মরণ তো এখানেও আসবে, বাহিরে গেলেও আসবে, আমি বাহিরে গিয়েই মরব এটাই উত্তম হবে, তখন আমি বলি যেহেতু আল্লাহ্ আমাকে বলেছেন, তিনি আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে সহিসালামতে পৌঁছে দেবেন এবং আমাকে হেফাজত করবেন,,, আমাকে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা উচিত এবং এটি করা ছাড়া আমার কাছে আর কোন রাস্তাও খোলা নেই। আমি আল্লাহ্‌র নাম নিলাম ও অনেক ভয় ভীতি নিয়ে ঘর থেকে বের হলাম, আমি দরজা খোলা রেখে দিলাম, যদি কোন সিংহ আমার উপর আক্রমণ করতে চায়, আমি যেন ঘরে ঢুকে পড়তে পারি,,, আমি ভয়ে ভয়ে চলতে থাকি কিন্তু কোন সিংহ চোখের সামনে পড়ল না, আমি চিন্তিত হলাম এই সিংহগুলো কোথায় চলে গেল, তখন একটু সামনে গিয়ে দেখি যে, সিংহের দেহের একটি কাটা অংশ পড়ে রইল, আর একটু সামনে গিয়ে দেখি যে আরেকটা সিংহের মাথা পড়ে রইলো, আমি এগুলো দেখে বললাম, এটা অবশ্যই আল্লাহ্‌র কাজ, কারণ আল্লাহ্ ছাড়া কেউ এই কাজটি করতে পারবে না, আমি আমার সামনে অনেক উঁচু একটি বিল্ডিং দেখি, আমি ঐ বিল্ডিংটির ছাদে যাই এবং আল্লাহ্‌কে খুঁজতে থাকি,,, আমি দেখি যে আল্লাহ্‌র নূর, আমার থেকে অনেক দূর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল, তখন আমি সেই নূরের পিছে দৌড়াতে শুরু করি, যখন আমি সেই নূরটির কাছে গিয়ে পৌঁছাই, তখন নূরটি সেখান থেকে আবার অন্য কোথাও অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন আমার স্মরণ হল আমি কিভাবে এই বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে দৌড়ে এখানে চলে আসলাম, আমি নিচে কেন পড়ে গেলাম না, আর কিভাবে আমি আল্লাহ্‌র সাহায্যে বাতাসে উড়লাম, তখন আমি বলি আল্লাহ্ ই আমাকে সাহায্য করেছেন, তখন আমি খুব আনন্দিত হলাম এবং আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে জোরে জোরে বলতে থাকি, হে আল্লাহ্, তুমি কোথায় ? তখন আল্লাহ্ অনেক দূরের একটি জায়গার নাম নিয়ে বলল, কাসীম আমি এখানে তাড়াতাড়ি আমার নিকট আসো, তখন আমি চিন্তিত হয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকি, কিভাবে আমি আল্লাহ্‌র কাছে পৌঁছাব ? তখন আমি দেখি যে, অনেক দামি কালো রঙের একটি মোটর সাইকেল, আমি সেটি চালাতে শুরু করি কিন্তু রাস্তা ছিল কাঁচা, এই কারণে আমি মোটর সাইকেল জোরে চালাতে পারছি না, আমি মনে মনে বললাম যদি পাকা রাস্তা হত, আমি আর একটু জোরে চালিয়ে যেতে পারতাম, এ কথাটি বলতে বলতেই দেখি যে জমিনের নিচ থেকে কালো, পাকা রাস্তা বেরিয়ে আসলো, তখন আমি মোটর সাইকেল সর্বোচ্চ গতিতে চালিয়ে, আমার গন্তব্যে পৌঁছে যাই, সেখানে একটি চমৎকার বিল্ডিং ছিল, দেখে মনে হচ্ছিল খামারবাড়ি, যেখানে মানুষ অবসর সময় কাটানোর জন্য যায়, আমি খুব খুশি হই এবং ভিতরে যাই, ভিতরের পরিবেশ খুবিই শান্তিপূর্ণ ছিল, মনে হচ্ছিল শতাব্দী ধরে কেউ এখানে আসেনি,,, তবে এটির কালার ছিল মাটির রংয়ের মতো, একটু সামনে তাকিয়ে দেখি যে, সেখানে তাজা তাজা রং দিয়ে সাজানো, মনে হচ্ছিল আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা এই বিল্ডিংটিকে আবার নতুন করে মেরামত করেছেন, সেখানে আমি অনেক ধরনের হালাল প্রাণী দেখেছিলাম,,, আমি হাটতে হাটতে একটি বড় ধরনের রুমে প্রবেশ করি এবং সেখানে আমি আল্লাহ্‌র নূর দেখতে পাই, তখন সেই নূর থেকে আওয়াজ আসছে ছিল, কাসীম, আমি কি বলিনি, তোমাকে আমি এখানে পৌঁছিয়ে দেব সহি সালামতে ??? তখন আমি আল্লাহ্ কে বলি, আপনি আপনার ওয়াদা পূরণ করেছেন, আপনি আমাকে রাস্তা দেখিয়েছেন এবং আমাকে অন্ধকার থেকে বের করে এই আলোতে নিয়ে এসেছেন, আপনিই সর্ব উত্তম রাস্তা দেখানেওয়ালা, আমি কাল সকালে গোসল দিয়ে রেডি হয়ে, আমার সকল কাজ সম্পূর্ণ করে আপনাকে জানিয়ে দেব। তখন আল্লাহ্ সুবহানাহুওয়া তা'য়ালা খুব গুরুত্বের সাথে বললেন যে, কাসীম, যদি তুমি তোমার সকল কাজ কালকে দিনে শেষ করতে পার, আমিও সন্ধ্যাবেলায় কেয়ামত সংঘটিত করে দেবো। স্বপ্নে এখানেই শেষ হয়।

(এই বাহিনীই হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৭ সালের ১০ ডিসেম্বর এর একটি স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম যে, আমি আমার বাড়িতে বসে ছিলাম। বাড়িটি ছিলো ভাড়ায় চালিত এবং পুরনো। আমি আমার ঘরে কিছু সংখ্যক লোকের সাথে ছিলাম। আল্লাহ্‌ আমার কাছে একটি উড়ন্ত যন্ত্র পাঠিয়েছিলেন এবং একটি বার্তা দিয়েছিলেন যে, শূন্যের মধ্যে একটি জায়গা আছে। তিনি আমাকে সেখানে ডেকেছিলেন। আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম যে, আল্লাহ্‌ আমাকে করার জন্য কিছু কাজ দিয়েছিলেন এবং জীবরাঈল (আঃ) ও সেখানে এসেছিলেন। আমি ইতোমধ্যেই ঐ যন্ত্রটিতে আরোহণ করেছিলাম। আমি তাঁর দিকে তাকালাম কিন্তু তিনি ঐ ঘরে চলে গেলেন যেখানে লোকগুলো বসে ছিলেন। তারপর আমি ঐ জায়গার উদ্দেশ্যে বের হলাম। আমি খুব দ্রুতগতিতে সামনের দিকে এগুচ্ছিলাম এবং আমি পৃথিবী থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছিলাম। আমি একটি জায়গা অতিক্রম করেছিলাম যেখানে সর্বত্র অন্ধকার ছিলো এবং যখন আমি পিছনে ফিরে তাকালাম তখনো সেখানে অন্ধকার ছিলো। কিন্তু আমি থামলাম না এবং সামনের দিকে এগুতে থাকলাম। হঠাৎ কিছু শত্রুবাহিনী এসেছিলো এবং বলছিলো যে, তাকে থামাও, যদি সে ঐ জায়গায় পৌঁছে যায় তাহলে আমরা ধবংস হয়ে যাবো। তারা আমার উড়ন্ত যন্ত্রে আক্রমণ করেছিলো এবং উড়ন্ত যন্ত্রটি ধবংস হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র সাহায্যে বেঁচে গিয়েছিলাম এবং শূন্যে থাকা সত্ত্বেও আমার কিছুই ঘটেনি। আমি সংঘর্ষণ থেকে ওড়া অব্যাহত রেখেছিলাম। তারপর আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলাম এবং ফিরে যাওয়ার রাস্তা খুঁজছিলাম। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলামনা যে, আমি কোন পথে এসেছিলাম। তারপর আমি আনুমানিক একটি পথ নেই এবং আমি আমার বাহুদ্বয় ব্যবহার করে ঐ অভিমুখে যাচ্ছিলাম। প্রচুর শক্তি এবং শিঘ্রই আমি অনেক গতি লাভ করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌ আমাকে শূন্যে হেফাযত করেছিলেন এবং কোন যন্ত্র ছাড়াই আমাকে উড়তে সমর্থন করেছিলেন, তাই তিনি আমাকে সঠিক পথও দেখাবেন। আমি সোজা পৃথিবীর দিকে যাবো, তারপর আমার বাড়ি। আমি ওড়া অব্যাহত রেখেছিলাম এবং ভয়ও পেয়েছিলাম যে, যদি আমি ভূল পথে যাই তাহলে আমি সম্ভবত আর ফিরে যেতে সক্ষম হবোনা। হঠাৎ আমি পৃথিবী দেখতে পাই এবং খুবই খুশি হই। তারপর আল্লাহ্‌ আমাকে আমার বাড়িতে নেন। যখন আমি বাড়িতে পৌঁছলাম, তারপর জীবরাঈল (আঃ) তখনো ঐসব লোকের সাথে বসেছিলেন। আমি অনুভব করেছিলাম, তিনি ঐসব লোকের সাথে কথা বলছিলেন এবং লোকদেরকে আমার সম্পর্কে বলছিলেন। আমি ফিরে আসার পরে তিনি আমাকে দেখা শুরু করেছিলেন। আমি বলেছিলাম যে, কেন জীবরাঈল (আঃ) আমাকে দেখছিলেন এবং কেন তিনি এখনো এখানে? আমি অনেক দূর থেকে এসেছিলাম কিন্তু তিনি এখনো এখানে এবং তিনি ঐসব লোকের সাথে বসে কি করছিলেন? তার কিছুক্ষণ পরে জীবরাঈল (আঃ) সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন এবং ঐসব লোকেরাও সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পরে আমি কারো সাথে সাক্ষাৎ করিনি, না আমি কারো সাথে কোন কথা বলেছিলাম। আমি চলে গিয়েছিলাম এবং অন্য একটি ঘরে বসেছিলাম। তারপর চিন্তা শুরু করেছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, কেন আল্লাহ্‌ আমাকে বলেননি যে ঐ পথে বিপদ ছিলো! যদি আল্লাহ্‌ আমাকে বলতেন তাহলে কখনো আমি ঐপথে যেতাম না। আমি খুবই দুঃখিত হয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম যে, আমি অনেক ঝুঁকি নিয়েছিলাম এবং অনেক দূরে গিয়েছিলাম। আমি আমার সমস্ত এনার্জি ব্যবহার করেছিলাম এবং ফলাফল কিছুই ছিলো না। যদি আমি অবগত থাকতাম তাহলে আমি এই ভ্রমণে যেতাম না। তারপর আমি দূর্বল হতে শুরু করেছিলাম। আমি কিছু জায়গায় গিয়েছিলাম এবং আমি ঐসব লোকের মধ্যে একজন লোকের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলাম যারা ঐ ঘরে ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন

যে, তোমার সাথে কি ঘটেছিলো? কেন তুমি এত বিমর্ষ? আমি বলেছিলাম যে, আল্লাহ্ আমাকে একটি কাজ দিয়েছিলেন করার জন্য এবং আমি এটা করতে পারিনি। আমি দূর্বল হয়ে যাচ্ছি এবং এই কাজ আমার সামর্থের বাইরে। তিনি বললেন, এভাবে আশা হারাইও না, এই কঠিন সময়ও অতিক্রম করতে হবে। তোমার কিছু ডাক্তার দেখানো উচিত। তারপর আমি একজন ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে একটি ঔষধের প্রেসক্রিপশন দিয়েছিলেন এবং তিনি বলেছিলেন এগুলো খাও। তুমি আবারও ভালো হয়ে যাবে। আমি ফিরে এসেছিলাম এবং ভাবছিলাম যে, আমি এই ঔষধগুলো কোথায় পাবো? আমি চিৎকার করেছিলাম ঐ লোকটির দিকে। তিনি বলেছিলেন, আমি জানি এগুলো কোথায় পাওয়া যাবে। আমি তোমার জন্য এগুলো নিয়ে আসবো। তারপর আমি কিছু জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে একজন লোক একটি বাড়ি নির্মাণ করছিলেন এবং তিনি সেটা সত্যিই সুন্দরভাবে স্থাপন করেছিলেন। দেখার পরে আমি বলেছিলাম যে, আমি আশা করি যদি আমারও এরকম একটা বাড়ি থাকতো! তারপর আমি দ্বিতীয় ব্যাক্তির সাথে মিলিত হয়েছিলাম এবং তিনি ঘরের ঐসব লোকের মধ্যে একজন ছিলেন। তিনি বললেন, কাসীম আমরা তোমার জন্যও একটি বাড়ি তৈরি করেছি। আমি খুবই অবাক হলাম, তারা আমার জন্যও বাড়ি তৈরি করছে? কোন জায়গায় এবং কোথায়? তিনি আমাকে একটি জায়গায় নিলেন এবং ঘরের ঐসব লোক ও সেখানে ছিলেন। আমি বললাম যে, এই লোকগুলো একই লোক যারা ঐ বাড়িতে ছিলেন। ভ্রমণে যাওয়ার আগে আমি তাদের সাথে ছিলাম। কেন ঐসব লোক এসব আমার জন্য করেছেন? তারা কিভাবে জানলো যে, আমার একটি বাড়ি চাওয়ার ছিলো? ঐ লোকগুলো নিষ্ঠা এবং সততার সাথে কাজ করছিলো। আমি ভেবেছিলাম যে, তারা কি আল্লাহ্র থেকে কোন বার্তা পেয়েছিলো যে তারা এসব করেছে। তারপর ঐ লোকটি ঔষধ নিয়ে সেখানে পৌঁছলেন। সেই ঔষধগুলো দেখার পর আমি বলেছিলাম যে, এগুলো মাল্টিভিটামিন যেগুলো আমার বাবারও অভ্যাস ছিলো খাওয়ার। তারপর আমি ঔষধগুলো নিলাম এবং ওই বাড়িটি দেখা শুরু করেছিলাম। বাড়িটি বরং ছোট ছিলো দেখার উপর। আমি বলেছিলাম যে, এটা একটি ছোট বাড়ি, কষ্ট সহকারে আমরা সকলে এটার মধ্যে মানানসই হতে পারি এবং এটার মধ্যে হাঁটাচলা করার মত যথেষ্ট জায়গাও ছিলো না। আমার একটি বড় বাড়ি তৈরি করা উচিত ছিলো এবং আমার মনের মধ্যে একি রকম বড় বাড়ি এসেছিলো। সেটা আমি আমার স্বপ্নে প্রায়ই দেখেছিলাম। তারপর আমি বলেছিলাম, এটাই উত্তম কিছু না থাকার চেয়ে। এখনকার জন্য আমরা এই বাড়িতে থেকে তৈরি করতে পারি। তারপর যদি আল্লাহ্ চাইতেন তাহলে আমরা বড় বাড়িও পেতাম। এই লোকগুলো সত্যিই কঠিন কাজ করেছিলো এই ছোট বাড়িটি তৈরি করার জন্য। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে এইসব কিছু চিন্তা করছিলাম যে, কেউ একজন আমার কাছে এসেছিলো এবং বলেছিলো যে, একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছে এরুপ একটি জায়গায় যেটা বিখ্যাত। আমি বলেছিলাম যে, এটা কিভাবে সম্ভব? সে বলেছিলো, সবকিছু হঠাৎ ঘটেছিলো। তুমি নিজে দেখার জন্য যেতে পারো। যখন আমি টেলিভিশন দেখলাম, তখন সেখানে সত্যিই একটি যুদ্ধ শুরু হয়েছিলো। সেই যুদ্ধটি ছড়িয়ে যাচ্ছিলো। এটা একটি বড় ক্ষতির কারন হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আমি বলেছিলাম যে, এটি ছড়িয়ে যাচ্ছে। যেসব লোক আমার সাথে কাজ করতো, তারা আরো বেশি কাজ করা শুরু করেছিলো এবং তারা জনগনকে বলছিলো যে, ঐসবকিছু ঘটতে যাচ্ছে, যেগুলো কাসীম স্বপ্নে দেখেছিলো। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছিলাম সবকিছু দেখে। আমি বলেছিলাম যে, এই মানুষগুলো খুব সৎ যারা এসবকিছু করেছিলো। তারা বার্তাটি মানুষের কাছে বহন করছিলো এবং তাদেরকে একত্র হওয়ার জন্য বলছিলো। যদি তারা তা না করে তবে ঐ যুদ্ধে অনেক মুসলিম দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। অনেক লোক তাদেরকে ঘিরে বসেছিলো এবং এগুলো শুনছিলো এবং অনেকে বিশ্বাসও করেছিলো। আমি বলেছিলাম যে, আমার সেখানে যাওয়া উচিত এবং দেখা

উচিত সেখানে কি ঘটছে। যখন আমি সেখানে পৌঁছলাম তারপর একটি তীব্র যুদ্ধ বেধে গিয়েছিলো মুসলিম এবং অমুসলিমদের মধ্যে। আমি বুঝতে পারছিলামনা যে, আমার কি করা উচিত। মুসলিমরা খুব খারাপ ভাবে পরাজিত হচ্ছিলো। আমি সাহস জড়ো করেছিলাম এবং সামনে চলে এসেছিলাম। সেখানে একটি পথ ছিলো কিছু জায়গায় নেতৃত্ব দেয়ার মত। আমি এর মধ্যে গেলাম, তারপর একটি খোলা জায়গায় পৌঁছলাম এবং অবাক হয়ে দেখলাম সেখানে কি হচ্ছে! অবিশ্বাসীদের বাহিনী সেখানে প্রস্তুত হচ্ছিলো যেটা আমি আমার স্বপ্নে দেখেছিলাম। যখন এটা তুর্কি এবং সৌদি ধবংস করে এবং পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হয়, সেখানে অনেক প্লেন, হেলিকপ্টার এবং ল্যান্ড ট্রুপস ছিলো। আমি অনুভব করেছিলাম যে, এই বাহিনীই হচ্ছে দাজ্জালের বাহিনী। এগুলো দেখার পরে আমি বলেছিলাম যে, আমরা মুসলমানেরা যথেষ্ট শক্তিধর নই এই বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। আমি ফিরে আসলাম এবং ঐসব লোকের কাছে গেলাম এবং সবকিছু বললাম যে, অমুসলিমদের বাহিনী তৈরি এবং এটাই সেই সময় যখন অমুসলিমরা মুসলিম দেশ ধবংস করবে। তারা বলেছিলো যে, তার মানে সময় বেশি নাই। এই লোকগুলো চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলো সবলোকের কাছে বার্তাটি পৌঁছে দেয়ার জন্য এবং বলছিলো যে, অমুসলিমরা পরিকল্পনা করেছে আমাদের উপর একটি বড় আক্রমণ করার জন্য। যদি আমরা আমাদের মেধা ব্যবহার না করি এবং একত্র না হই, তাহলে একটি বড় ক্ষতি আমাদের উপর আসবে, পাকিস্তান এই যুদ্ধে একটি বড় ভুমিকা রাখবে, গাজওয়া ই হিন্দ যুদ্ধের সময় খুব নিকটে। এই সময় আমি দেখি যে, কিছু ভালো জ্ঞানি লোক এসেছিলো এবং তাদের কাছে বসেছিলো আর খুব সতর্কতার সাথে শুনছিলো। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(গুপ্তধন উদ্ধার এবং যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরি)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ তারিখের স্বপ্নে, আমি একটি জায়গা অতিক্রম করছিলাম, আমার পথে আমি জমির দিকে তাকালাম সাথে উপরে কিছু ঘাস গজানো ছিলো। আমি অনুভব করেছিলাম যে, এই জমিতে স্বর্ণ, হীরা এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু উপস্থিত। যখন আমি পৃথিবী খুঁড়লাম আমি একটি বস্তুর মত পাথর পেলাম। যখন আমি এটি হতে ময়লা পরিস্কার করলাম তখন আমি খুঁজে পেলাম এটি একটি স্বর্ণ। আমি খুবই খুশি হলাম এবং পৃথিবী খোঁড়া অব্যাহত রাখলাম এবং স্বর্ণ, হীরা এবং অন্যান্য মূল্যবান ধাতু খুঁজে পেলাম। আমি খুবই খুশি হলাম এবং বললাম যে, আমি একটি যন্ত্র তৈরি করবো যেটা আমি আল্লাহ্‌র সাহায্যে স্বপ্নে দেখেছিলাম। আমি সবকিছু একটি থলেতে রাখলাম এবং এটি তুলে নিয়ে সামনের দিকে চললাম। এখন আমি একটি জায়গা খুঁজতে শুরু করলাম যেখানে আমি এই স্বর্ণগুলো এবং অন্যান্য ধাতুগুলো গলাতে পারি এবং যন্ত্রটি তৈরি করতে পারি। আমি চলা অব্যাহত রাখি এবং তারপর আমি আমার ডানে একটি ভবন দেখতে পাই। আমি বললাম, আমি সেখানে কিছু লোহার চুল্লি খুঁজে পেতে পারি, যেখান থেকে আমি যন্ত্রটি তৈরি করতে সক্ষম হতে পারি। যখন আমি ভবনের ভিতরে প্রবেশ করলাম তখন আমি অনুভব করলাম যে, এটি কিছু শয়তানী শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। আমি এই চিন্তা করে ভীত হয়েছিলাম এবং বললাম, যদি কোন একজন আমাকে দেখে ফেলে, তারা আমাকে ধরে ফেলবে। কিন্তু আমার ভবনের ভিতরে যেতেই হবে এবং আর অন্য কোন বিকল্প নেই। আমি বললাম, যখন হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) মক্কায় প্রচরণ করেছিলেন, অবিশ্বাসীরা এলাকা অবরোধ করেছিলো কিন্তু তিনি কুরআন থেকে কিছু আয়াত তেলাওয়াত করেছিলেন, এর কারনে অবিশ্বাসীরা

তাঁকে দেখতে পায়নি। অতএব, আমারও একি কাজ করা উচিত। আমি মনে করার চেষ্টা করলাম কিন্তু শব্দগুলো স্মরণ করতে পারলাম না যেগুলো মোহাম্মাদ (সঃ) তেলাওয়াত করেছিলেন। ভবনের আলো ছিলো খুবই কম। যার কারনে দৃষ্টিপাত ছিলো কয়েক পা পর্যন্ত। আমি আল্লাহ্‌র নাম ঘোষনা করলাম এবং সামনের দিকে যাওয়া শুরু করলাম। যখন সূরা ইখলাস তেলাওয়াত করছিলাম, শয়তানী শক্তি আমাকে দেখতে পায়নি। ভবনের মধ্যে আমি সোজা পথে যাচ্ছিলাম, যেটা অনেক দীর্ঘ ছিলো এবং আমি অনেক বেশি ওজনও বহন করছিলাম। আমি ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম কিন্তু আমি ছেড়ে দেইনি এবং অনবরত চলা অব্যাহত রেখেছিলাম। এটি খুব বড় ভবন এবং ভিতর থেকে অনেক গভীর। আমি অনবরত ভয়ের ছাপ নিয়ে ছিলাম যে শয়তানী শক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলো। একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে পৌঁছানোর পরে আমি অনুভব করলাম যে, আমি শয়তানী শক্তির সীমার বাইরে বেড়িয়ে গিয়েছি। আমি খুবই ক্লান্ত হয়েছিলাম এবং আমি আমার বাঁদিকে একটি জায়গা দেখতে পাই। যখন আমি সেখানে গেলাম তখন আমি একটি লোহার চুল্লী, কিছু মাপনদন্ড এবং একটি লোহার টেবিল দেখতে পেলাম। এখানে সমস্ত উপকরণ যেগুলো আমি চাচ্ছিলাম তা উপস্থিত ছিলো। আমি বললাম, হ্যাঁ, এই হয় যা আমি খুঁজছিলাম। আমি আমার জিনিসপত্র সেখানে জায়গামতো রাখলাম এবং কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার পরে আমি লোহার চুল্লীটি দেখা শুরু করলাম। আমি অন্ধকারের কারনে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হলাম। যখন আমি লোহার চুল্লীর দিকে তাকালাম তখন আমি দেখলাম এর মধ্যে আগুন জ্বলছে না। এটা মনে হচ্ছিলো যে লোহার চুল্লীটি অনেক বছর ধরে ব্যবহার হয়নি। কয়লাগুলোও সেখানে উপস্থিত ছিলো। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম যে, সেখানে কয়লায় আগুন জ্বালানোর মত কিছুই নাই। আমি বললাম, যদি আমি আগে এটি জানতাম তাহলে আমি অন্তত একটি দিয়াশলাই কাঠি নিয়ে আসতে পারতাম। আমি খুবই ক্লান্ত হয়েছিলাম এবং বললাম, এটি খুবই কঠিন কাজ। আমি ভেবেছিলাম যে এটি সহজ হবে। আমি অন্ধকারে আগুনের আলো জ্বালানোর জন্য কিছু খুঁজছিলাম। অবশেষে, আমি কিছু তেল আর পাথর পেলাম। কয়লার মধ্যে তেল ঢাললাম এবং পাথরে ঘর্ষণ তৈরি শুরু করলাম যাতে কোন ভাবে তারা আগুন ধরতে পারে কিন্তু তারা পারলোনা। আমার হাতগুলো ক্লান্ত হয়েই ছিলো সব ভারী জিনিস বহনের কারনে। এসব কিছুর মধ্যেই আমার বাঁহাতের পাথরটি পড়ে যায়। আমি খুব রেগে উঠি এবং বলি যে, আমি কোন ভাবেই এই কাজটি আর করতে পারব না। আমি খুবই ক্লান্ত এবং এখনো অনেক কাজ বাকী আছে। এখনকার জন্য আমি আগুনও জ্বালাতে পারব না এবং যদি আমি করি, স্বর্ণ এবং ধাতু গলানো এবং যন্ত্রটি তৈরি করা কঠিন কাজ। আমার হতাশার মধ্যেই আমি আমার দ্বিতীয় পাথরটিও কয়লায় নিক্ষেপ করি। এটি প্রথম পাথরটিকে আঘাত করে যেটি একটি বড় ফুলকি তৈরি করেছিলো এবং কয়লাগুলো আগুন ধরে ফেলে। কিন্তু আমি তখনও বলছিলাম, আমি আর এই কাজ করতে চাইনা। আমি যা পেরেছিলাম তা সব করেছিলাম। তারপর আমি হতাশা নিয়ে ফেরার পথে একনজর তাকালাম এবং বললাম, আমি আশা করি, আমি যদি এই কাজটি শুরু না করতাম, এখন কিভাবে আমি এতদূর পথ ফিরে যাবো, যেটা বিপদজনকও? তারপর আমি অন্যদিকে তাকালাম এবং বললাম, আমার সামনে এগিয়ে যাওয়া এবং পরীক্ষা করে দেখা উচিত, সম্ভবত সেখানে কিছু পথ থাকতে পারে এখান থেকে বের হওয়ার জন্য। আমি শুধু দুই ধাপ নিয়েছি, আমি কিছু লোকের পদধ্বনি শুনতে পেলাম আমার চারপাশে হাঁটছে। যখন আমি আমার ডানদিকে তাকালাম আমি কিছু লোক দেখতে পেলাম। আমি তাদেরকে দেখার পরে থামলাম এবং বললাম, কারা ওই লোকগুলো? যখন আমি গভীরভাবে তাকালাম তখন দেখলাম তারা কালো পোশাক পড়েছিলো এবং মাথায় পাগড়ি ছিলো। তারা লোহার চুল্লীর কাছে থামলো এবং স্বর্ণ ও হীরা থলে থেকে নিলো এবং তা একদিকে রাখলো। তারপর তারা চুল্লীর আগুন বাড়ালো এবং স্বর্ণগুলো গলাতে শুরু করলো। আমি অবাক হলাম এবং

জিজ্ঞেস করলাম, তারা কি করছে, এগুলো আমার জিনিস। তারপর আমি বললাম, কেন আমি লক্ষ্য করছি? আমি এই কাজ করতে যাচ্ছিনা। আমি অন্ধকারের কারনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। ঐ লোকগুলো গলিত স্বর্ণ থেকে কিছু তৈরি করছিলো। একজন লোক স্বর্ণ থেকে তৈরি করা দুইটি জিনিস টেবিলের উপর রাখলো এবং তারপর আবার কাজ শুরু করলো। ঐ স্বর্ণটি অন্ধকারে খুবই উজ্জ্বলিত ছিলো। আমি বললাম, এই লোকগুলো কি তৈরি করলো? যখন আমি নিকটে গেলাম তখন দুটি স্বর্নের সরঞ্জাম খুঁজে পেলাম যার উপরতলে হীরা খঁচিত ছিলো। সেগুলো দেখার পরে আমি খুবই অবাক এবং খুশি হয়েছিলাম এবং বললাম এগুলো একদম সেই সরঞ্জামের মত যেগুলো আমি তৈরি করতে চাচ্ছিলাম। যখন আমি খুব সতর্কভাবে পরীক্ষা করলাম, আমি সেগুলো খুব সুন্দরভাবে তৈরি পেলাম কিন্তু তখনও সেখানে কিছু ঘর ছিলো উন্নত করার জন্য। প্রথমত, আমি ভাবছিলাম যে, আমার লোকগুলোকে বলা উচিত সরঞ্জামগুলোর উন্নতির জন্য। কিন্তু আমি থামলাম এবং বললাম, এই অন্ধকারে যা তৈরি হয়েছে তাই যথেষ্ট। আমি তাদেরকে বিরক্ত করব না। আল্লাহ্ আমার কাজ সহজ করে দিয়েছেন। একবার তারা সব যন্ত্রাংশ তৈরি করলে আমি যন্ত্রটি তৈরি করব। যখন আমি সরঞ্জামাদির দিকে তাকাচ্ছিলাম তখন আমি কারো পদধ্বনি শুনতে পাই। আমি তাকানোর জন্য ঘুড়ে দেখি এবং দেখি মোহাম্মাদ (সঃ) আমার দিকে আসছেন। আমি তাকে দেখে খুব খুশি হই। মোহাম্মাদ (সঃ) এর চলার ধরন দেখে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি খুবই দূর্বল এবং এটা আমাকে দুঃখিত করলো। আমি তাকে শুভেচ্ছা জানালাম এবং তিনিও আমাকে। আমি বললাম দেখুন, এই লোকগুলো এইসব সরঞ্জামাদি তৈরি করেছে যেটা একটা কঠিন কাজ। কিভাবে এগুলো উজ্জ্বলিত হচ্ছে এবং এর মধ্যে হীরাগুলোও জ্বলছে। মোহাম্মাদ (সঃ) এগুলো দেখে খুবই খুশি হলেন এবং বললেন, এই লোকগুলো খুবই কঠিন কাজ করছে এবং ভালো কাজ করছে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) তাদেরকে বড় পুরস্কার দিবেন। তারপর আমি বললাম, আপনি কি এগুলো ধরতে পারবেন এবং গুণাগুণ যাচাই করবেন? মোহাম্মাদ (সঃ) বললেন, আমি খুবই দূর্বল হয়ে গিয়েছি এবং আমার ডান বাহুর পেশিও খুবই দূর্বল। এই সরঞ্জামাদি খুবই ভারী এবং আমি এগুলো তুলতে পারব না। আমি বললাম, দুশ্চিন্তা করবেন না, শিঘ্রই যখন সবগুলো যন্ত্রাংশ তৈরি হয়ে যাবে, আমি একটি যন্ত্র তৈরি করব যেটা আপনার বাহু ঠিক করে দিতে সক্ষম হবে। আপনার বাহু আবারও স্বাভাবিক হবে এবং আপনি আপনার শরীরেও শক্তি পাবেন এবং আপনি কাজও করতে পারবেন যেভাবে কাজ করতে আপনি পূর্বে অভ্যস্ত ছিলেন। এটি শোনার পর মোহাম্মাদ (সঃ) খুবই খুশি হয়েছিলেন এবং উত্তেজনায় বলেছিলেন, কাসীম, আল্লাহ্ তোমাকে অনেক জ্ঞানে কবুল করুন। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(একটি ভয়াবহ ভূমিকম্প আসবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্ন দেখেছি ০৯ অক্টোবর, ২০১৭। এই স্বপ্নে, আমি আমার স্বপ্ন জনগণের সাথে শেয়ার করেছিলাম যে, একটি ভূমিকম্প আসবে এবং আমাদের ভঙ্গুর ভবন ধ্বংস হয়ে যাবে এবং এটি আমাদের জন্য একটি বিশাল সমস্যা তৈরি করবে, কিন্তু লোকেরা বলেছিলো যে, এটি শুধু একটি স্বপ্ন, আমি তাদের বলেছিলাম যে, আমাদের ব্যবসার বিল্ডিংগুলো খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং তাদের মধ্যে প্রচুর ফাটল রয়েছে কিন্তু তারা বলেছিলো যে, আমরা অনেক ভূমিকম্প সহ্য করেছি এবং আমরা এখনও এখানে রয়েছি এবং বেশি কিছু ঘটেনি। আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের ভবন আর কোনো ভূমিকম্প সহ্য করতে

সক্ষম হবে না এবং তারা পতিত হবে, এবং তারপর আমি নিজেকে বড় ফাটলযুক্ত একটি খুব খারাপভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের মধ্যে চলাচল করতে দেখেছি, এই বিল্ডিংয়ে আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা ব্যবসা করছিলাম, আমি আমার পরিবারের সদস্যদের বলেছিলাম যে, যদি ভূমিকম্প আসে তবে আমাদের এই ভবন থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যেতে হবে, কারণ এটি ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু তারা তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কিছুক্ষণ পর কিছুই ঘটলো না এবং আমি ভেবেছিলাম হয়তো ভূমিকম্প আসবে না তাই আমি কাজ করতে শুরু করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ করেই আমি অনুভব করলাম যে পৃথিবী সামান্য ঝাঁকি দিচ্ছিলো, তারপর আমি এখানে ও সেখানে দেখছিলাম এবং আমি দেখেছি পাখা এবং অন্যান্য জিনিসগুলি সামান্য কাঁপছে এবং আমি নিজেকে বলেছিলাম ভূমিকম্প আসছে, আমাদের এই ভবন থেকে বেড়িয়ে যেতে হবে, তারপর আমি জোড়ে জোড়ে চিৎকার করে বলছিলাম, ভূমিকম্প আসছে, দ্রুত এই বিল্ডিংটি ত্যাগ করো এবং তারপর আমি সিঁড়ি থেকে দৌড়াতে শুরু করি এবং সেই সময়ে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প এসেছিল এবং ভবনটি ভেঙে দিতে শুরু করেছিল। আমি বিল্ডিং থেকে বের হয়েছি এবং আমার বামে আমি রাস্তা জুড়ে আরেকটি ক্ষতিগ্রস্ত ভবন দেখেছি সেগুলি ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। এবং আমি বলেছিলাম এটা আমাদের জন্য বিশাল ক্ষতি হবে কারণ এই বিল্ডিংটি বিশাল ছিল, আমার পরিবারের কয়েকজনই বিল্ডিং থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং আমি দৌড়াতে বলেছিলাম কারন যখন এই ভবনটি ভেঙ্গে যাবে তখন অনেক ধূলিকণা তৈরি হবে এবং তার টুকরাগুলি ধ্বসে যাবে, এবং আমি বিপরীত দিকে দৌড়াতে শুরু করেছিলাম কিন্তু আমি দেখেছি যে অন্য ভবনগুলিও নিচে নেমে আসছে, এবং লোকেরা এখানে এবং সেখানে চিন্তিত হয়ে দৌড়াচ্ছে, আমি চলমান থাকি এবং আমার বাড়ীতে যাই, প্রায় সব ব্যবসার বিল্ডিং পড়ে গিয়েছিলো। আমি বললাম এটি একটি বিশাল ক্ষতি এবং এটি উদ্ধার করা যাবে না, যখন আমি বাড়িতে পৌঁছলাম, তখন দেখেছিলাম যে আমার বাড়িটি টিকে আছে, কোন ধ্বংস হয়নি এবং যদিও আমাদের বাড়িগুলো শক্তিশালী ছিলো, ভারী ভুমিকম্প বজায় রাখতে সক্ষম, আমাদের দুর্বল ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের মত নয়। আমি যখন বাড়িতে আসি তখন একই পরিবারের সদস্যরা প্রবেশ করলো এবং কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে? এবং আমি বলেছিলাম যে, সমস্ত ব্যবসা ভবন ধ্বংস হয়ে গেছে এবং বাড়িগুলিও, এবং লোকেরা এখানে সেখানে চলাচল করছে দুশ্চিন্তায় এবং সেখানে ভবন ধসের কারণে ধুলো সব জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে, আরেকজন বলেছিলো, এখন কি করা যায়?, কীভাবে আমরা এটিকে পৃথক করে বের করতে পারি? আমি বলেছিলাম, আমি আগেই আপনাদের সবাইকে জানিয়ে দিয়ে ছিলাম যে, এটি ঘটতে যাচ্ছে কিন্তু কেউ তা শোনেন নি, এখন আমি জানি না আমরা কীভাবে এই সমাধান করতে পারি, কমপক্ষে অনেক বাড়ি নিরাপদ, তারপর আমরা অন্য নিরাপদ স্থানে চলে যাই এবং সবাই চিন্তিত এবং দুঃখিত ছিল, এক জায়গায় মানুষ ধ্বংসপ্রাপ্ত বিল্ডিংগুলো দেখছিল এবং একে অপরকে বলছিল যে, কোথায় সেই সময় চলে গেল, যে সময়গুলোতে যখন এই ভবনগুলো দাঁড়িয়ে ছিল এবং আমরা খুশি ছিলাম, এখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে গেছে, এবং তাদের একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল, আমাদের কি হবে? কিছু করুন এবং এইসব পুনরুদ্ধার করুন, আমি দুঃখিত হলাম এবং চিন্তা করলাম, আমি এই পরিস্থিতিতে কিছু করতে পারবো না। কেউ পারেনা, একমাত্র আল্লাহ্ আমাদের সাহায্য করতে পারেন। এখানেই স্বপ্ন শেষ হয়।

(মধ্যপ্রাচ্যের দেশে ধ্বংস !!! শেষ সময়ের ভবিষ্যদ্বাণী এখানে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্ন আমি ৭ জুলাই ২০১৭ এ দেখেছিলাম, এই স্বপ্নে আমি একটি বড় ভবনের ভিতরে ছিলাম, কেউ আমার কাছে এসেছিল এবং বলল যে, এই ভবন থেকে বেড়িয়ে যাওয়া আমার জন্য ভাল হবে কারন, কিছু বাহিনী আমাদের ভবন আক্রমণ করছে, কিন্তু আমি থাকলাম আমার কাজ অসমাপ্ত ছিল। সেই

বাহিনীগুলো অনেক ধ্বংস ছড়িয়ে ছিল। কিন্তু আমি তখনও অনুভব করলাম না যে ভবনটা ক্ষতিকর ছিল। ঐ দুষ্ট-বাহিনী জানত যে, এই ভবনের মধ্যে একটি মানুষ বসবাস করে যে, ভবিষ্যতে সব দুষ্ট-বাহিনীকে পরাজিত করবে। তাই তারা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিল যে সেই সাথে ভবনে যত মানুষ বাস করে সবাই মারা পরবে। কিছু সময় পর, ঐ বাহিনী ধরে নিয়েছিল যে বিল্ডিং সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়েছিল তাই তারা চলে গিয়েছিল। এবং আমি আমার কাজ শেষ করলাম, যখন আমি গিয়েছিলাম তারপর বিল্ডিং একটি বড় পরিমাণে ধ্বংস হয়, এবং আমি বলেছি যে এই ভবনটি গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, এবং এমনকি আমি এটা সম্পর্কে জানতাম না, আমি এই বাহিনীর অনুসন্ধানে গিয়েছিলাম? আমি তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এগিয়ে গিয়েছিলাম, যখন আমি কিছু দূরত্ব ভ্রমণ করলাম, তারপর আমি ফিরে তাকিয়ে দেখি আমি কত দূরত্ব অবতীর্ণ করেছিলাম। এবং প্রায় আনুমানিক আমার জন্য কত দূরত্ব বাকি আছে ঐ বাহিনীর কাছে পৌঁছাতে। তারপর আমি একটু দূরে তাকালাম এবং দেখলাম কিছু বিল্ডিং একটার পর আরেকটা, হঠাৎ সেখানে প্রথম বিল্ডিংয়ের মধ্যে বিরাট বিস্ফোরণ হল। এবং বাতাসে শক্তিশালী চাপের প্রভাব সৃষ্টি হল। প্রচুর বায়ুর চাপে সর্বত্র ধ্বংসপ্রাপ্ত, যেগুলো আমাকে মাটির উপর ফেলে দিল। এবং আমি আমার কান বন্ধ করলাম শব্দের প্রভাব আসার পূর্বে কিন্তু তখনও আমি সত্যি উচ্চতর শব্দ শুনলাম। আমি বললাম যে, কী প্রকার বোমা হয় এইটা যে ইহা এমন প্রভাব তৈরি করে যদিও আমি অনেক দূরে? তারপর একটি আলোড়ন শুরু হল এবং পরবর্তী বিল্ডিং এর মধ্যে বিস্ফোরণ হল এবং এর প্রভাব পূর্বের থেকে বেশি ছিল, আমি বললাম যে, আল্লাহ্ এর দয়া আছে, কারা এইগুলো আতঙ্কজনক বিরাট প্রভাব ঘটাচ্ছে? প্রচুর মানুষ মারা গিয়েছিল এবং সেখানে সর্বত্র চিৎকারের শব্দ ছিল এবং সেই লোকগুলো যারা সংরক্ষিত ছিল তারা এখানে সেখানে দৌড়াচ্ছিল এবং তারা নিজেদের দৌড়ানো দেখতেছিল। আমি বললাম যে, এরা হয় ঐ লোকগুলো যারা আমার স্বপ্নের মধ্যে আমাকে সাহায্য করতে বলেছিল। আমি একটা নৌকার মাধ্যমে তাদেরকে নিরাপদ জায়গায় পাঠালাম। তারপর তৃতীয় বিস্ফোরণ ঘটেছে যা ছিল পূর্বের দুইটার থেকেও অনেক বেশি তীব্র এবং প্রভাব ও ছিল অনেক বেশি যে সেই সময় আমি মাটির উপর ফ্লাট হয়ে পরলাম এবং আমার কান বন্ধ হয়ে গেল এবং কিছুক্ষনের জন্য আমি কিছুই শুনতে পারছিলাম না। এবং আমি কষ্ট সহকারে নিজেকে পুনঃরুদ্ধার করলাম এবং যখন আমি আমার জ্ঞানে ফিরে আসলাম এবং চারিদিকে তাকালাম তারপর দেখলাম অনেক মৃত দেহ অনেক লোকের যা আমাকে ঘিরে রেখেছিল। কারন এর প্রভাব ছিল অনেক বেশি এবং বায়ু বহন করছিল ঐ সব মৃত দেহগুলোকে সব জায়গায় এবং সেখানে সর্বত্র রক্ত ছিল। চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পরেছিল সবদিকে এবং বেঁচে যাওয়া লোকগুলো দৌড়াচ্ছিল যেন বিচারের দিন আসছে এবং আমি বললাম যে আমি এই অবস্থায় তাদের সাহায্য করতে পারবনা তাই এইটাই ভাল যে বড় কোন ঘটনা ঘটার আগেই এখান থেকে চলে যাওয়া, আমি দৌড় দিলাম সেখান থেকে এবং একটা জায়গায় একজন লোক আমায় ছুরি দিয়ে আক্রমণ করল এবং সে ছিল পেশাদারি এবং আমি বললাম যে সে নিশ্চিত সেই দুষ্ট বাহিনী থেকে আসছে। আমি সামান্য আঘাত পেলাম কিন্তু আল্লাহ্ তাঁর দয়ায় তাকে পরাজিত করলেন এবং আমি চলে গেলাম উঁচু নিরাপদ জায়গায়, দেখি কেমন ধ্বংস হয়েছিল এবং কারা করেছিল এবং আমরা কিভাবে তাদের মোকাবেলা করতে পারি? যখন আমি তাকালাম তারপর ধ্বংসের বিস্তার আমার কল্পনাকে অতিক্রম করেছে এবং ইহা বিস্তার রাখছে। আমি বললাম যে এই ধ্বংস মেরামত করতে একমাত্র আল্লাহ্ পারেন তাঁর বিশেষ দয়া এবং সাহায্য দ্বারা এবং স্বপ্ন শেষ হয়।

(ফিলিস্তিনে কি ঘটতে যাচ্ছে ??? ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ইসরায়েল প্রধানমন্ত্রীর গোপন পরিকল্পনা প্রকাশ !!!)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ১৯ শে মার্চ, ২০১৭ তারিখে একটি স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি একটি সফরের জন্য ইসরায়েল গিয়েছিলেন। আমি বললাম এই জন্য একটি কারণ অবশ্যই আছে এবং আমায় খুঁজে বের করতে হবে কেন গিয়েছিলেন। আমি একটি কোট পরিধান করি এবং বিমান এর মত যন্ত্রে চড়ে ইসরায়েল ভ্রমণে আসি। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি এবং ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাতের জন্য একটি বিল্ডিং এ জড়ো হয়। আমি বললাম যে আমি অবশ্যই ভিতরে যাবো এবং যদি আল্লাহ্ চান কেউ আমাকে চিনতে পারবেনা। আমি আল্লাহ্ এর নাম (বিসমিল্লাহ্) নিলাম এবং ভিতরে গেলাম, কেউ আমাকে থামিয়ে দেয়নি, যেমন তারা মনে করেছিল যে আমি সভায় অংশ নিচ্ছি। সেখানে বিল্ডিংয়ের বিশাল ঘর ছিল এবং সেখানে অনেক লোক ছিল, এবং আমি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ও ইস্রায়েলের প্রধানমন্ত্রীর প্রতি নজর রাখলাম। তারপর তারা উভয়ে একটি কেবিন টাইপ এলাকায় রুমের কোণায় গিয়েছিল। আমি তাদের অনুসরণ করে দেখেছি যে তারা সেখানে বসে আছে এবং কথা বলা শুরু করেছে। আমি বলেছিলাম যে, তারা যা বলছে তা শুনতে আমাকে আরো কাছাকাছি আসতে হবে, আমি মনে করি না যে কেউ আমাকে এখনো চিনতে পারবে না। চেয়ারে বসার সময় তারা কথা বলছিল, আমি তাদের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম যেমনটা আমি কিছু গুপ্তসংস্থার একজন গুপ্ত কর্মকর্তা ছিলাম এবং তারা উভয়েই কথা বলতে শুরু করেছিল। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, ‘‘আমি দাজ্জালের গোপন মন্দিরটি প্রায় সম্পন্ন করেছি এবং শীঘ্রই শুধুমাত্র ফিলিস্তিনের নাম রাখা হবে এবং শীঘ্রই আমরা সম্পূর্ণ মধ্যপ্রাচ্য শাসন করবো।’’ আমি অবাক হয়ে গেলাম যে, তারা ইতিমধ্যেই দাজ্জালের মন্দির বানিয়েছিল যখন আমি অজানা ছিলাম। আমি অনেক উদ্বেগের সাথে সেখান থেকে চলে আসি এবং আমি ফিলিস্তিনের দিকে যেতে শুরু করলাম, এবং আমি দেখেছি যে ইসরায়েল বাহিনী ফিলিস্তিনের ঘর ভেঙে দিয়েছিল এবং ফিলিস্তিনের ছোট শিশু তাদের মায়ের সাথে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি সেইসব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের দেখে খুব দুঃখ বোধ করলাম যে তাদের উপর এত বড় কষ্ট এসে গেছে, কিভাবে তারা বেঁচে থাকবে এবং কে তাদের সাহায্য করবে ? তারপর আমি দেখেছি যে তারা সবাই বিল্ডিংটির দিকে যাচ্ছিল যা আমি ছেড়ে এসেছিলাম। আমি বললাম কেন আপনি এই ভবনটির দিকে যাচ্ছেন যেখানে আপনার হত্যার পরিকল্পনা তৈরি হচ্ছে? নারীরা বললো আমরা এই ছোট ছোট ছেলেদের কোথায় নিয়ে যাব? আমাদের আর কোন উপায় নেই, সম্ভবত তারা আমাদের হত্যা করবে কিন্তু হয়তো আমাদের সন্তানদের প্রতি তাদের দয়া থাকবে। আমি এইটা শুনে আরো দুঃখিত হয়ে ওঠি, আমি বলেছিলাম যে এই লোকেরা খুব জালিম এবং তারা প্রত্যেককেই শেষ করার পরিকল্পনা করেছে। আমি দ্রুত আমার প্লেনে চড়েছিলাম এবং দাজ্জালের মন্দিরটি খুঁজে বের করতে গিয়েছিলাম যাতে এটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি তা ধ্বংস করতে পারি এবং শীঘ্রই আমি দাজ্জালের মন্দির খুঁজে পাই। যখন আমি মন্দিরের কাছে গিয়েছিলাম তখন এটি একটি বাদামী রঙের বিল্ডিং ছিল এবং এটি সম্পন্ন হয়েছিল। এই দেখে আমি বললাম যে কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবং যেখান থেকে বেরিয়ে আসা সর্বোত্তম। যেই মাত্র আমি আবর্তিত, একটি বিস্ফোরণ ঘটে এবং একটি ঝড় শুরু হয় এবং বালি এবং ধুলো সর্বত্র উড়তে শুরু করে এবং বড় ভবন ধ্বংস হতে শুরু করে এবং মুসলমানদের বাড়ি খুব খারাপভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। আমি সেইসব বাচ্চাদের সম্পর্কে চিন্তা করলাম এবং আমি ঝড়ের মধ্যে তাদের খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ঝড় খুব বড় ছিল এবং এর ফলে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে পারেনি এবং তাপমাত্রা খুব কমই পড়েছে এবং তারপর আমি দূর থেকে এই

মহিলাদের ও বাচ্চাদের দেখেছি। ঐসব বাচ্চাদের দেখে আমি বলেছিলাম যে, এই নিম্ন তাপমাত্রায় তারা কিভাবে বেঁচে থাকবে ? আমি তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু বালুকাময় এতটাই যে আমি তাদের কাছে পৌঁছাতে পারিনি এবং আমি আমার অসহায়তা নিয়ে দুঃখ পেয়েছিলাম যে, এই শিশুদের জন্য আমি কিছু করতে পারি না এবং এই তুষারের মধ্যে কেউ সাহায্য করতে পারবে না, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে পারেন। যে বালুকাময় ছড়িয়ে ছড়িয়ে রাখা এবং এটি সর্বত্র সর্বনাশ ছড়িয়েছে এবং আমি বললাম, কাসীম ফিরে যাও, যদি এই মেশিনটি কাজ বন্ধ করে দেয় তাহলে তুমি এখানে আটকা পড়ে যাবে এবং তারপর আমি পাকিস্তানে এসেছিলাম এবং স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল।

(প্রেসিডেন্ট এরদোগানের মৃত্যু ও তুর্কীতে ধ্বংস এবং ৩য় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৭ সালের ৩ মার্চের স্বপ্নে আমি দেখি যে, তুর্কী অধঃপতিত হয় ও তুর্কীতে ধ্বংস শুরু হয়। তারপর ইসরায়েল সত্যিই সক্রিয় হয়ে উঠে। ইসরায়েল ফিলিস্তিন এলাকায় তার অপারেশন বৃদ্ধি করে, এবং এতে দাজ্জালের জন্য একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এবং মুসলমানরা প্রতিবাদ ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা। ইসরায়েল অন্যান্য কিছু দলের সঙ্গে জোট গঠন করে এবং তাছাড়াও সন্ত্রাসী কার্যক্রম শুরু করে। আমেরিকা সম্পূর্ণভাবে ইসরায়েলকে সমর্থন করে এবং তাদের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে। যখন রাশিয়া এই বেপারে জানতে পারল, তখন তারাও এইসব এলাকায় অন্যান্য দলের সাথে জোট গঠন করে। তারপর হঠাৎ করে আমেরিকা প্রকাশ্যে লাফ দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে আশে এবং ইসরায়েল ও অন্যান্য জোটের সাথে সাক্ষাৎ করে। এবং রাশিয়ার দলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে। এসব দেখার পর রাশিয়াও লাফ দেয় এবং তার মিত্ররা সমর্থন করে। এবং এইভাবে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এবং যুদ্ধের ময়দান হয় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো, যার কারণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে খারাপ ধ্বংস শুরু হয় ও এই যুদ্ধ বাড়তে থাকে। আমেরিকা, রাশিয়া ও তাদের মিত্রদের এই যুদ্ধের কারণে বৃহৎ পরিমাণ মুসলমানরা মরতে শুরু করে। এবং এই যুদ্ধ এত বেশি আতঙ্কজনক ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে যে, কেউ তাদের জন্য কিছুই করেনি। এই যুদ্ধ ধীরে ধীরে মিশর, সুদান, সৌদিআরব, কুয়েত, দুবাই, মধ্যপ্রাচ্য ও আরব দেশগুলোতে ছড়িয়ে পরে। এবং আমেরিকা, রাশিয়া ও ইসরায়েলের মিত্ররা তা আরো বাড়িয়ে চলছে। কিছু মুসলিম দেশ আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে মিত্র হয়ে উঠে। উভয় পরাশক্তিই জমির অধিকাংশ নিতে চেয়েছিল। এবং ইতিমধ্যে যারা এই ক্ষেত্রগুলিতে ছিল তারাও দাড়িয়ে যায় এবং একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে। কিন্তু অন্যদিকে পাকিস্তানের অগ্রগতি চলছে এবং এটি শক্তিশালী হতে থাকে। এবং ভারত মিত্র হয় আমেরিকা ও রাশিয়ার যাতে মধ্যপ্রাচ্যের সাথে বরাবর থাকে। আমেরিকা, ইসরায়েল ও অন্যান্য মিত্ররা একসাথে পাকিস্তানের উপর হামলা চালায়। তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল। পাকিস্তানের শত্রুদের সংখ্যা ছিল মহান। কিন্তু আল্লাহ্ পাকিস্তানকে সাহায্য করলেন "ব্ল্যাক জেট ফাইটার" দ্বারা যার সংখ্যা ৩০০০ এর কাছাকাছি ছিল। তারপর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয় এবং পাকিস্তান আল্লাহ্‌র সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হয়। এবং পাকিস্তান ভারতের সকল এলাকা দখল করে এবং বাংলাদেশ, আফগানিস্তানও পাকিস্তানের একটা অংশ হয়। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়, কারণ পাকিস্তানের সকল শত্রুরা পরাজিত হয়। এরপর পাকিস্তান আল্লাহ্‌র সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্যে লাফ দেয় ও উভয় পরাশক্তির সাথে লড়াই করে। পাকিস্তান ব্ল্যাক জেট ফাইটার দ্বারা হামলা করে এমন ভাবে যে, কেউ পাকিস্তানকে থামাতে পারে

না। এবং উভয় পরাশক্তিকে পরাজিত করার পর পাকিস্তান একাই বিশ্বে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী জাতি হয়ে উঠে। এবং এটি ফিরে মধ্যপ্রাচ্য, আরবদেশ, তুর্কী, মিশর, সুদানে। এবং এইসব এলাকা পাকিস্তানের একটি অংশে পরিণত হয় ও পাকিস্তান এই এলাকাগুলো পুনঃনির্মাণ শুরুকরে। এবং নবী মোহাম্মাদ (সঃ) এর প্রকৃত ইসলাম এইসব এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু করে এবং যেখানে ৩য় বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল সেখানে শান্তি আসে। এবং স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মুসলমানদেরকে অবৈধ হত্যা এবং আল্লাহ্‌র নূর)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৫ সালের ২২ আগস্টের স্বপ্নে আমি দেখেছি যে, সেখানে সর্বত্র ছিল চরম বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তি। এবং সকল মুসলমানেরা তাদের নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত ছিল। তারপর আমি একটি জায়গায় পৌঁছাই যেখানে দুষ্ট বাহিনীরা একটি পরিকল্পনা অংকন করছে। বলছিল, "কিভাবে মুসলমানদেরকে তাদের জীবনের সংগে দখল করা যায়। তারা তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে অক্ষম হবে এবং আমরা তাদের প্রত্যেককেই ধ্বংস করব এবং এটা করে বিশ্বকে দেখাব যে, আমরা এটা করছি শান্তির জন্য।" তারপর তারা একের পর এক ক্ষমতাশালী মেশিন তৈরি করা শুরু করল। আমি ভাবছিলাম, কিভাবে ? কারো পক্ষে এই শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক মেশিনগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সম্ভব নয়। যখন তারা মেশিনগুলোর কাজ সম্পূর্ণ সমাপ্ত করল, আমি ফিরে গেলাম। মেশিনগুলো উড়ে আকাশের উচুতে যায় এবং তারপর সেই মেশিনগুলো একে অপরকে গুলি ছোড়তে শুরু করে এবং আমরা মুসলমানরা মধ্যে আটকা পরে যাই এবং আমাদের সকলের ঘরবাড়ি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য সেখানে ছিল। এবং সেখানে একটি বিশাল প্রাচীর ছিল। যে, কী ঘটছে তা দেখা থেকে দূরে রাখতে বাকি বিশ্বকে বাধা দেওয়া। অতএব তারা বাকি বিশ্বকে দেখায়, তাদের মেশিনগুলো কত শক্তিশালী ছিল এবং কিভাবে ২টি দল একে অপরের সাথে যুদ্ধ করছিল। কিন্তু সত্য হচ্ছে, এটা ছিল প্রকৃতপক্ষে মাত্র ১টি দল যারা মুসলমানদের এবং তাদের ঘরবাড়িগুলো ধ্বংস করছে। দুষ্ট বাহিনীরা বিশ্বকে বলল যে, "মুসলমানদের মধ্যে ১টি দল, যাদের শক্তিশালী মেশিনগুলো আছে। এবং তারা এছাড়াও বলে যে, আমাদের তাদেরকে ধ্বংস করতে হবে। আর না হয় তারা বিশ্বের শান্তিকে ধ্বংস করে ফেলবে।" কিন্তু এইগুলো ছিল ভয়ঙ্কর মিথ্যা এবং সকল মেশিনগুলো দুষ্ট বাহিনীদের অধিকারভুক্ত ছিল। এটা শুধুমাত্র একটি হতাশ অজুহাত ছিল, মুসলমানদেরকে অবৈধ হত্যা করতে। এবং এগুলো বিশ্বকে দেখানো হবে ন্যয়নিষ্ঠ হিসেবে। আমি কিছু লোককে একত্রিত করলাম এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে পারি ? এই যুদ্ধের কারণে আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাব। আমরা মুসলমানরা জানিনা, কী করতে হবে এবং প্রত্যেকেই লুকানোর চেষ্টা করছিল এবং আমরা নিহত হতে থাকি। তারপর আমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে আল্লাহ্‌র নূর হাজির হয়। কিন্তু সেই মেশিনগুলোকে ধ্বংস করার জন্য এটা যথেষ্ট ছিল না। তারপর আমি বললাম, "ও আল্লাহ্‌, কোন কিছু কর, অন্যথায় আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। আমাদের বাড়িগুলো বিনষ্ট হয়ে গেছে এবং আমাদের অনেকে হত্যা হয়েছে। আমরা সমগ্র বিশ্বের কাছে অপদস্থ হতে যাচ্ছি।" তারপর আল্লাহ্‌ নূরকে বৃদ্ধি করে দিলেন। এত বেশি যে, আমি নিশ্চিত ছিলাম এটা সেই মেশিনগুলোকে ধ্বংস করে দিবে। যখন আমি সেই মেশিনগুলোর সাথে যুদ্ধে করতে বেরিয়ে গেলাম, তখন আমার পোশাক পরিবর্তন হয়ে গেল। তারপর আমি নিজেকে বলি যে, কাসীম, সেই মেশিনগুলোকে ধ্বংস করার এটাই চূড়ান্ত সময়। আমি দৌড়াতে শুরু করি এবং তারপর আল্লাহ্‌র করুণা দ্বারা বাতাসে চলতে থাকি। আমি সেই মেশিনগুলোর

মুখামুখি ছিলাম এবং আল্লাহ্‌র নূর নিক্ষেপ করি। এবং আমার আশ্চর্য, সেই মেশিনগুলো এটাকে এমন কি ১ সেকেন্ডের জন্যও সহ্য করতে পারেনি এবং সম্পূর্ণভাবে গলে নিচে পরে। তারপর আমি ফিরে আসি এবং সকল মুসলমানরা বেরিয়ে আসে এবং আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে বলছিল, আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে রক্ষা করলেন এবং আমাদেরকে নিরাপদে রাখলেন। আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, আল্লাহ্‌ আমাদের সাথে কিভাবে আছেন, এবং আপনি আবার কখনও ভীত হবেন না। স্বপ্ন শেষ হয়।

(ইসলামের ৩টি প্রধান দুর্গ)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমার অনেক স্বপ্নের মধ্যে আমি ইসলামকে ৩টি খুব শক্তিশালী বিল্ডিংয়ের মত দেখেছি। এইগুলো দেখতে দুর্গের মত মনে হচ্ছিল। এই দুর্গগুলো ইসলামকে রক্ষা করছে। আল্লাহ্‌ আমাকে আমার স্বপ্নের মাধ্যমে এই ৩টা দুর্গ সম্পর্কে বলেছেন। আমার সত্যস্বপ্ন মতে, ১ম দুর্গ তুর্কী, ২য় দুর্গ সৌদিআরব ও ৩য় দুর্গ পাকিস্তান। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের স্বপ্নে আমি দেখি যে, মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে বলেন, ইসলামের শেষ দুর্গ হল পাকিস্তান। এটা স্পষ্ট যে, ৩য় ও শেষটা হল পাকিস্তান। ২০১৪ সালের ৪ ডিসেম্বরের স্বপ্নে আমি দেখি যে, আল্লাহ্‌ আমাকে দেখালেন ইসলামের ৩টা প্রধান দুর্গ আছে। আমি দেখলাম ৩টি দুর্গের ২টিকে দুষ্ট ইলুমিনাতি বাহিনী ধ্বংস করে ফেলেছে। তারা দেখল মুসলমানরা প্রতিরোধের সম্মুখীন না। মুসলমানরা উদ্বিগ্ন ছিল যখন দেখল যে, ১ম দুর্গ ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু তারা বাঁচাতে ব্যার্থ হল। এরপর মুসলমানরা প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠল, যখন ২য় দুর্গটি দুষ্ট বাহিনী দ্বারা ধ্বংস হয়ে গেল, তারা বলল এতে ইসলামের বিধ্বংসী ক্ষতি হল। তারপর তারা ইসলামের ৩য় ও চূড়ান্ত দুর্গ পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হল। আমি আমাকে ইসলামের ৩য় ও চূড়ান্ত দুর্গে দেখতে পাই। আমি ৩টি দুর্গকে একটির পর একটি একই সারিতে দেখলাম এবং তার ২টি শত্রু ও অস্ত্র দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। আমি খুব আতঙ্কিত ছিলাম এবং মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছিলাম কিন্তু কেউ মনোযোগ দেয়নি, তাই তারা ২টি দুর্গকে হারিয়েছে। তারপর আমি দেখলাম শুত্রুরা ইসলামের ৩য় ও শেষ দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করেছে। মুসলমানরা ভীতির সাথে নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখার জন্য দৌড়িয়ে চেষ্টা করছে। আমি তাদেরকে বলেছিলাম তোমরা লুকিয়ে থাক আর লড়াই কর তোমরা মারা যাবে। তারপর আমি ইসলাম রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ ও মৃত্যুবরণ করার সিদ্ধান্ত নিলাম। ৩য় দুর্গে আল্লাহ্‌ মুসলমানদেরকে সাহায্য করলেন তার শক্তি দ্বারা ও শক্তিশালী ব্ল্যাক জেট ফাইটার দ্বারা। আল্লাহ্‌র সাহায্যে মুসলমানরা ইসলামের ৩য় ও শেষ দুর্গ পাকিস্তানকে সফলভাবে রক্ষা করল। আল্লাহ্‌র সাহায্যে মুসলমানরা পূর্ব থেকে সারা বিশ্বে সত্য ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করবে, সারা পৃথিবী শান্তি ও ন্যায়বিচারে পরিপূর্ণ থাকবে দাজ্জালের আবির্ভাব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌ ইসলামের সকল দুর্গকে রক্ষা করুন। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(ধূলার ঝড়ে ঢেকে যাবে মধ্যপ্রাচ্য, হাজার হাজার মোসলমানের মৃত্যু এবং ইসরায়েল ফিলিস্তিনে দাজ্জালের ৩য় মন্দির বানাবে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৭ সালের ৭ ফেব্রুয়ারীর স্বপ্নে আমি দেখি যে- ইসরায়েল, ফিলিস্তিন এলাকায় একটি বিশাল বাদামী রঙের বিল্ডিং নির্মাণ শুরু করে। যার কারণে ফিলিস্তিনের মুসলমানরা রেগে যায়, বাকি আরব দেশগুলোও রেগে যায়। কেন ইসরায়েল এইখানে এই বিল্ডিং নির্মাণ করছে ? এটা মুসলমানদের দেশ। বিশ্বের অন্যান্য মোসলমানেরাও এটার বিরুদ্ধে কথা বলছে এবং তারা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুরু

করেছে। কিন্তু ইসরায়েল তা বন্ধ করে নাই। এবং মুসলমানরা প্রতিবাদ ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারে নাই। যখন আমি এইসব দেখি তখন বলি, এই বিল্ডিংটা কী ? যার কারণে মুসলমানরা এত বিক্ষোভ করছে। আমি ঐ বিল্ডিংটি দেখার জন্য একটি প্লেনের মত উড়ন্ত যন্ত্রে বসি। আমি যখন তার নিকটে আসি তখন দেখি, মুসলমানরা প্রতিবাদ করছে এবং ইসরায়েল বিল্ডিং বানানো প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। যখন বিল্ডিংয়ের ভিতরে লাইট জ্বালানো হয়, তখন মুসলমানরা আরো বেশি প্রতিবাদ করে। কিন্তু হঠাৎ বিল্ডিংয়ের ভিত্তির মধ্যে বিশাল বিস্ফোরণ হয় এবং তার প্রভাব এত বেশি যে, সমস্ত বিল্ডিং রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে যায়। এবং বিস্ফোরণের কারণে একটি আতঙ্কজনক ধূলার ঝড় শুরু হয়। এবং এটা সর্বত্র ছড়িয়ে পরে। মুসলমান ও তাদের পরিবার এই ধূলার ঝড়ে আক্রান্ত হয় এবং এতে হাজার হাজার মুসলমান পুরুষ, নাড়ী ও শিশু মরতে শুরু করে। ধূলার ঝড় এত বিরাট ছিল যে, তার কারণে সূর্যের আলো পৃথিবীতে পরতে পারে না। এবং এটি একটি অন্ধকার সন্ধ্যার মত মনে হয়। এবং এই ধূলার ঝড়ের কারণে কেউ তাদের সাহায্য করতে যেতে পারেনা। আমি এটা দেখার পর ফিরে আসি। কিন্তু ধূলার ঝড় বাড়তে থাকে। এই ধ্বংস মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশ যেমন- সিরিয়া, মিশর, লিবিয়া, সুদান, সৌদিআরব এবং আফ্রিকার দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পরে। এটা এত ধ্বংস ছড়ায় যে, আমি কোন শব্দ দ্বারা এটা ব্যাখ্যা করতে পারব না। এবং আমি বলি, ইসরায়েলের কী হয়ে ছিল ? যার কারণে সে এত বড় একটি ধূলার ঝড় সৃষ্টি করেছে। এই বিল্ডিংয়ে কী ছিল ? যার কারণে সকল আরব দেশ এর দ্বারা আক্রান্ত হল। এবং কখন এই ধূলার ঝড় থামবে ? এবং স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীম মদীনা এবং মক্কায়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, ২০১৫ সালের ৭ জুনের স্বপ্নে আমি দেখি, আমার বাড়িতে নির্মাণ কাজ চলছিল। মোহাম্মাদ (সঃ) এবং আমি, আমার বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে বললেন, ‘‘কাসীম, যখন তোমার বাড়ি সম্পূর্ণ হবে, আমি তোমাকে ডাকব মদীনাতে আসতে। আমি তোমার সাথে সেখানে সাক্ষাৎ করব। তখন আমি তোমাকে আদেশ করব মক্কায় যেতে এবং আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে। এবং তারপর তোমাকে মুসলমান উম্মতদেরকে সাহায্য করতে হবে।’’ আমি বললাম, ‘‘হ্যাঁ, আপনি আমাকে যা কিছুই করতে বলবেন, আমি তা ই করব।’’ তারপর আমি নিজেকে একটি বিশাল মসজিদে দেখি, সাথে ছিল খুব ক্ষুদ্র পরিমাণ আলো। এরই মধ্যে মসজিদের ইমাম নামাজ শুরু করেছেন এবং আমি তাদের সাথে যোগদান করি। যখন আমরা নামাজ শেষ করলাম, অল্প কিছু লোক আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। এবং আমাকে বলল, ‘‘আমরা পরিষ্কারভাবে দেখতে পাচ্ছি, একটি আলো আপনার কাছ থেকে আসছে।’’ আমি উত্তরে বললাম, ‘‘সুতরাং, কী ?’’ তারা আমাকে বলল যে, ‘‘আপনি কি দেখতে পারেন যে, আমরা অন্ধকারের মধ্যে বসবাস করছি ? এবং সেই অন্ধকার প্রতিদিনই অবিরতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুগ্রহ করে আমাদেরকে সাহায্য করুন। আপনার একটি আলো আছে, আমাদেরকে আলোতে নিয়ে আসুন। তবেই আমরা এই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে পারব।’’ আমি তাদেরকে উত্তর দিলাম যে, ‘‘আমার কাছে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র একটি নূর আছে এবং আমি এটার সাহায্যে সমগ্র বিশ্বকে পূর্ণ করতে পারব।’’ তারা আমাকে অনুরোধ করেছিল, এটা তাদের জন্য করতে। তারপর আমি আল্লাহ্‌র নূরকে অন্ধকারময় আকাশে নিক্ষেপ করি। আকাশ নূরে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং সমগ্র বিশ্ব নূরে

জ্বলজ্বলে ছিল। এবং মুসলমানদের মুখমণ্ডল নক্ষত্রের মত জ্বলজ্বলে হয়ে ওঠে এবং প্রত্যেকেই আনন্দিত ছিল। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(ইমাম মাহদী (আঃ) এর আগমন এবং গাযওয়া ই হিন্দ যুদ্ধ শুরু)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি গাযওয়া-ই-হিন্দ এবং ইসলামের জেগে উঠা সম্পর্কে স্বপ্ন দেখেছিলাম। আমি আমার সত্য স্বপ্নে এই যুদ্ধ অনেক বার দেখেছি। এই যুদ্ধ পাকিস্তানের উপর আরোপিত হয় এবং আমরা আমাদের দেশ ও ইসলামকে রক্ষা করি। পৃথিবীতে ইসলামের বিরুদ্ধে এটি অত্যন্ত খারাপ একটি যুদ্ধ ছিল। এই যুদ্ধটি একমাত্র পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্যই ছিল না, এই যুদ্ধটি ইসলাম বাঁচানোর জন্যও ছিল। কারণ এই যুদ্ধের পূর্বে ইসলামের শক্তিশালী ২টি প্রধান দুর্গ তুর্কী ও সৌদিআরব ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। এবং যেহেতু পাকিস্তান ছিল ইসলামের শেষ দুর্গ, অতএব এটা অপরিহার্য ছিল ইসলাম রক্ষার জন্য ও পাকিস্তান রক্ষার জন্য। এই যুদ্ধের পূর্বে আল্লাহ্ পাকিস্তানের সেনাপ্রধানকে আমার স্বপ্নের কথা জানান। এবং নবী মোহাম্মাদ (সঃ) তাকে আমার স্বপ্ন সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন যে, “কাসীম তার স্বপ্ন সম্পর্কে কাউকে মিথ্যা বলছে না এবং তার স্বপ্নগুলো সত্য ও তা আল্লাহ্ হতে আসে, এবং ঠিক তেমনই হতে যাচ্ছে, যা আল্লাহ্ কাসীমকে স্বপ্নের মধ্যে দেখিয়েছেন।” তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানী জনগণ আমার স্বপ্নগুলোকে আরো বিশ্বাস করতে থাকে। তারপর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও পাকিস্তানী জনগণ সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইসলাম ও পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য। এবং তারপর যারা সত্যিই পাকিস্তানকে ভালবাসেন, এটা নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেন ও আমরা পাকিস্তানকে সকল রকমের অবিশ্বাসী রিতি থেকে বের করে আনি। এবং এমন একটি বিচার ব্যবস্থা গঠন করা হয় যে, বাকি বিশ্ব আশ্চর্য হয়ে উঠে, এবং এমন একটি সরকার ব্যবস্থাও গঠন করা হয়। তারপর পাকিস্তানের অগ্রগতি শুরু হয় এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিও শুরু করা হয়, কিন্তু যে ধ্বংস শুরু হয় তুর্কী ও মধ্যপ্রাচ্যে। নতুন সন্ত্রাসী দল মধ্যপ্রাচ্যে গঠিত হবে। যখন পাকিস্তানের অগ্রগতি শুরু হয়েছিল তখন ভারত, পাকিস্তানকে হামলা করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ পাকিস্তানকে সাহায্য করলেন শক্তিশালী “ব্ল্যাক জেট ফাইটার” দ্বারা এবং এটা দেখার পর ভারত, পাকিস্তানকে হামলা করে নাই। এবং পাকিস্তান অগ্রগতি ও যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য একটা সুযোগ পেল। কিন্তু অন্য দিকে ভারত ও তার মিত্ররা এবং সন্ত্রাসী দলগুলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। আমরা হামলা করে কাশ্মীরকে মুক্ত করি ও আমাদের প্রতিরোধ আরো শক্তিশালী হয়। ব্ল্যাক জেট ফাইটারের কারণে ভারত একা পাকিস্তানের উপর হামলা করতে সাহস পাবে না। এই ব্ল্যাক জেট ফাইটার দেখার পর সারা বিশ্ব থেকে অনেক মুসলমান পাকিস্তানে আসবে এবং ইসলাম পুনঃনির্মাণে তাদের ভূমিকা পালন শুরু করবে। আল্লাহ্ আমাদেরকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য করবেন। আল্লাহ্ আমাদেরকে খুব বুদ্ধিমান করবেন তার করুণা দ্বারা। আমরা আমাদের নিজস্ব প্রযুক্তিতে বিমান ও জাহাজ তৈরি করব এবং স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে উঠব। এই যুদ্ধের আগে এক সময় একটি স্বপ্নের মাধ্যমে নবী মোহাম্মাদ (সঃ) আমাকে মদিনায় ডাকলেন। যখন আমি মক্কা ও মদিনায় গেলাম তখন আমি তাদের পরিত্যক্ত ও বন্য দেখেছি এবং আমি মানুষের মধ্যে অস্থিরতা ও অন্ধকার দেখেছি তাই আমি তাদেরকে বললাম যে, কিছু দিনের জন্য ধ্যর্য ধরতে হবে। আল্লাহ্ তার সাহায্যে সবকিছু ঠিক করবেন। যখন আমি ফিরে আসি তখন শত্রুরা পাকিস্তানে হামলা করার জন্য প্রস্তুত ছিল এবং আমরাও প্রস্তুত ছিলাম। আমার সত্য স্বপ্ন মতে, “নবী মোহাম্মাদ (সঃ) এই যুদ্ধে অলক্ষ্যে ও গোপনীয়ভাবে

অংশগ্রহণ করেন, যা শীর্ষস্থানীয় কমান্ডারের জ্ঞানে ছিল।" এবং তারপর খারাপ যুদ্ধ শুরু হয়, এবং পাকিস্তানের শত্রুরা নিশ্চিত ছিল যে, তারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে ফেলবে। কিন্তু আল্লাহ্‌র পরিকল্পনা অন্য কিছু ছিল ও আল্লাহ্‌ পাকিস্তানকে সাহায্য করলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানরা কোন নাড়ী, শিশু, বৃদ্ধলোক, নিরস্র মানুষ ও যারা শান্তি স্থাপন করতে চায় তাদেরকে হত্যা করবে না। আমি জানিনা এইটা কত দিন ছিল কিন্তু এই যুদ্ধে পাকিস্তান জয়ী হয়েছিল আল্লাহ্‌র সাহায্যে। এই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমি জানতে পারলাম যে, এই যুদ্ধে **৮০ কোটি (প্রায়)** মানুষ হত্যা হয়েছে। তারপর আমি খুব কষ্ট পাই এবং আমি বলি যে, কেন এই যুদ্ধ আমাদের উপর আরোপিত হয়েছিল। তারপর আমি বললাম, আমরা শুধু নিজেদের রক্ষিত ও আমাদের শত্রুদের মৃত্যু চেয়েছিলাম। আমরা সকল নাড়ী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে সাহায্য করেছি এবং তাদেরকে একটি পরিবার হিসেবে গৃহীত করেছি ও তারা ইসলাম গ্রহণ করেছে। যেহেতু আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যে এই যুদ্ধে জয়ী হয়েছি এবং শত্রুরা পরাজিত হয়ে ফিরে গেছে, তখন আল্লাহ্‌র সাহায্যে পূর্ব থেকে সারা পৃথিবীতে মুসলমানরা বেড়িয়ে আসেন তাদের হারানো অঞ্চল পুনরুদ্ধার করতে। সেখানে আমাদেরকে থামানোর কেউ ছিল না। এবং সব ধরনের সন্ত্রাস ও নির্যাতন ধ্বংস হয়েছিল। আমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যে পুরো পৃথিবীতে সত্য ইসলাম বিস্তার করি ও সারা পৃথিবীতে শান্তি পরিপূর্ণ হয়। পৃথিবীতে আবারো ইসলাম ছড়িয়ে পরে এবং প্রত্যেকেই জানতে পারে যে, মোহাম্মাদ (সঃ) এর প্রকৃত ইসলাম শান্তিতে পরিপূর্ণ। সব জায়গায় ছিল আল্লাহ্‌র রহমত ও অনুগ্রহ। সব জায়গা ছিল রিজিকে পূর্ণ এবং কেউ দুঃখিত ও গরীব ছিল না। সব মিলিয়ে আল্লাহ্‌ আমাদের উপর খুশি ছিলেন এবং কয়েক বছর পর "দাজ্জাল" বেড়িয়ে আসে।

(লাল গাড়ি সহ লোকটির ধ্বংস এবং এক যুবকের সাথে পরিচয়)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, এই স্বপ্নটি দেখেছেন ৩১ মার্চ ২০১৮। তিনি বলেন, আমি নিজেকে একটি বাড়িতে খুঁজে পাই যেটা ছিলো মধ্যপ্রাচ্যে। এটি খুবই বিশাল একটি বাড়ি কিন্তু এটার নকশা ছিলো পুরনো ধরনের। সেখানে বাড়িটিতে অনেকগুলো ঘর ছিলো এবং দেয়ালগুলো সবুজ রঙের ছিলো। এই বাড়ির লোকগুলো ঘরে ছিলো, যারা বিচ্ছিন্নভাবে নিজেদের কাজে ব্যস্ত ছিলো। আমি নিজেকে বলছিলাম, আমি এই বাড়িতে কি করছি? আমি বাড়ির ভিতরে হাটঁছিলাম এবং সেখানে একটি ঘরে একটি জানালা ছিলো, যেটা বাইরের দিকে খোলা ছিলো। শুধু সেখানে আমি একটি বালককে দেখি, যে প্রায় ১২ বছর বয়সী হবে এবং সে ওই জানালা দিয়ে বাইরে কিছু দেখছিলো। আমি সেখান থেকে কিছুটা দূরত্বে আর একটি বাড়ি দেখি, এই বাড়িটি খুবই আধুনিক এবং এটি দেখতে বিশাল একটি ভবনের মতো এবং সেখানে অনেকগুলো লোক ছিলো। একজন ব্যক্তির সাথে একটি লাল রঙের গাড়ি এবং সে সেখানে এটি চালাচ্ছিলো। আমি অনুভব করছিলাম যে, এই লোকটি এই পরিবারের প্রধান। লোকটি গাড়িটি চালাচ্ছিলো এবং তার বিভিন্ন শারীরিক কসরত দেখাচ্ছিলো। তার চারপাশের লোকজন এসব দেখে তার প্রশংসা করছিলো। লোকটি আসলেই ভালো কৌশল দেখাচ্ছিলো। যখন আমি আরেকটি ঘরের দিকে হাটঁছিলাম, যে বাচ্চাটি আমার নিকটে ছিলো, আমার দিকে দৌঁড়ে আসলো এবং আমাকে শুভেচ্ছা জানালো এবং তার নাম বললো এবং আমিও তাকে শুভেচ্ছা জানালাম। সে আমাকে বলছিলো, আপনি কি দেখেছিলেন কি ভালোভাবে লোকটি গাড়ি চালাচ্ছিলো? আমি তাকে বললাম, হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি। এটি হচ্ছে ধনী লোকদের শখ, তার একটি গাড়ি আছে এবং বড় এলাকা আছে, সেজন্যই তিনি বিভিন্ন কৌশল দেখাচ্ছেন। তারপর সেই বালকটি আমাকে বলেছিলো, আপনি কি আমার সাথে ক্রিকেট খেলতে পারবেন? আমার একটি ব্যাট এবং বল আছে। আমি তাকে জবাব দিলাম, হ্যাঁ, কেন নয়! তারপরেই তার মা তাকে

অন্যঘর থেকে ডাকলো এবং বললো, আগে তোমার স্কুলের দেয়া বাড়ির কাজ শেষ করো, তারপর খেলো। তারপর বালকটি আমাকে বললো, দয়া করে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি আমার বাড়ির কাজ শেষ করবো এবং ফেরার পথে বল আর ব্যাট নিয়ে আসবো। আমি তাকে বললাম, সেটাই ভালো, আমি এখানে অপেক্ষা করবো। তারপর হঠাৎ করে আমার কিছু একটা মনে আসলো যে আমি ওই জানালার দিকে আবার গেলাম এবং লাল গাড়ি সহ লোকটিকে আবার দেখা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরে আর একজন লোক জানালার কাছে আসলো এবং গাড়ির কৌশল দেখছিলো। আমি আধুনিক বাড়িটির দিকে তাকাচ্ছিলাম এবং এটি খুব শক্তভাবে তৈরি করা এবং এখান থেকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিলো। লাল গাড়ি সহ লোকটি খুব গর্বের সাথে চিৎকার করছিলো যে, দেখো, আমি এরকম ভালো কৌশল করছি। তারপর হঠাৎ করে আমি বাড়িটির দেয়ালের ভিত্তি থেকে একটি অদ্ভুত শব্দ শুনতে পাই এবং তাদের চারপাশের মাটি ডুবে যাচ্ছিলো। তারপর বাড়িটির দেয়ালগুলোও ধ্বসে যেতে শুরু করেছিলো। এটি দেখার পরে আমি আমার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে বললাম, দেখুন, সেখান থেকে মাটি নিচে ডুবে যাচ্ছে এবং দেয়ালগুলোও ধ্বসে যাচ্ছে। সে এটি দেখে আশ্চর্য হলো এবং বললো এটি কিভাবে ঘটছে! এই বাড়িটি খুবই শক্তিশালী ছিলো। আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ, কিন্তু আমি চিন্তিত যদি ওই বাড়ির দেয়ালের ধ্বংসাবশেষ আমাদের বাড়িতে পড়ে এবং এটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে জবাব দিলো, না। এটি অসম্ভব। ওই বাড়িটি অনেক দূরে এবং যদি দেয়ালগুলো ধ্বসেও যায় তবুও ধ্বংসাবশেষ আমাদের এখানে পৌঁছতে পারবেনা। তারপর আমি দেখি যে ওই বাড়িটির সামনের মাটি ডুবে যাচ্ছে এবং একপাশের দেয়াল ধ্বসে যাচ্ছে। মাটিগুলো খুবই দ্রুত ডুবে যাচ্ছিলো কিন্তু চারপাশের লোকজন সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছিলো না এবং তারা লাল গাড়ি সহ লোকটির কৌশল দেখায় ব্যস্ত, আর না ওই ব্যক্তিটি নিজেও পরিস্থিতিতে মনোযোগ দিচ্ছিলো। আমি নিজেকে বলছিলাম যে, মাটির তলদেশে এই বাড়িটি ডুবে যাচ্ছে এবং এই লোকগুলো এটার প্রতি বিবেকহীন এবং তারা ওই লোকটিকে প্রশংসা করতেই ব্যস্ত। তারপর হঠাৎ ওই লোকটি তার গাড়িটি পার্কিং এলাকায় ঘুড়িয়ে নেয়। মাটি ইতিমধ্যে খুবই দ্রুত ডুবে যাচ্ছিলো এবং যেসব লোক ওই লোকটির প্রশংসা করছিলো তাদের মধ্যে কয়েকজন মাটির কবলে পড়ে যায়। বাকিরা চিৎকার করছিলো তাদেরকে মাটিতে ডুবে যেতে দেখে। ধ্বসে যাওয়া দেয়াল এবং ডুবে যাওয়া মাটির কারনে সেখানে অনেক ধুলো ছিলো। যেই মাত্র লোকটি তার গাড়ি নিয়ে পার্কিং অংশে পৌঁছলো এবং তার গাড়ি রাখতে যাচ্ছিলো, মাটি ডুবে যাচ্ছিলো এবং লোকটি তার গাড়ি সহ একা খুব গভীরে ডুবে গেলো। এটি দেখার পরে আমি খুবই দুঃখিত হলাম। আমি আমার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি ভাবছেন লোকটি এখনো বেঁচে আছে? তিনি বললেন না, সে অবশ্যই মরেছে। আমি বললাম, হ্যাঁ, এত মাটির নিচে চাপা পড়ে সে অবশ্যই মরে গেছে দমবন্ধ হওয়ার কারনে। এরকম ভয়ংকর দৃশ্য দেখার পরে আমি বললাম, আমার বাইরে যাওয়া উচিত এবং লোকদেরকে সতর্ক করা উচিত সেখান থেকে বের হওয়ার জন্য যে বাড়িটি ধ্বসে যাচ্ছে। আমি পোঁছানো পর্যন্ত মাটি খুবই দ্রুত ডুবে যাচ্ছিলো এবং এই কারনে অনেক ক্ষতি হয়ে যাচ্ছিলো ওই বাড়িতে। তারপর মাটি ক্রমশ ডুবতে থাকে যতক্ষণ না এটি আমি যেখানে উপস্থিত সেখানে পৌঁছে। বাড়িটির দেয়ালগুলোর মধ্যে একটা দেয়ালের নিচের মাটি ডুবে যায় এবং দেয়াল ধ্বসে যায়। তারপর ঘরগুলোর মধ্যেও একটা ধ্বসে যায়। সেখানে চারপাশে ধুলা ছিলো। আমি খুবই দুঃচিন্তায় ছিলাম যে, এই বিপদ এখানেও পৌঁছে গেছে এবং এরপরে কি ঘটতে যাচ্ছে? তারপর এই বাড়ির প্রধান প্রবেশ দরজার কাছে এসে মাটি ডুবে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এটা শুধু ওখান পর্যন্তই ডুবে যাচ্ছিলো এবং আর কোথাও ডুবছিলো না, যার কারনে বাড়িটির লোকগুলো সেখান থেকে বের হতে পারছিলো। আমি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)র প্রশংসা করছিলাম যে মাটি সেখানে ডুবে যাওয়া বন্ধ করেছিলো। যখন আমি ডুবে যাওয়া মাটির দিকে তাকালাম যেটা ওই বাড়িটি থেকে শুরু হয়েছিলো, এটি সবদিকে একই সমান চওড়া। আমি দেখলাম মাটিতে কিছু লোহার টুকরা যেটা ডুবে গিয়েছিলো এবং সেখানে একই নমুনা ছিলো মাটির মধ্যে। এটি কাটা হয়েছিলো একটি সংগঠিত উপায়ে সারিতে যেন সংঘটিত

হওয়ার পরে বোঝা গেলো কেউ একজন সুপরিকল্পনা করে এই বাড়িগুলো ধ্বসিয়ে দিয়েছে। তারপর আমি ভাবলাম আমার প্রস্তুত হওয়া উচিত, আমি ভিতরের দিকে দৌড়ালাম এবং চিৎকার করে বললাম, এই বাড়ি থেকে বেড়িয়ে যাও, কারন মাটির তলদেশে এই বাড়িটি ধ্বসে যাচ্ছে। কিছু মানুষ আমার কথা শুনলো এবং তারা তাদের জিনিসপত্র নিলো এবং বের হওয়া শুরু করলো। তারপর আমি বুঝতে পারলাম আমারও কিছু জিনিসপত্র এখানে। তারপর আমি একটি ঘরের দিকে দ্রুত যাই এবং আমার জিনিসগুলো নিই। এগুলো দেখার পরে আমি অনুভব করি যে আমি এগুলো আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)র কাছ থেকে পেয়েছিলাম। আমার জিনিসগুলো নেয়ার পরে আমি ওই বালকটির কথা ভাবছিলাম এবং আমি গেলাম এবং তাকে একটা ঘরে খুঁজে পেলাম। আমি তাকে বললাম এখান থেকে বের হতে যে বাড়িটি ধ্বসে যাচ্ছে। সে এবং তার পরিবার তাদের জিনিসপত্র নিলো এবং বাইরের দিকে দৌড়ালো। ডুবন্ত মাটি এখনো প্রধান দরজায় থেমে আছে কিন্তু বাড়ির অন্য পাশের মাটি ডুবে যাওয়া শুরু করেছিলো এবং সেখানে চারদিকে ধ্বংস হচ্ছিলো। বাড়িটি খালি করার পরে লোকগুলো আমাকে জিজ্ঞেস করছিলো এখন আমাদের কি করা উচিত এবং আমরা কোথায় যেতে পারি? আমি তাদেরকে বললাম, চিন্তা করবেন না এবং আমি পূর্ব দিকে ইশারা করলাম এবং তাদেরকে বললাম সেদিকে যাওয়ার জন্য। সেখানে পথে একটি ছোট নদী আছে, নদীটি পাড় হওয়ার পরে আপনারা আর একটি বাড়ি দেখতে পাবেন। আপনারা সেই বাড়িতে যেতে পারেন। ওই লোকগুলো ওই নির্দেশনায় হাঁটা শুরু করেছিলো। আমিও আমার জিনিসপত্র আমার সাথে বহন করছিলাম এবং আমি এগুলো কখনোই নিচে রাখছিলাম না এবং আমি নিজেকে বলছিলাম, যদি আমি এগুলো কোথাও রাখি এবং ভুলে যাই অথবা এগুলো নিচে চাপা পড়ে যায়! এজন্য আমি আমার জিনিসগুলো সবসময় বহন করি। আমি বাড়িটির ভিতরে আবারও গেলাম এবং আরো কিছু লোককে বাইরে আনলাম। যখন আমি ফিরে আসলাম তখন প্রথম পক্ষের লোকগুলো আমার কাছে ফিরে আসলো এবং জিজ্ঞেস করলো, কিভাবে আমরা নদী পাড় হবো? আমি তাদেরকে একা নিলাম, ওই নদীটি একটা দিকে অগভীর। আমি তাদেরকে বললাম নদীটির সেদিক দিয়ে পাড় হতে। আমরা নদীটি অতিক্রম করলাম এবং সামনে এগুলাম এবং একটি ছোট, পুরনো এবং দূর্বল বাড়ি খুঁজে পেলাম। যখন আমি সেই বাড়িটি দেখলাম, আমি বলেছিলাম যে, এটা একই বাড়ি যেখানে আমি জন্মেছিলাম। আমি ওই লোকদেরকে এই বাড়িতে আশ্রয় চাইতে বললাম এবং যখন আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) চাইবেন, সবকিছু ভালো হয়ে যাবে। ওই লোকগুলো বাড়িটিতে প্রবেশ করলো। আমি তাদেরকে বললাম, আমাদের এই বাড়িটি শক্তিশালী করা দরকার এবং আমাদের উচিত মাটি তলদেশে যাওয়া প্রতিরোধ করা এবং যাতে বিপদ এই বাড়িতে ঘটতে না পারে। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) অবশ্যই আমাদের সাহায্য করবেন। তারপর আমি ফিরে যাই যেহেতু সেখানে আরো কিছু বাড়ি ছিলো। আমি লোকদেরকে ওই বাড়িগুলোর কথা বলি এবং দুইটি বড় বাড়ি থেকে বেড়িয়ে আসা এবং নদী পাড় হয়ে ওই বাড়ির দিকে যাওয়া। ওই লোকগুলো ওই ছোট এবং পুরনো বাড়িটির একজনের পর একজন পরিচালনা করতে থাকে। এটির পরে স্বপ্নের দৃশ্য অন্যদিকে দ্রুত ঘুরে গেলো। আমি মনে করতে পারলাম না ওই সময়ে কি ঘটেছিলো। তারপর যখন দৃশ্য আবারও স্বাভাবিক হলো আমি আমাকে ওই বাড়ির দরজায় খুঁজে পেলাম। আমি অনুভব করলাম যে বিপদ কেটে গেছে এবং যেসব লোক বেঁচে গিয়েছিলো তারা সবাই এই বাড়িতে আছে। যখন আমি বাড়িটির ভিতরে প্রবেশ করলাম আমি দেখলাম যে এটি পরিপূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে, আমি খুবই আশ্চর্য হলাম এবং বললাম যে, এটি একই বাড়ি যেটা হযরত মোহাম্মাদ (সঃ) দ্বারা নির্মিত হয়েছিলো এবং আমি আমার স্বপ্নে এই বাড়িটি দেখেছিলাম। আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এই বাড়িটি আমাদের কাছে ফেরত দিয়েছেন তার বিশেষ দয়ার মাধ্যমে। আমি খুবই খুশি হয়েছিলাম। এই বাড়িটি ওই বাড়ি দুইটির চেয়ে অনেক বড়। আমি বাড়িটির ভিতরে হাঁটছিলাম সেখানে শান্তি এবং সমৃদ্ধি সর্বত্র বিরাজ করছিলো। আমি সেখানে একটি বড় ঘরে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে দেখলাম অনেক লোক একসাথে বসে আছে এবং তারা একে অন্যের সাথে কথা বলছে। সারা দুনিয়া থেকে

বিভিন্ন ভাষাভাষী এবং সংস্কৃতির মুসলমানেরা এক হয়েছিলো। আমি তাদের দিকে তাকালাম এবং ভাবছিলাম যদি বিপদ তাদের উপর না পড়তো তাহলে এই লোকগুলো একে অপরকে দেখতেও পেত না এবং এখন তারা এক জায়গায় জমা হয়েছে এবং এমনভাবে কথা বলছে যেন তারা আপন ভাই। তারা একে অপরের সাথে প্রবোধন করছে এবং অনেক সম্মান ও কদরের সাথে আচরন করছে। তারপর একজন যুবক ঘরে প্রবেশ করলো, তাকে দেখতে সুপরিচিত লাগছে এবং আমি অনুভব করলাম আমি তাকে আগে কখনো দেখেছিলাম। তারপর আমি নিজে নিজে ভাবছিলাম তার চেহারা ওই বালকটির সাথে মিলে যায় যার সাথে আমি দেখা করেছিলাম মধ্যপ্রাচ্যে। এরমধ্যে ওই যুবকটি আমার দিকে তাকাচ্ছিলো এবং আমার সাথে কথা বলতে শুরু করলো। আমি তাকে বললাম, আমি একটি বালকের সাথে দেখা করেছিলাম এবং তার সাথে তোমার অনেক মিল। তোমাকে দেখে আমি ওই বালকটিকে মনে করতে পারছি। সে আমাকে বললো যে, আমি একই বালক। আমি আশ্চর্য হলাম এবং তাকে তার নাম ধরে ডাকলাম এবং জিজ্ঞাস করলাম, তুমি সেই বালক ? সে জবাব দিলো, হ্যাঁ, আমিই সেই বালক যার সাথে আপনি দেখা করেছিলেন। আমি তাকে বললাম, এখন তুমি বড় হয়ে গেছো। সে বললো, হ্যাঁ। আমি এখন বড় হয়ে গেছি আর আমি আপনাকে দেখে খুবই খুশি হয়েছি। আমি তার সাথে কিছু সময়ের জন্য কথা বললাম এবং এটি দেখে আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। তারপর আমি ওই ঘরের এক জায়গায় বসলাম, আমি এখনো শক্তভাবে আমার জিনিসপত্র ধরে আছি যেগুলো আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) আমাকে দিয়েছিলেন। আমি নিজে নিজে বলছিলাম, অনেক বছর পার হয়ে গেছে বিশৃঙ্খলার এবং আমি বুঝতেও পারিনি এবং তখন এই যুবক বালক ছিলো। অনেক বছর পরে আমি সময় পেয়েছি মুক্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলার এবং দেখেছি এই সময়ের শান্তি এবং সমৃদ্ধি। হে আল্লাহ্। যখন আমি এই ঘরের দেয়ালের দিকে তাকাচ্ছিলাম, আমি এমন অনুভব করলাম যেন এটি খুবই শক্তিশালী এবং কেউই এটির সর্বনাশ করতে পারবেনা। সেখানে আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা)র মঙ্গল এবং দয়া আমাদের উপরে পড়ছে ওই দেয়ালগুলো এবং ছাদ থেকে। তারপর আমি ভাবি, সেখানে আর বেশি সময় বাকী নাই, খুব শিঘ্রই আমরা এই পৃথিবীর অধিপতি আল্লাহ্ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালা) এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছি এবং স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(মোহাম্মাদ কাসীমের যুদ্ধ দাজ্জালের সাথে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, একটি স্বপ্নে হঠাৎ করে আমি আল্লাহ্‌র নূরকে দেখলাম আমার ডান হাতের তর্জনী আঙ্গুলে উপস্থিত। আল্লাহ্ আমার চেহারাকে আমার একটি ছোট সংস্করণে রূপান্তরিত করেছেন। এমনকি তিনি আমার পোশাকগুলি তাজা এবং সুন্দর করে সাজিয়েছেন। দাজ্জাল খুব দ্রুত এগিয়ে আসছিল এবং সে একটি মুষ্ট্যাঘাত ছোঁড়ে। আমি একরকম এটি ব্লক করি এবং আমি তাকে ফিরে দেই। এবং এইটা তাকে পিছন দিকে উড়িয়ে ফেলে দেয়। এইটা তার খুব রাগ তৈরি করে এবং সে লাল হয়ে ওঠে। সে তার চেহারা একটি ভয়ঙ্কর এক পরিবর্তনে পরিবর্তিত করে। এবং সে আবার আমার দিকে আসতে শুরু করে। আমি তাকে ধ্বংস করতে চাই। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

(দাজ্জাল আতংকজনক বজ্রঝড়বৃষ্টি পাঠিয়েছিলো মুসলমানদের বাড়িতে)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি এই স্বপ্নটি দেখেছি ১৯ আগস্ট ২০১৭। আমি খুব বড় একটি বাড়ির ছাদে ছিলাম, যেটা অন্যান্য ছোট ছোট বাড়ির সাথে যুক্ত ছিলো যেখানে আমি সহ অন্যান্য মুসলমানরা বাস করতো। দূরত্বে আমি দুইটি পৃথক বড় বাড়ি দেখেছিলাম এবং তার চারপাশে খুবই কম ছোট বাড়ি ছিলো যেখানে মুসলমানরা বাস করতো। সেখানে চারপাশে বিশাল অতি উন্নত বিল্ডিংগুলো ছিলো। আমি দেখেছিলাম মানুষগুলো একত্রে একটি বড় প্লেন তৈরি করছিলো। কিন্তু তারা শুধু একটি পাখার সাথেই ইঞ্জিন স্থায়ী করছিলো এবং অন্যটির সাথে নয়। যখন এটি উড়তে শুরু করলো আমি খুবই আঘাত পেলাম। আমি বলেছিলাম যে, কোন ধরনের মানুষ এরকম বিশাল প্লেন তৈরি করতে পারে এবং দুই দিক স্থায়ী করেনা উড়ানোর আগে। এই প্লেনটি ধ্বসে যাবে যখনি এটি ছাড়বে এবং অনেক ধ্বংসের কারন হবে। তারপর আমি দেখলাম, প্লেনটি একটু ঘুড়লো এবং হঠাৎ আমি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলাম আর আমার বাড়ির দিকে উড়তে শুরু করলাম। আমি খুবই ভীত হয়েছিলাম। প্রভাবিত হওয়ার মুহুর্তে অনেক বড় একটি বিস্ফারণ সৃষ্টি হয়েছিলো যেটা আমাকে আঘাতে নত করেছিলো। আমি সাহস সঞ্চয় করি এবং উঠে দাঁড়াই। আমি দেখেছিলাম যে, প্লেনটি আমার সংলগ্ন একটি বাড়ির উপর অবতরণ করেছিলো এবং বাড়িটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। আগুনের কণাগুলো সর্বত্র পড়ছিলো। এটার কারনে আমাদের বাড়ির একটি দেয়াল আগুন ধরার উপক্রম হয়েছিলো। আমাদের বাড়ির লোকজন ভীত হয়েছিলো। বলছিলো, কে এটা করেছে? তারপর আমি তাকালাম এবং জায়গাটি দেখলাম যেখান থেকে প্লেনটি উড়েছিলো এবং নিকটে আমি দেখেছিলাম দাজ্জাল একটি বাড়ির ছাদে ছিলো। আমি আঘাত পেলাম এবং সন্দেহযুক্ত ছিলাম যে, সে ওখানে কি করছে? সে মনে হয় অদ্ভুত কিছু করছে। তারপর সে তার ক্ষমতা ব্যবহার করে বাতাস ও মেঘকে একত্রিত করে এবং একটি ভয়াবহ বাছাইকৃত বজ্রঝড়বৃষ্টি তৈরি করে। সে এটি পাঠিয়ে দেয় ওই জায়গার দিকে যেখানে দুইটি বড় বাড়ি আর কিছু ছোট ছিলো। এই বজ্রঝড়বৃষ্টি খুবই ভয়াবহ ছিলো যেটা শুধু দেখেই মুসলমানরা ভীত হয়ে যায়। বজ্রঝড়বৃষ্টিটি থেমে যায় ওই বাড়িগুলোর উপরে। গভীর কালো মেঘের সাথে আলো এবং দ্রতগামী বাতাস ছাদগুলো আবৃত করে, যেন একটি বিশাল হারিকেনের মত ঘুড়ছিলো। এটা এমন অনুভূত হচ্ছিলো যেন সবকিছু ধ্বংস করে দিতে যাচ্ছিলো। হারিকেনটি এত বৃহদাকার ছিলো যে এটার মেঘগুলো আমার ছাদের দিকে আসছিলো। একটি বিশাল আতঙ্ক বাড়ির মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়েছিলো। কোন মুসলমান অথবা বিদ্বান ব্যক্তি সাহস জড় করে কোন কিছু বলতে পারেনি। সকল মুসলমান আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করা শুরু করে ছিলো এই বজ্রঝড়বৃষ্টি বন্ধ অথবা শেষ হওয়ার জন্য। আমি বলেছিলাম যে, দাজ্জাল এই সবকিছু করছে। মিনতি করার চেয়ে কার্যকর কিছু করাই উত্তম। আমি দাজ্জাল এর দিকে তাকিয়েছিলাম, সে আকাশের দিকে তাকাচ্ছিলো এবং কিছু ভাবছিলো। আমি অবাক হয়েছিলাম যে, সে কি দেখছিলো এবং কিসের অপেক্ষা করছিলো। তারপর হঠাৎ দাজ্জাল আকাশে তার হাত উঁচু করেছিলো এবং কিছু করেছিলো। আমি নির্ধারণ করলাম যে নেমে সেখানে যাওয়া এবং অন্য শত্রুদের প্রতিরোধের চেষ্টা করাই উত্তম। যখনি আমি চলে গেলাম বৃষ্টি বর্ষণ হওয়া শুরু হয়ে ছিলো। আমার নেমে যাওয়ার পথে আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে ঘরের ছাদের নিচের অংশ পর্যন্ত পানির ফোটায় পরিপূর্ণ হচ্ছিলো। আমি বলেছিলাম যে, এটা কি, পানি কি ছাদ থেকে পড়ছিলো? এমনকি সেখানে একটি ছিদ্রও ছিলো না। তারপর নিচের মেঝেতে আমি লক্ষ্য করলাম একই পানি ছাদের নিচের অংশ থেকে ক্ষরিত হচ্ছিলো আগের মতই। আমি আতংকিত হয়েছিলাম, ভেবেছিলাম যে এটা কিভাবে সম্ভব! এটা আমাদের বাড়িটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে। আমি অন্যদের দিকে তাকালাম এবং তাদেরকে খুবই দুশ্চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। তারপর আমি ছাদে ফিরে এলাম। বৃষ্টি এতটাই বেশি ছিলো যে, তাই দূরে কিছুই দেখা যাচ্ছিলো না। আমি কিনারার উপর

তাকিয়েছিলাম এবং দেখেছিলাম যে, পানি পুরো বাড়িতে সঞ্চিত হচ্ছিলো। পানি চারপাশে অনিয়মিত ধাক্কা দিচ্ছিলো। আমি অনুভব করেছিলাম যে, এটা দেয়ালগুলো ভাঙতে যাচ্ছে। আমি প্রধান ফটকের দিকে তাকিয়েছিলাম এবং এটা বন্ধ ছিলো। আমি খুবই আঘাত পেয়েছিলাম দাজ্জালের শক্তি দেখে। আমি বলেছিলাম যে, আমার প্রধান ফটকটি খুলে দেয়া উচিত যাতে পানিগুলো চলে যেতে পারে এবং যেন প্রেসার প্রত্যাহার হয় দেয়ালগুলো ভাঙার আগে। আমি সর্বনিম্ন তলে গেলাম এবং দেখলাম অনেক লোক পানিতে ডুবে যাচ্ছিলো। আমি সাঁতার কেটে প্রধান ফটকের দিকে যাচ্ছিলাম এবং সেটি আঁকড়ে ধরেছিলাম। পানিগুলো শক্তি দিয়ে ঠেলাঠেলি করছিলো কিন্তু আমি দরজা খোলা পরিচালনা করছিলাম। সব পানি চলে গিয়েছিলো এবং আমরা সবাই নিরাপদ হই। তারা বলেছিলো, কাসীম যদি তুমি দরজাটি খুলে না দিতে তাহলে আমরা অবশ্যই ডুবে যেতাম। তারপর হঠাৎ কিছু বাহিনীর লোক এসেছিলো এবং আমাদেরকে হুশিয়ারি দিয়েছিলো যারা আমাদের বাড়িগুলো আক্রমণ করেছিলো তাদের বিরুদ্ধে। লোকজন হতাশ হয়ে বলছিলো কিভাবে একটা সমস্যা সমাধান হয়েছিলো এবং এখন আর একটা শুরু হলো। যখন বাহিনীর লোকজন চলে গেল, আমি তাদেরকে অনুসরণ করা নির্ধারণ করলাম নির্দোষীদের প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে। তারপর আমি থামলাম এবং বুঝলাম আমার গোলাবারুদ প্রয়োজন যুদ্ধ করার জন্য। বাড়িটি খোঁজার পরে, একটি ঘরে আমি কিছু গোলাবারুদ এবং শক্তিশালী অস্ত্র সুযোগ সহ এবং একটি পোশাক পাই। আমি দেখেছিলাম যে, বাড়িটির পিছনের দিকটা অযত্নে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলো এবং দেয়ালের অন্য দিকে সেখানে একটি বাড়ি ছিলো। তারপর আমি পিছনে আমার পথ তৈরি করি। বাহিনীরা কিছু লোকের সাথে যুদ্ধ করছিলো কিন্তু তাদের গোলাবারুদ ছিলো দূর্বল এবং বের হয়ে যাচ্ছিলো এবং তাদের শত্রুরা ছিলো খুবই শক্তিশালী। ওই শত্রুদের ছিলো খুবই শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বাহিনীদের ছেড়ে যাওয়া বিশাল অপকারীতা ছিলো। আমি ভালোভাবে লুকিয়েছিলাম এবং সুযোগের প্রতি তাকাচ্ছিলাম। আমি দেয়াল থেকে খুব পরিষ্কারভাবে তাকাতে পারছিলাম। আমি লক্ষ্য নির্ধারণ করেছিলাম এবং অস্ত্র চালু করেছিলাম যেটা দেয়াল এর ডানদিক থেকে যাবে এবং শত্রুদের আঘাত করবে। শত্রুরা হিংস্র হয়েছিলো এবং অবচেতন হয়ে গিয়েছিলো। আমি খুবই আশ্চর্য হয়েছিলাম, ভাবছিলাম যে কি অস্ত্র এটা! আমি আরো কয়েকবার অস্ত্রটি চালু করেছিলাম এবং বাকী শত্রুরাও অজ্ঞান হয়েছিলো। সৈন্যবাহিনীও আমাকে দেখেছিলো এবং আশ্চর্য হয়েছিলো যে, এটা কি রকম অস্ত্র? আমি তাদেরকে বলেছিলাম যে, এই শত্রুরা খুব শক্তিশালী এবং শুধু এই অস্ত্রটাই তাদের থামাতে পারে। তারপর আমরা একটি ঘরে গিয়েছিলাম এবং সেখানে একজন লোক পুরো দালানটি নিয়ন্ত্রণ করছিলো। তাকে দেখার পর, আমি জেনেছিলাম যে, সে দাজ্জালের একজন সাহায্যকারী। আমি ওই ব্যক্তিকে ধরেছিলাম এবং সৈন্যবাহিনীকে বলেছিলাম যে, তাকে সতর্কতার সাথে পাহারা দিতে। সে তার নেতা কোথায় সে সম্পর্কে জানে। আমি সৈন্যবাহিনীকে বলিনি যে দাজ্জাল এই লোকগুলোকে পাঠিয়েছিলো। তারপর আমরা ফিরে আসি এবং সৈন্যবাহিনী বলেছিলো যে, শত্রুর মোকাবিলা হয়েছে এবং সবাই খুশি। তারপর তারা বলেছিলো, কাসীম এইসব শত্রুদের পরাজিত করেছিলো যখন আমরা কোনকিছু করতে অপারগ ছিলাম। লোকজন আশ্চর্য হয়েছিলো এবং বলেছিলো, কাসীম, তুমি কিভাবে শত্রুদের প্রতিহত করেছিলে? কোথায় তুমি এই অস্ত্র এবং পোশাক পেয়েছিলে? তুমি কি সৈন্য? আমি বলেছিলাম, জ্বী, আমি আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার একজন সৈন্য। তারপর আমি দাজ্জাল সম্পর্কে ভাবছিলাম এবং বলেছিলাম যে, এটা মাত্র শুরু হয়েছে। আমি কখনো সুযোগ নিতে চাইনা কি পরিমান ধ্বংস সৃষ্টি করেছিলো বজ্রঝড়বৃষ্টি তা দেখার জন্য। এটা ভারী বৃষ্টিপাতের কারন। স্বপ্ন এখানেই শেষ হয়।

✉ আবূ দারদা (রাঃ)
হতে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন-
“যে ব্যক্তি সূরা কাহ্ফ এর (আল কোরআন, সূরা নং- ১৮) প্রথম দিক থেকে দশটি আয়াত মুখস্ত করবে, সে দাজ্জালের (ফিৎনা) থেকে পরিত্রান পাবে।” অন্য বর্ণনায় “কাহ্ফ সূরার শেষ দিক থেকে” উল্লেখ হয়েছে।

সূরা কাহ্ফ এর প্রথম ১০টি আয়াত (০১-১০) এবং শেষ ১০টি আয়াত (১০১-১১০)

(সহীহ মুসলিম; হাদীস নং- ৮০৯)

(দাজ্জাল এর আগমন এবং চূড়ান্ত ঈমানী পরীক্ষা)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি দাজ্জালকে আমার স্বপ্নে অনেক বার দেখেছি। দাজ্জালের উচ্চতা ৬ ফুট ১ বা ২ ইঞ্চি। সামান্য কোঁকড়ানো চুল, সামান্য কালো রঙের চামড়া। দাজ্জালের মুখ ছিল নিষ্ঠুর এবং যখন সে হাঁটে তখন মনে হয় যে, তার সামনে কেউ দাড়াতে পারবে না। আমার কাছে তাকে একটি সাধারণ মানুষই মনে হয়। কিন্তু তার আছে অনেক জাদুবিদ্যার শক্তি। এক স্বপ্নে শয়তান তাকে ডাকে, তার ধনী সেনাপতি হিসেবে। যখন আল্লাহ্ সমগ্র পৃথিবীকে তার নূর দিয়ে পূর্ণ করে দিলেন তার করুণা দ্বারা। তারপর এটা কিছু সময়ের জন্য শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ছিল এবং কয়েক বছর পর হঠাৎ দাজ্জাল আবির্ভূত হয়। যখন দাজ্জাল হাজির হয় তখন লোকজন চিন্তিত হয়ে পরে। দাজ্জাল নিজেকে প্রভু দাবি করে এবং তার ক্ষমতাও তার এই দাবিকে সমর্থন করে। দাজ্জাল চেষ্টা করে লোকজনকে অনন্ত যৌবন এবং জীবনের প্রলোভন দেখিয়ে এবং দুর্বল ঈমানের লোকজন খুব দ্রুত তাকে অনুসরণ করা শুরু করে। আমি দাজ্জালকে থামাতে গিয়েছিলাম এবং সে বলল যে, “কাসীম, আমার সাথে যোগদান কর। আমি অবশ্যই তোমাকে অনন্ত যৌবন এবং জীবন দিব।” তাই আমি দাজ্জালকে জিজ্ঞাসা করি যে, “এইসব দিয়ে কী হবে ? একদিন আমরা সবাই মরে যাব এবং তুমি কখনোই তোমার উদ্দেশ্যে সফল হতে পারবে না এবং একদিন তোমাকেও মরতে হবে। আমার এবং তোমার প্রভু হচ্ছেন, এক আল্লাহ্। তিনিই সমগ্র বিশ্বের প্রভু।” এইসব শুনে দাজ্জাল বিরক্ত হয়ে উঠে এবং তার চেহারাটিকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি রূপে রূপান্তরিত করে। এবং আমার দেহ কাঁপতে শুরু করে এবং আমি আর কিছু বলার সাহস পাইনি। এবং দাজ্জাল আমাকে বলল যে, “কাসীম, যদি তুমি আমার সাথে যোগদান না কর, তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করব। অতএব বাড়িতে যাও এবং সাবধানভাবে চিন্তা কর, তুমি কোন পথ বেছে নিতে চাও ?” তারপর আমি বাড়িতে মুসলমানদের কাছে আসি এবং বলি যে, “কেউ যদি দাজ্জালের কাছে যায় তাহলে তার ৯৯.৯% সুযোগ রয়েছে যে, সে তার সাথে যোগ দেবে। দাজ্জাল একটি মহাপরীক্ষা। এবং শুধুমাত্র তারাই এই পরীক্ষা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে, যাদের উপর আল্লাহ্র বিশেষ করুণা হয়। এবং ও মোসলমানেরা, দাজ্জালের সাথে যোগদানের পরিবর্তে এটাই উত্তম যে, আমরা মুসলমান হিসেবে মারা যাই। আসুন আমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে আল্লাহ্র পথে মরতে থাকি।” সকল মুসলমানরা আমার

সাথে একমত হল। তারপর আমরা দাজ্জালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরুকরি। মুসলমান সেনাবাহিনীরা দাজ্জালের সেনাবাহিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং আমি দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করি এবং তাকে ব্যস্ত করা হয়েছে। তাই সে মুসলমান সেনাবাহিনীর উপর তার ক্ষমতা ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। যাতে করে মুসলমান সেনাবাহিনীরা দাজ্জাল সেনাবাহিনীকে যতটা সম্ভব ধ্বংস করতে পারে। আল্লাহ্‌র নূর আমার ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলে হাজির হয়। আমি আল্লাহ্‌র নূর দ্বারা দাজ্জালের সাথে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছি, কিন্তু দাজ্জাল অত্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল। এবং তার সাথে যুদ্ধ করার সময় হঠাৎ আল্লাহ্‌র নূর আমার শাহাদাত আঙ্গুল থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং আমি বললাম যে, কাসীম এখান থেকে পালিয়ে যাও। এবং দাজ্জাল আমার পিছনে আসছে এবং বলল যে, কাসীম, আমি আজ তোমাকে জীবিত যেতে দেব না। এবং আমি আল্লাহ্‌র করুণা দ্বারা বাতাসে দৌড়াতে শুরুকরি এবং আমি দৌড়াতে থাকি, আমি একটি পাহাড়ী এলাকায় পৌঁছা পর্যন্ত। এবং দাজ্জালও সেখানে আমার পরে এসেছিল। দাজ্জাল আমাকে পেছন থেকে আক্রমণ করে এবং আমি সেখানে আহত হয়ে পড়েছিলাম। সেখানে একটি বড় পাথর পরে ছিল এবং এটি খুলে গেল এবং বলল যে, "কাসীম, আমার ভিতরে নিজেকে লুকিয়ে ফেল। আমি তোমাকে দাজ্জাল থেকে রক্ষা করব।" কিন্তু আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। এবং সেই সাথে দাজ্জাল আমার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করল এবং বলল যে, কাসীম, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। সে আমাকে মেরে ফেলছিল, কিন্তু সেই মুহূর্তে আমি আল্লাহ্‌কে ডাকি যে, "ও আল্লাহ্‌, আমাকে সাহায্য কর।" এবং তারপর আকাশ থেকে লিখিত আল্লাহ্‌ শব্দটি নেমে এসেছে। এবং তারপর আল্লাহ্‌ নিকটবর্তী পাহাড়ে বজ্রবিদ্যুত নিক্ষেপ করেন। এবং একটি আতঙ্কজনক শব্দ উৎপাদিত হয় এবং কালো হয়ে উঠলে পাহাড়টি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। এবং দজ্জাল অজ্ঞান হয়ে যায় এবং নিচে পড়ে যায়। এবং তারপর আল্লাহ্‌ আমার আঘাত সুস্থ করে দিলেন এবং বললেন যে, "দাজ্জাল শুধুমাত্র ৪ ঘণ্টার জন্য অজ্ঞান হয়েছে এবং তারপর সে ৪ ঘণ্টা পরে জেগে উঠবে। তুমি এখান থেকে দূরে চলে যাও এবং কোথাও নিজেকে লুকিয়ে রাখ এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আদেশ না করি, ততক্ষণ দাজ্জালের সামনে আসবে না।" আমি আল্লাহ্‌কে কৃতজ্ঞতা জানাই যে, তিনি আমাকে রক্ষা করেছেন। এবং তারপর আমি সেখান থেকে পালিয়ে যাই। যখন দাজ্জাল আবার জেগে উঠে তখন সে ভাবে যে, সে আমাকে হত্যা করে ফেলেছে। এবং দাজ্জাল মুসলমানদের কাছে ফিরে আসে এবং তাদেরকে বলে যে, সে আমাকে হত্যা করে ফেলেছে। এবং এটা শুনে মুসলমানরা ভীষণ দুর্বল হয়ে পরে। এবং কোনও বাধা ছাড়াই দাজ্জাল আবার তার মিশন অব্যাহত রাখল।

(ঈসা (আঃ) এবং ইয়াজুজ-মাজুজ ও জুলকারনাইন)

মোহাম্মাদ কাসীম বলেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি ইয়াজুজ এবং মাজুজ সম্পর্কে। আমি এখন এই স্বপ্নগুলো আপনাদেরকে বলছি। ইয়াজুজ মাজুজ ২ রঙের, একটি কালো ও অপরটি সাদা। উভয় একই রকমের, তাদের রঙ্গে শুধু পার্থক্য আছে। ইয়াজুজ মাজুজ ভিন্ন ধরণের বড় গরিলার মত। যখন তারা বাইরে আসতে শুরু করবে তখন তারা আর থামবে না এবং তাদের মধ্যে মানুষের প্রতি একটি ভিন্ন ধরণের রাগ আছে। কারণ মানুষের জন্য তারা শত শত বছর যাবৎ বন্দী হয়ে ছিল। এই কারণে তারা মানুষের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিবে। ইয়াজুজ মাজুজ পৃথিবীর ভিতরে একটি বিশাল হলে বসবাস করে এবং এই হলে যাওয়ার জন্য একটি বড় গুহা আছে। এই ছবিটাকে দেখুন, এইটা একটা উদাহরণ। এইটার মত ঐটা অনেক বড় একটি গুহা এবং এইটার

ভিতর থেকে একটি দীর্ঘ পথ পৃথিবীর সম্মুখে এসেছে। এই পথগুলো ছোট গুহার মত। কিন্তু ইয়াজুজ মাজুজ খুব সহজেই এই পথটি দিয়ে গুহা থেকে আসা যাওয়া করতে পারত। হলের ছাঁদ খুব উঁচু ছিল এবং ইয়াজুজ মাজুজ এটা আরোহণ করতে অক্ষম। ছাঁদের ছোট ছোট গুহার মাধ্যমে আলো বাতাস আসত। ইয়াজুজ মাজুজ যখন হলের মধ্যে তখন তারা বুঝতে পারে নাই যে, হলের গুহায় বা প্রধান গুহার মুখে কী হচ্ছে। ইয়াজুজ মাজুজ যখন বাহিরে আসত তখন তারা অনেক অশান্তি সৃষ্টি করত। অশান্তি সৃষ্টি করার পর তারা হলে চলে যেত। তারা এই হলে ৪ থেকে ৬ মাস পর্যন্ত থাকত, বাহিরে আসত না। এই সময়ে জুলকারনাইন গুহার মুখে একটি প্রাচীর তৈরি করেন। জুলকারনাইন প্রথমে গুহার ভিতরের পথ বন্ধ করেন। এবং যখন ভিতরের পথ বন্ধ হয়, তখন ইয়াজুজ মাজুজ আটকা পরে যায়। তারপর জুলকারনাইন গুহার মুখে একটি শক্তিশালী ধাতুর প্রাচীর তৈরি করেন। এই প্রাচীর তৈরি করতে ৬ বছর লেগেছে। ইয়াজুজ মাজুজ বের হবার কয়েক সপ্তাহ পূর্বে মানবতার খারাপ যুদ্ধ দাজ্জালের সাথে শেষ হয়। এবং প্রায় সব গোলাবারুদ ঐ যুদ্ধে শেষ হয়ে যায়। যখন ইয়াজুজ মাজুজ বাহির হয়ে আসে, তখন ইয়াজুজ মাজুজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কোন ভারী অস্ত্র থাকে না। এই স্বপ্নের মধ্যে আমি এক শক্তিশালী নেতৃত্বাধীন ব্যক্তির সাথে যুদ্ধে যাই। এবং যাওয়ার আগে আমি আমার পরিবার ও কিছু মানুষকে একটি আধুনিক ট্রেনে রেখে যাই। আমি তাদেরকে বলি, আপনারা আমার জন্য এখানে অপেক্ষা করেন। আমি যখন আবার আসব আমরা সবাই এই জায়গা থেকে চিরদিনের জন্য চলে যাব ও ঈসা (আঃ) এর সাথে যোগ দিব। যখন আমি ঐ শক্তিশালী নেতৃত্বাধীন ব্যক্তিটিকে আল্লাহ্‌র সাহায্যে হত্যা করি তখন আমি মোহাম্মাদ (সঃ) এর কণ্ঠ শুনতে পাই। তিনি বলেন, “কাসীম, ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে গেছে, দ্রুত তোমার বাড়িতে যাও।” আমি ইয়াজুজ মাজুজের আগে বাড়ি চলে যাই। যখন আমি সেখানে পৌঁছাই তখন সবকিছু ভাল ছিল। আমি লোকদেরকে বলছি আপনারা সবাই সতর্কতার সাথে বসেন। ইয়াজুজ মাজুজ বের হয়ে গেছে। তারা আমাদের ট্রেনকে আক্রমণ করতে পারে। আমি ট্রেনকে চালু করে তার ছাঁদে উঠে পরি। যদি ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের ট্রেনকে হামলা করে আমি যেন তাদেরকে আল্লাহ্‌র নূর দিয়ে মারতে পারি। আল্লাহ্‌র নূর আমার শাহাদাৎ আঙুলে আছে। রাস্তার মধ্যে সাদা রঙের ৪, ৫ টা ইয়াজুজ মাজুজ আমাদের ট্রেনকে হামলা করে। যখন আমি তাদেরকে দেখি মনে হয় যেন তারা আকাশ থেকে নেমে আসছে। তারা একটি আতঙ্কজনক আর্তনাদ ও অনেক গতির সঙ্গে আক্রমণ করে। যখন আমি তাদের দিকে আল্লাহ্‌র নূর দেই তখন তারা বাতাসেই মরে যায়। এক স্বপ্নে আমি দেখেছি, ইয়াজুজ মাজুজ দ্রুত দৌড়াচ্ছে, তারপর তারা ছোট ছোট লাফ দেয় ও পরে একটা বড় লাফ দেয়, তারা বাতাসের অনেক উঁচুতে চলে যায় এবং নিচে নেমে এসে হামলা করে। এতে কেউ নিজের আত্মরক্ষা করতে পারেনা। ইয়াজুজ মাজুজকে হত্যা করার ভাল উপায় বলতে আমি যা বুঝেছি সেটা হল, তাঁদেরকে বাতাসের মধ্যেই হত্যা করা। কারণ তারা দ্রুত গতিতে চলে এবং তাদের দেহ খুবই শক্তিশালী। তাঁদের হাতে ও পায়ে অনেক শক্তি আছে। এই পথে আমি কিছু মানুষকে দেখেছি ও আমি তাদের বোর্ডে ট্রেনটি থামাই। আমার সাথে যারা ছিল তারা বলেছে, না থামানোর জন্য এতে বিপদ হতে পারে। কিন্তু আমি বললাম, সম্ভবত আমি আরও কিছু মানুষকে বাচাতে পারব। আমি ট্রেনটি থামাতেই কালো রঙের ইয়াজুজ মাজুজ আক্রমণ করে। রাত হবার কারণে আমি তাদেরকে ভাল ভাবে দেখতে পারিনি। আমি তাঁদের সবাইকে মেরে ফেলি আল্লাহ্‌র নূরের সাহায্যে। আমার সাথে যেসব লোকজন ছিল আল্লাহ্‌র রহমতে তারা ভাল ছিল। আমাদের কোন ক্ষতি হয়নি। কিন্তু ঐ লোকজন মারা গেছে, যাদের জন্য আমি থামিয়ে ছিলাম। মানুষ আমাকে বলেছে, কাসীম, তুমি কিছু লোক বাঁচানোর জন্য আমাদেরকেও মেরে ফেলবে। আমি বললাম, তোমরা ঠিকই বলেছ। আমাদের ঝুঁকি নেয়া উচিৎ নয়। আমরা আর কোন যায়গায় থামাই না। এবং আল্লাহ্‌র রহমতে

ফজরের সময় ঈসা (আঃ) এর নিকট পৌঁছে যাই। আমাদের পৌঁছার কিছু সময় পূর্বে ঈসা (আঃ) পৃথিবীতে নেমে আসেন। তারপর আমরা ঈসা (আঃ) এর সাথে থেকে যাই। আমি আমার স্বপ্নে দেখি না ইয়াজুজ মাজুজ কি খায় এবং তারা কিভাবে এত বৎসর হলের মধ্যে বেঁচে ছিল, আর তারা কত জন ও তাদের সবাইকে কে হত্যা করল ? কিন্তু আমি দেখেছি, ইয়াজুজ মাজুজ সারা পৃথিবী ধ্বংস করছে এবং মাত্র অল্প কিছু মানুষ বেচে ছিল। আল্লাহ্ ভাল জানেন।

দয়াকরে এই স্বপ্নগুলো অন্যদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করুন এবং স্বপ্নগুলো সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য অথবা অন্যান্য নতুন স্বপ্নগুলো সম্পর্কে জানার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেল এবং ওয়েবসাইটে দেখুন। জাযাকাল্লাহু খাইরান।

This pdf file Published Date: 23/03/2019

CALL ME NOW +8801723616255

www.twitter.com/M_Qasim_Bangla

www.facebook.com/Muhammad.Qasim.Bangla.3

www.youtube.com/c/MuhammadQasimBangla

www.divinedreams.co

www.qasimdreams.com